كيف تثقل ميزانك؟ - بنغالي

কিভাবে ভারী করবেন আপনার নেকীর পাল্লা?

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالزلفي

221 هاتف: ٠١٦ ٤٢٣٤٤٦٦ - فاكس: ٠١٦ ٤٢٣٤٤٧٧

جمعية الدعوة بالزلفي

কিভাবে ভারী করবেন আপনার নেকীর পাল্লা ?

كيف تثقل ميزانك – اللغة البنغالية

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الزلفي
Tel: 966 164234466 - Fax: 966 164234477

كيف تثقل ميزانك

ترجمه إلى اللغة البنغالية:

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالزلفي

الطبعة الثانية: ١٤٤٢/١١ هـ

ح شعبة توعية الجاليات بالزلفي، ١٤٣٨هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
شعبة توعية الجاليات بالزلفي
كيف تثقل ميزانك / المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالزلفي ١٤٣٨
١٣٩ ص؛ ١٢ × ١٧ سم
ردمك: ١-٨٦-٨١٣-٦١٣-٩٧٨
(النص باللغة البنغالية)
١- الوعظ والإرشاد أ. العنوان
ديوي ٢١٣ ١٤٣٨/٩٣٢٦

رقم الإيداع : ١٤٣٨/٩٣٢٦
ردمك : ١-٨٦-٨١٣-٦١٣-٩٧٨

কিভাবে ভারী করবেন আপনার নেকীর পাল্লা ?

ভূমিকা

মুসলিম তার পুণ্যের পুঁজি বাড়ানোর প্রতি চরম যত্নবান হবে. তাই সে যতদিন বেঁচে থাকবে অধিকহারে নেকী জমা করার ও পাপ কম করার চেষ্টা করবে. যাতে কিয়ামতের দিন তার নেকীর পাল্লা ভারী হয়. আর যার নেকীর পাল্লা (সেদিন) ভারী হবে, সে এমন সৌভাগ্য লাভে ধন্য হবে যে, কোন দুঃখ-কষ্ট তাকে স্পর্শ করবে না. বরং সে সমুন্নত জান্নাতে ও সন্তোষময় জীবনে (সুখে) থাকবে. মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ* فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ* وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ* فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ* وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ* نَارٌ حَامِيَةٌ﴾ (القارعة: ٦-١١)

অর্থাৎ, "তখন যার (নেকীর) পাল্লা ভারী হবে, সে তো সন্তোষময় জীবনে (সুখে) থাকবে. কিন্তু যার পাল্লা হাল্কা হবে, তার স্থান হবে হাবিয়াহ. আপনি জানেন তা কি? তা অতি উত্তপ্ত অগ্নি." (সূরা ক্বারিয়াহ ৬- ১১)

অনেকে এই পৃথিবীতে ধনী হওয়ার বড়ই আগ্রহ রাখে এবং এর জন্য একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করে. অনেককে দেখবে যে, তারা সেইসব কিতাব যত্নসহকারে পড়ে, যাতে ধন বাড়ানোর পদ্ধতি ও তাড়াতাড়ি ধনী হওয়ার কথা আলোচিত হয়েছে. তবে

আমাদের উচিত এমন বিত্ত সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করা, যা না কোনদিন শেষ হবে, আর না নষ্ট হবে. অনুরূপ যেভাবে আমরা ধন-সম্পদ জমা করার প্রতি যত্নবান, সেভাবে আমাদেরকে নেকী জমা করার প্রতিও যত্নবান হতে হবে. কারণ, পার্থিব ধন-সম্পদ বিলুপ্তশীল ও ক্ষণস্থায়ী. পক্ষান্তরে আখেরা- তের সম্পদ স্থায়ী, কোনদিন তা বিলুপ্ত হবে না. আর এতে বাধাই-বা কি, যে আমরা দুনিয়াতেও সর্বাধিক বিত্তশালী হব এবং আখেরাতেও. আল্লাহ তো অভাবমুক্ত মহানুভব. মহান আল্লাহর সাথে ব্যবসা মানুষকে প্রকৃত ধনী বানায়. আর নেকীসমূহ জমা করার যত্ন নিয়ে এবং পাপসমূহ দূর ক'রে আখেরাতের ধনবান হওয়া যায়. কাজেই আপনি যদি সেই লোকদের অন্তর্ভুক্ত হতে চান, যারা অতি সত্বর আখেরাতের ধনী হতে চায়, তাহলে আপনাকে সেইসব আমলের যত্ন নিতে হবে, যার ওজন বেশী হবে দাঁড়ি-পাল্লায়. আর ক্ষুদ্র এই বইটি সেই আমল- গুলির প্রতি আপনার পথপ্রদর্শক হবে, যেগুলি আল্লাহর অনুমতিক্রমে আপনার দাঁড়ি-পাল্লায় ভারী হবে.

অতএব মুসলিমের উচিত শিক্ষা ও শিক্ষা অনুযায়ী আমল করার ব্যাপারে ক্লান্তি বোধ না করা. আপনার হাতের এই কিতাবে আলোচিত অনেক আমল সম্পর্কে বহু মানুষই জানে না. তারা এগুলির প্রতি দিঙ্‌নির্দেশনা পায়নি. তারা তার খোঁজও করে না এবং সেগুলি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাও করে না. তাই আমাদের প্রতি মহান আল্লাহর সব চেয়ে বড় অনুগ্রহ হল, তিনি আমাদেরকে সত্য জানিয়ে দিয়েছেন এবং সেদিকে আমাদের দিঙ্‌নির্দেশনা করেছেন. এখন আমাদের করণীয় হল, তাঁর করুণার নিকট এই প্রার্থনা করা

যে, তিনি যেন এই সত্যের প্রতি আমাদের ভালবাসা সৃষ্টি করে দেন এবং সেটাকে যেন আমাদের হৃদয়ে সুশোভিত করে দেন. যাতে আমরা অব্যাহতভাবে তার উপর আমল করতে পারি. আর যাতে এ আমল সেদিন আমাদের কাজে আসে, যেদিন সীমালংঘনকারী নিজ হস্তদ্বয় দংশন করতে করতে বলবে, 'হায়! আমার এ জীবনের জন্য আমি যদি কিছু অগ্রিম পাঠাতাম! তাই ব্যাপার গুরুতর, হাসি-ঠাট্টার নয়. হয় জান্নাতের চিরন্তন সুখ লাভ করবে অথবা জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে. আল্লাহর নিকট আমরা নিরাপত্তা ও শান্তি কামনা করছি.

দাঁড়িপাল্লায় ভারী হবে এমন আমলসমূহ

প্রথমত আমলঃ কথা ও কাজে নিষ্ঠাবান হওয়া

ইখলাস তথা ঐকান্তিকতা হল প্রত্যেক আমলের মূল. সুতরাং যে আমলই কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য হবে, সে আমল নেকীর পাল্লায় তত ভারী হবে, যদিও তা স্বল্প হয়. আর আমলের সাথে যদি লোকদেখানো অথবা খ্যাতি লাভের উদ্দেশ্য জড়িত থাকে, তবে তা দাঁড়িপাল্লায় হাল্কা এবং বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত হবে, যদিও তা অধিক হয়. কাজেই আমলসমূহ মহান আল্লাহর নিকট ততই মর্যাদাপূর্ণ হবে, যত তা আন্তরিক ঐকান্তিকতা ও আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার সাথে সম্পাদিত হবে. যেমন, আবূ উমামা বাহেলী ﷺ থেকে বর্ণিত. তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-এর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করল যে, এমন ব্যক্তি সম্পর্কে

আপনার কি ধারণা, যে জিহাদ করে আর তাতে তার উদ্দেশ্য নেকী এবং নাম কামানো দু-ই থাকে? তিনি ﷺ উত্তরে বললেন, "সে কিছুই পাবে না." লোকটি একই প্রশ্ন তিনবার জিজ্ঞাসা করল, আর রাসূলুল্লাহ ﷺ একই উত্তর দিলেন যে, "সে কিছুই পাবে না." অতঃপর তিনি ﷺ বললেন, "অবশ্যই আল্লাহ আমলের মধ্য হতে কেবল সে-ই আমলকেই গ্রহণ করেন, যা শুধুমাত্র তাঁর সন্তুষ্টি বিধানের লক্ষ্যে সম্পাদিত হয়." (নাসায়ী, ত্বাবরানী, আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন. দ্রষ্টব্যঃ সাহীহুল জামে' ১৮৫৬)

আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহঃ) বলেছেন, অনেক আমল ক্ষুদ্র হলেও নিয়তের গুণে তা বড় হয়ে যায়. আবার অনেক আমল বড় হলেও নিয়তের গুণে তা ছোট হয়ে যায়. (জামেউল উলুম অলহিকাম ১/৭১)

মাইমূন ইবনে মেহরান (রহঃ) বলেছেন, তোমাদের আমল অনেক কম. কাজেই এই কম আমলে নিষ্ঠাবান হও. (হিলয়াতুল আউলিয়া ৪/৯২)

আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ থেকে বর্ণিত. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((الصَّلَاةُ فِي جَمَاعَةٍ تَعْدِلُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ صَلَاةً، فَإِذَا صَلَّاهَا فِي فَلَاةٍ فَأَتَمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا بَلَغَتْ خَمْسِينَ صَلَاةً)) رواه أَبُو دَاوُد وابن حبان

অর্থাৎ, "যে নামায জামাতের সাথে পড়া হয়, তা ২৫নামাযের সমান হয়. আর যদি এ নামায কোন জনশূন্য মায়দানে পড়া হয়

এবং তার রুকূ' ও সাজদা পূর্ণরূপে আদায় করা হয়, তবে তা ৫০নামায পর্যন্ত পৌঁছে যায়." (আবূ দাউদ, ইবনে হিব্বান, আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন. দ্রষ্টব্যঃ সহীহ সুনানে আবূ দাউদ ৫৬০)

সে একা থাকা সত্ত্বেও কেন নামায পড়ল? তাকে নামাযের স্মরণ না তো কোন মুআয্যিনের আযান দিয়েছে, আর না কোন সাথী-বন্ধু? আর ধীরস্থিরতার সাথে পরিপূর্ণ রুকূ' ও সাজদাসহ কেন নামায পড়ল? কারণ, সে কেবল আল্লাহর জন্যই আমল করেছে এবং তাঁকে পর্যবেক্ষক বলে স্মরণে রেখেছে. তাই সে প্রতিদানও দ্বিগুণ লাভ করেছে. এ জন্য সালামা ইবনে দীনার (রহঃ) বলেছেন, তুমি তোমার পাপসমূহকে গোপন করার চাইতে, নেকীগুলিকে আরো বেশী গোপন কর. (হিলয়া তুল আউলিয়া ৩/২৪০)

আবূ হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত. তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন,

((بَيْنَمَا كَلْبٌ يُطِيفُ بِرَكِيَّةٍ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ إِذْ رَأَتْهُ بَغِيٌّ مِنْ بَغَايَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فَنَزَعَتْ مُوقَهَا فَسَقَتْهُ فَغُفِرَ لَهَا بِهِ)) رواه البخاري ومسلم

অর্থাৎ, "(এক সময়) একটি কুকুর একটি কুয়ার চারিদিকে ঘুরছিল. মনে হচ্ছিল যে, পানির পিপাসায় সে এখনই মারা পড়বে. এমনি সময় বনী ইসরাইলের এক বেশ্যা নারী কুকুরটিকে দেখল. সে তার চামড়ার মোজা খুলে নিল এবং (তা দিয়ে কুয়া থেকে পানি উঠিয়ে) কুকুরটিকে পান করাল. এ কারণে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে

দিলেন.” (বুখারী ৩৪৬৭-মুসলিম ২২৪৫)

ইবনে তাইমিয়্যা (রহঃ) বলেন, এ মহিলা নিষ্ঠাপূর্ণ ঈমান নিয়ে কুকুরটিকে পানি পান করিয়ে ছিল বলেই আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিলেন. ব্যাপার এমন নয় যে, যে মহিলাই কুকুরকে পানি পান করাবে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিবেন. (মিনহাজুস্‌সুন্না ৩/ ১৮২, মাদারিজু স্‌সালিকীন ১/৩৩২)

দ্বিতীয় আমলঃ উত্তম চরিত্ত

নবী করীম ﷺ উত্তম চরিত্রের বড়ই প্রশংসা করেছেন এবং (হিসাবের) দাঁড়িপাল্লায় তার সওয়াব ও বৈশিষ্ট্য যে অতি মহান, তাও তিনি ﷺ বর্ণনা করেছেন. আর এ জন্য তিনি ﷺ আল্লাহর কাছে কামনা করতেন উত্তম চরিত্র এবং পানাহ চাইতেন নোংরা চরিত্র থেকে. যেমন, আবূ- দ্দারদা ﷺ থেকে বর্ণিত. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((مَا شَيْءٌ أَثْقَلُ فِي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ، وَإِنَّ اللهَ لَيُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ)) رواه الترمذي وأبوداود وقد صححه الألباني

অর্থাৎ, “কিয়ামতের দিন বান্দার (আমলের) দাঁড়িপাল্লায় সচ্চরিত্রতার চেয়ে কোন অন্য বস্তু অধিক ভারী হবে না. আর আল্লাহ অশ্লীলভাষী ও বদমেজাজীকে ঘৃণা করেন”. (তিরমিযী ও আবূ দাউদ, হাদীসটি সহীহ. দ্রষ্টব্যঃ সহীহ সুনানে তিরমিযী ও আবূ দাউদ আলবানীঃ২০০২-৪৭৯৯)

আবূদ্দারদা ﷺ থেকেই বর্ণিত. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((أَثْقَلُ شَيْءٍ فِي الْمِيزَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُلُقٌ حَسَنٌ)) رواه أحمد وابن حبان وقد صححه الألباني

অর্থাৎ, "কিয়ামতের দিন (আমলের) দাঁড়িপাল্লায় সব চেয়ে যে জিনিসটা ভারী হবে, তা হল উত্তম চরিত্র." (আহমদ, ইবনে হিব্বান, আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন. দ্রষ্টব্যঃ সাহীহুল জামে' ১৩৪) আবূদ্দারদা ﷺ থেকেই অন্য বর্ণনায় এসেছে, নবী করীম ﷺ বলেছেন,

((مَنْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ؛ فَقَطْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنَ الخَيْرِ؛ وَمَنْ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ؛ فَقَدْ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ الخَيْرِ. أَثْقَلُ شَيْءٍ فِي مِيْزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ القِيَامَةِ حُسْنُ الخُلُقِ، وَإِنَّ اللهَ لَيَبْغُضُ الفَاحِشَ البَذِيء)) رواه ابن حبان والبيهقي

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি নম্রতা ও বিনয়ের কিছু অংশ পেয়েছে, সে কল্যাণের কিছু অংশ পেয়েছে. আর যাকে নম্রতার অংশ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে, তাকে কল্যাণের অংশ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে. আর কিয়ামতের দিন বান্দার (আমলের) দাঁড়িপাল্লায় সচ্চরিত্রতা অধিক ভারী হবে. আল্লাহ অশ্লীলভাষী ও বদমেজাজীকে ঘৃণা করেন." (ইবনে হিব্বান, আল-আদাবুল মুফরাদ, আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন. দ্রষ্টব্যঃ সাহীহ আদাবুল মুফরাদ ৩৬১)

মুল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) বলেন, এ কথা সুবিদিত যে, প্রত্যেক যে জিনিস আল্লাহর নিকট ঘৃণিত, তার না কোন ওজন হবে, আর না

কোন মান. অনুরূপ প্রত্যেক যে জিনিস আল্লাহর নিকট প্রিয়, তা তাঁর নিকট অতীব মহান গণ্য হবে. তাই তিনি কাফেরদের ব্যাপারে বলেছেন, "কিয়ামতের দিন আমি ওদের জন্য কোন ওজন স্থাপন করব না." আর অতি প্রসিদ্ধ হাদীসে এসেছে, (রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "দু'টি বাক্য, জবানে খুবই হাল্কা, দাঁড়িপাল্লায় হবে খুবই ভারী এবং তা আল্লাহর নিকট অতি প্রিয়. (বাক্য দু'টি হল,) 'সুবহা-নাল্লাহি অবিহামদিহি সুবহা-নাল্লাহিল আযীম' (মিরক্বাতুল মাফাতী-হ ৮/৮০৯)

উত্তম চরিত্র গঠনে যে জিনিসগুলি সব চেয়ে বেশী সাহায্য করবে তা হল, মহান আল্লাহর কিতাবের তেলাঅত করা, তার অর্থ নিয়ে গবেষণা করা, সৎ লোকদের সাথে উঠাবসা করা ও তাদের সাহচর্য অবলম্বন করা এবং নবী করীম ﷺ-এর হাদীসের অধ্যয়ন করা. অনুরূপ আল্লাহর নিকট এই প্রার্থনা করা যে, তিনি যেন তার চরিত্রকে সুন্দর করে দেন. যেমন, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ ﷺ থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, তিনি ﷺ বলতেন,

((اللَّهُمَّ كَمَا حَسَنْتَ خَلْقِي، فَحَسِّنْ خُلُقِي)) رواه أحمد وابن حبان وقد صححه الألباني

অর্থাৎ, "হে আল্লাহ! যেমন তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছো সুন্দর করে, অনুরূপ আমার চরিত্রকেও সুন্দর করে দাও." (আহমদ, ইবনে হিব্বান, আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন. দ্রষ্টব্যঃ সাহীহুল জামে' ১৩০৭) অনুরূপ কুতাইবা ﷺ থেকে বর্ণিত. তিনি বলেন, রাসূ- লুল্লাহ ﷺ বলতেন,

((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ وَالْأَعْمَالِ وَالْأَهْوَاءِ)) رواه الترمذي وقد صححه الألباني

অর্থাৎ, "হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি চারিত্রিক নোংরামি থেকে, মন্দ কার্যকলাপ থেকে এবং মন্দ প্রবৃত্তি থেকে." (তিরমিযী, আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন. দ্রষ্টব্যঃ সহীহ সুনানে তিরমিযী ৩৫৯১)

মনে রাখবেন, পরিপূর্ণ ঈমানের অধিকারী সেই ব্যক্তি, যার চরিত্র অতি উত্তম. যেমন, আনাস ইবনে মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত. নবী করীম ﷺ বলেছেন,

((إِنَّ أَكْمَلَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِيْمَاناً أَحْسَنُهُمْ خُلُقاً ، وَإِنَّ حُسْنَ الْخُلُقِ لَيَبْلُغُ دَرَجَةَ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ)) رواه البزار وقد صححه الألباني

অর্থাৎ, "মু'মিনদের মধ্যে সবার চেয়ে পূর্ণ মু'মিন ঐ ব্যক্তি, যে চরিত্রে সবার চেয়ে সুন্দর. আর সচ্চরিত্রতা রোযা ও নামাযের মর্যাদা পর্যন্ত পৌঁছে যায়." (বাযযার, আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন. দ্রষ্টব্যঃ সাহীহুল জামে' ১৫৭৮)

তৃতীয় আমলঃ ক্রোধকে দমন করা

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার ﷺ থেকে বর্ণিত. নবী করীম ﷺ বলেছেন,

((مَا مِنْ جُرْعَةٍ أَعْظَمُ أَجْرًا عِنْدَ اللهِ مِنْ جُرْعَةِ غَيْظٍ كَظَمَهَا عَبْدٌ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ)) رواه أحمد وابن ماجة وقد صححه الألباني

অর্থাৎ, "রাগের যে মাত্রাটুকু বান্দা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে পান করে নেয়, আল্লাহর নিকট তার চেয়ে অধিক সওয়াব বিশিষ্ট আর কোন মাত্রা নেই." (আহমদ, ইবনে মাজাহ, আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন. দ্রষ্টব্যঃ সহীহ সুনানে ইবনে মাজাহ ৪১৮৯). এই ধরনের কত মুহূর্ত আমাদের সামনে আসে তখন কি আমরা এই হাদীস ও তার সওয়াবের কথা ভেবে আল্লাহর নিমিত্ত ক্রোধকে সংবরণ ক'রে প্রতিদান লাভে ধন্য হতে পারি?

মহান আল্লাহ এমন ব্যক্তির প্রশংসা করেছেন এবং তাকে ক্ষমা ও জান্নাত দানের কথা বলেছেন, যে নিজের রাগকে বাস্তবায়িত করার ক্ষমতা রাখা সত্ত্বেও সংবরণ করে. যেমন, তিনি বলেন,

﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ* وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ* أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ﴾ (آل عمران:١٣٤-١٣٦)

অর্থাৎ, "যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় দান করে, ক্রোধ সংবরণ করে এবং মানুষকে ক্ষমা করে থাকে. আর আল্লাহ (বিশুদ্ধচিত্ত) সৎকর্মশীলদেরকে ভালবাসেন. যারা কোন অশ্লীল কাজ করে ফেললে অথবা নিজেদের প্রতি যুলুম করলে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে. আর

আল্লাহ ছাড়া অন্য কে পাপ ক্ষমা করতে পারে? এবং তারা যা (অপরাধ) করে ফেলে, তাতে জেনে-শুনে অটল থাকে না. ঐ সকল লোকের প্রতিদান তাদের প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা এবং জান্নাত; যার নিচে নদীসমূহ প্রবাহিত. সেখানে তারা চিরকাল থাকবে. এবং (সৎ)কর্মশীলদের পুরস্কার কতই না উত্তম." (সূরা আল ইমরান ১৩৪- ১৩৬) এই অঢেল সওয়াবের সাথে সাথে মহান আল্লাহ ক্রোধ সংবরণকারীকে এ এখতিয়ার দিবেন যে, সে যে কোন হুর নিজের জন্য পছন্দ করে নিক. যেমন, মুআয ইবনে আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন,

((مَنْ كَظَمَ غَيظاً، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أنْ يُنْفِذَهُ ، دَعَاهُ اللهُ سُبحَانَهُ وَتَعَالى عَلَى رُؤُوسِ الخَلائِقِ يَومَ القِيامَةِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ مِنَ الحُورِ العِينِ مَا شَاءَ)). رواه أَبو داود والترمذي وقد صححه الألباني

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি ক্রোধ সংবরণ করবে অথচ সে তা বাস্তবায়িত করার ক্ষমতা রাখে. আল্লাহ তাআলা তাকে কিয়ামতের দিন সমস্ত সৃষ্টির সামনে ডেকে এখতিয়ার দিবেন যে, সে যে কোন হুর নিজের জন্য পছন্দ করে নিক." (আবূ দাউদ, তিরমিযী, আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন. দ্রষ্টব্যঃ সহীহ সুনানে আবূ দাউদ ও তিরমিযী ৪৭৭৭-২৪৯৩) দুনিয়ার সামান্য কোন বিষয়ের জন্য কি এই প্রচুর সওয়াবকে হাত থেকে যেতে দেবেন? বলবান সে নয়, যে কুস্তিতে লোকদের পরাজিত করে. বরং বলবান হল সেই, যে তার ক্রোধকে পরাজিত করে. যেমন, আবূ হুরাইরা ﷺ বর্ণনা করেছেন.

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ))

متفق عليه

অর্থাৎ, "(প্রকৃত) বলবান সে নয়, যে কুস্তিতে (অপরকে পরাজিত করে). প্রকৃত বলবান (কুস্তিগীর) তো সেই ব্যক্তি, যে ক্রোধের সময় নিজেকে সংযত রাখতে পারে." (বুখারী ৬১১৪-মুসলিম ২৬০৯)

চতুর্থ আমলঃ জানাযায় শরীক হওয়া এবং নামায পড়া

জানাযায় শরীক হওয়া এবং জানাযার নামায পড়া সেই মহান আমলসমূলের অন্যতম আমল, যার সওয়াব অনেক বেশী এবং বান্দার দাঁড়িপাল্লায় যার ওজন ওহুদ পাহাড়ের চেয়েও বেশী হবে. যেমন, উবাই ইবনে কা'আব ﷺ থেকে বর্ণিত. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيُفْرَغَ مِنْهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ وَمَنْ تَبِعَهَا حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَهُوَ أَثْقَلُ فِي مِيزَانِهِ مِنْ أُحُدٍ))

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি জানাযায় শরীক হয়ে নামায পড়া ও দাফন করা পর্যন্ত তাতে উপস্থিত থাকবে, সে দুই ক্বীরাত নেকী পাবে. আর যে ব্যক্তি নামায পড়া পর্যন্ত জানাযায় উপস্থিত থাকবে, তার জন্য এক ক্বীরাত্ব সওয়াব রয়েছে. সেই আল্লাহর শপথ! যাঁর হাতে

মুহাম্মাদের প্রাণ, এটা (ক্বিরাত) বান্দার দাঁড়িপাল্লায় ওহুদ পাহাড়ের চেয়েও বেশী ভারী হবে." (আহমদ)

আবূ হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত. তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ، قِيلَ وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ)) رواه البخاري ومسلم ١٣٢٥-٩٤٥

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি নামায পড়া পর্যন্ত জানাযায় উপস্থিত থাকবে, তার জন্য এক ক্বীরাত্ব সওয়াব রয়েছে. আর যে ব্যক্তি দাফন করা পর্যন্ত উপস্থিত থাকবে তার জন্য দুই ক্বীরাত সওয়াব রয়েছে. জিজ্ঞাসা করা হল, দুই ক্বীরাতের পরিমাণ কতটুকু? তিনি বললেন, দুই বড় বড় পাহাড়ের সমান." (বুখারী ১৩২৫, মুসলিম ৯৪৫) হাদীসের বর্ণনা- কারীদের একজন বলেন, ইবনে উমার নামায পড়েই চলে যেতেন. যখন তিনি আবূ হুরাইরার বর্ণিত হাদীসটি জানতে পারলেন, তখন বললেন, আমরা অনেক ক্বীরাত নষ্ট করে ফেলেছি.

পঞ্চম আমলঃ রাত জেগে ইবাদত করা, যদিও তা কেবল দশটি আয়াত পড়ে হয়

ফুযালা ইবনে উবাইদ ও তামীম দারী (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত. নবী করীম ﷺ বলেছেন,

((مَنْ قَرَأَ عَشْرَ آيَاتٍ فِي لَيْلَةٍ كُتِبَ لَهُ قِنْطَارٌ، وَالقِنْطَارُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا)) رواه الطبراني في الكبير وصححه الألباني

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি এক রাতে দশটি আয়াত পড়বে, তার নেকীর খাতায় প্রচুর নেকী লিখে দেওয়া হবে. আর এ নেকীগুলি দুনিয়া এবং দুনিয়াতে যা কিছু আছে তার চেয়েও শ্রেয় হবে." (ত্বাবরানী, আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন.)

আর-আল্লাহই ভালো জানেন-এই দশ আয়াতের তেলাঅত হবে রাতে কিয়াম করার সময়. যেমন, আব্দুল্লাহ ইবনে আম্‌র ইবনে আ'স ﷺ থেকে বর্ণিত. তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((مَنْ قَامَ بِعَشْرِ آيَاتٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنْ الْغَافِلِينَ، وَمَنْ قَامَ بِمِائَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنْ الْقَانِتِينَ، وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ آيَةٍ كُتِبَ مِنْ الْمُقَنْطِرِينَ)) رواه أبوداود وابن حبان وقد صححه الألباني

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি দশটি আয়াতের মাধ্যমে কিয়াম (রাতে ইবাদত) করে, তার নাম উদাসীনদের তালিকাভুক্ত করা হয় না. আর যে ব্যক্তি একশ' আয়াতের মাধ্যমে কিয়াম করে,

ইবাদতকারীদের তালিকায় তার নাম লিপিবদ্ধ করা হয়. আর যে ব্যক্তি এক হাজার আয়াতের মাধ্যমে কিয়াম করে, তার নাম প্রচুর সওয়াব লাভকারীদের তালিকাভুক্ত করা হয়." (আবূ দাউদ, আল্লামা আলবানী হাদীসটি সহীহ বলেছেন. দ্রষ্টব্যঃ সহীহ সুনানে আবূ দাউদ ১৩৯৮)

আর এশার নামাযের পর যে নফলই পড়া হয়, তা 'কিয়ামুল লাইল' তথা রাতের ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত হয়. আর এ নামায যত দেরী ক'রে পড়া হবে নেকী তত বেশী হবে. সুতরাং যে স্বল্প আমলের দ্বারা প্রচুর নেকী পাওয়া যায়, তা থেকে নিজেকে বঞ্চিত করবেন না, যদিও তা কোন সুন্নত নামায অথবা বিতরের নামায বা যে কোন জোড় নামায আদায়ের মাধ্যমে হয় তবুও.

ষষ্ঠ আমলঃ সেই আমল যার নেকী রাতে কিয়াম করার সমান

রাতে কিয়াম তথা রাত জেগে ইবাদত করার রয়েছে মহান আল্লাহর নিকট সুমহান মর্যাদা. তাই ফরয নামাযের পর সর্বোত্তম নামায হল রাতের নামায. এর বৈশিষ্ট্য হল, এ কেবল পাপ মোচন করে না, বরং এতে (পাপে) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে পাপে পতিত হওয়া থেকেও রক্ষা করে. যেমন, আবূ উমামা বাহেলী থেকে বর্ণিত. রাসূলুল্লাহ বলেছেন,

((عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ، فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، وَ قُرْبَةٌ إِلَى رَبِّكُمْ، وَمَكْفَرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، وَمَنْهَاةٌ لِلْإِثْمِ)) رواه الترمذي وابن خزيمة وقد صححه الألباني

অর্থাৎ, "তোমরা রাত জেগে ইবাদত কর. কারণ, তা হল তোমাদের পূর্বেকার নেকলোকদের অভ্যাস. আর তোমাদের প্রতিপালকের নৈকট্য লাভের মাধ্যম এবং পাপসমূহের মোচনকারী ও তা পাপ থেকে রক্ষাকারী." (তিরমিযী ইবনে খুযাইমা, আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন. দ্রষ্টব্যঃ সহীহ সুনানে তিরমিযী ৩৫৪৯)

সালাফগণ-আল্লাহ তাদের প্রতি রহম করুন-এমন কি কিছু দিন আগে আমাদের পূর্বপুরুষগণও রাতে ইবাদত করার ব্যাপারে কোন উদাসীনতা প্রদর্শন করতেন না. আর বর্তমানে বহু মানুষের রাত তো দিন হয়ে গেছে. (অনর্থক জেগে) রাত কাটিয়ে দেয়. এরা রাতে মহান আল্লাহর সাথে মুনাজাত করার তৃপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়. আবার অনেকের বাড়াবাড়ি এ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে যে, ফজরের নামাযও তাদের ছুটে যায়.

এটা তো মহান আল্লাহর তাঁর বান্দাদের প্রতি দয়া যে, তিনি তাদেরকে এমন কিছু অল্প আমল করতে বলেছেন, যার সওয়াব রেখেছেন রাতে ইবাদত করার সমান. অতএব যার রাতের ইবাদত ছুটে যায় অথবা করতে পারে না, তার থেকে যেন এই আমলগুলি বাদ না পড়ে, যা তার দাঁড়িপাল্লায় ভারী হবে. তবে এতে 'কিয়ামুল লাইল' থেকে পিছনে থাকার প্রতি আহ্বান জানানো হয়নি. কারণ, সালাফগণ এ থেকে তা বুঝেননি. তাঁরা তো কল্যাণের প্রত্যেক ময়দানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ গ্রহণ করতেন.

নবী করীম ﷺ যেহেতু আমাদেরকে এমন আমলের প্রতি উদ্বুদ্ধ করার ব্যাপারে চরম আগ্রহী ছিলেন, যা আমাদের নেকীকে বর্ধিত

করবে. তিনি তাঁর সাহাবীদের মধ্যে যাঁরা নিজেদের নাফ্সের সাথে সংগ্রাম ক'রে রাত জেগে ইবাদত করতে পারত না, তাঁদেরকে সহজ আমলের কথাও জানিয়ে দিয়েছেন. যেমন, আবূ উমাম বাহেলী ﷺ থেকে বর্ণিত. তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((مَنْ هَالَهُ اللَّيْلُ أَن يُكَابِدَهُ، أَوْ بَخِلَ بَالمَالِ أَن يُنْفِقَهُ أَوْ جَبُنَ عَنِ العَدُوِّ أَن يُقَاتِلَهُ فَلْيُكْثِرْ مِنْ سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ، فَإِنَّهَا أَحَبُّ إِلَى الله مِنْ جَبَلِ ذَهْبٍ يُنْفِقُهُ فِي سَبِيْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ)) رواه الطبراني وقد صححه الألباني

অর্থাৎ, "যে রাতের ভয়ে কোন কষ্ট করতে পারে না, অথবা যে মালের ব্যাপারে কৃপণ হওয়ার কারণে তা ব্যয় করতে পারে না কিংবা ভীরু হওয়ার কারণে শত্রুর সাথে লড়তে পারে না, সে যেন বেশী বেশী করে 'সুবহা-ন্নাল্লাহি অবিহামদিহি' পড়ে. কারণ, তা মহান আল্লাহর নিকট এক পাহাড় সোনা ব্যয় করার চেয়েও অধিক প্রিয়." (ত্বাবরানী, আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন. দ্রষ্টব্যঃ সাহীহুত্তারগীব অত্তারহীব ১৫৪১)

যে হাদীসগুলি (এখন পাঠকের) সামনে উল্লেখ করা হবে, সেগুলি হল আমলের ফযীলত সম্পর্কীয় হাদীস. এ হাদীসগুলি রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে দান করেছেন, যাতে আমাদের নেকী বর্ধিত হয় ও দাঁড়ি- পাল্লায় ভারী হয়.

(১) ঈশা ও ফজরের নামায জামাআতে আদায় করা

উষমান ইবনে আফফান ﷺ থেকে বর্ণিত. তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ كَقِيَامِ نِصْفِ لَيْلَةٍ، وَمَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ كَقِيَامِ لَيْلَةٍ)) رواه أحمد وأبوداود والترمذي وقد صححه الألباني

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি এশার নামায জামাআতে আদায় করল, সে অর্ধ রাত পর্যন্ত কিয়াম (রাত জেগে ইবাদত) করল. আর যে ফজরের নামায জামাআতে আদায় করল, সে পুরো রাত কিয়াম করল." (আহমদ, আবূ দাউদ ও তিরমিযী, আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন. দ্রষ্টব্যঃ সহীহ সুনানে আবূ দাউদ ও তিরমিযী ৫৫৫-২২১)

সুতরাং ফরয নামাযগুলি মসজিদে জামাআতের সাথে আদায় করার ব্যাপারে যত্নবান হওয়া উচিত. কারো যেন জামাআত না ছুটে. কারণ, তার সওয়াব অনেক বেশী. ঈশা ও ফজরের নামাযের বিশেষ যত্ন নিতে হবে. কারণ, এ নামায দু'টি মুনাফেক্বদের উপর বেশী ভারী. তবে তারা যদি জানত যে, এ নামায দু'টিতে কি পরিমাণ সওয়াব রয়েছে, তবে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তাতে শরীক হত. আর এ নামায দু'টির প্রত্যেকটির সওয়াব হল, অর্ধরাত পর্যন্ত কিয়াম করার সমান.

(২) যোহরের পূর্বে চার রাক'আত নামায পড়া

আবূ সোলেহ (রহঃ) মার্ফূ' সূত্রে বর্ণনা করেছেন. নবী করীম ﷺ বলেছেন,

((أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ يَعْدِلْنَ بِصَلَاةِ السَّحَرِ)) رواه ابن أبي شيبة وقد صححه الألباني

অর্থাৎ, "যোহরের পূর্বে চার রাক'আত নামায আদায় করার নেকী তাহাজ্জুদ নামায পড়ার সমান." (ইবনে আবী শাইবা, আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন. দ্রষ্টব্যঃ আস্সাহীহা ১৪৩১) আর এই চার রাক'আতের আরো বৈশিষ্ট্য হল, এর জন্য আসমানের দরজাগুলি খোলা হয়. যেমন, আবূ আইয়ূব আনসারী ﷺ থেকে বর্ণিত. নবী করীম ﷺ বলেছেন,

((أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ تُفْتَحُ لَهُنَّ أَبْوَابُ السَّمَاءِ)) رواه أبوداود والترمذي

অর্থাৎ, "যোহরের পূর্বে চার রাক'আত নামাযের জন্য আসমানের দরজাগুলি খোলা হয়." (আবূ দাউদ. আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন, দ্রষ্টব্যঃ সহীহ সুনানে আবূ দাউদ ১২৭০)

এই চার রাক'আত নামাযের বহু ফযীলত বিধায় নবী করীম ﷺ তা আদায় করার প্রতি চরম যত্নবান ছিলেন. যদি কোন কারণবশতঃ তা পূর্বে আদায় করতে না পারতেন, তবে তা ফরয নামাযের পরে আদায় করে নিতেন, তা তিনি ছেড়ে দিতেন না. যেমন, আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত. তিনি বলেন,

((كَانَ إِذَا لَمْ يُصَلِّ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ صَلَّاهُنَّ بَعْدَهُ)) رواه الترمذي وقد حسنه الألباني

অর্থাৎ, "নবী করীম ﷺ যোহরের পূর্বে চার রাক'আত নামায আদায় করতে না পারলে, তা পরে পড়ে নিতেন." (তিরমিযী, আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন, দ্রষ্টব্যঃ সহীহ সুনানে তিরমিযী) বাইহাক্বী শরীফের একটি হাদীসেও এ কথা বর্ণিত হয়েছে. আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, "তিনি ﷺ যোহরের পূর্বে চার রাক'আত নামায আদায় করতে না পারলে তা পরে আদায় করে নিতেন." তাই (যোহরের পূর্বে) চার রাক'আত নামায যার ছুটে যায় অথবা কাজের কারণে পড়তে পারে না যেমন, কোন কোন শিক্ষকদের হয়, তাহলে এতে কোন দোষ নেই যে, তারা কাজ শেষ করে বাড়িতে গিয়ে পড়ে নেবে.

(৩) ইমামের সাথে তারাবীর নামায সম্পূর্ণ আদায় করা

আবূ যার ﷺ থেকে বর্ণিত. তিনি বলেন,

صُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ رَمَضَانَ فَلَمْ يَقُمْ بِنَا شَيْئًا مِنْ الشَّهْرِ حَتَّى بَقِيَ سَبْعٌ، فَقَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ، فَلَمَّا كَانَتْ السَّادِسَةُ لَمْ يَقُمْ بِنَا، فَلَمَّا كَانَتْ الْخَامِسَةُ قَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ نَفَّلْتَنَا قِيَامَ هَذِهِ اللَّيْلَةِ، قَالَ: فَقَالَ: ((إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ حُسِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ)) رواه أحمد وأبوداود والترمذي، وقد صححه الألباني

অর্থাৎ, আমরা নবী করীম ﷺ-এর সাথে রমযানের রোযা রেখেছিলাম.
তিনি এ দিনগুলিতে আমাদেরকে নিয়ে তারাবী পড়লেন না. অতঃপর যখন সাত দিন অবশিষ্ট ছিল, তখন তেইশের রাতে তিনি আমাদেরকে রাতের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত তারাবীর নামায পড়ালেন. অতঃপর চব্বিশের রাতে তিনি নামায পড়ালেন না. তারপর পঁচিশের রাতে তিনি আমাদেরকে তারাবীর নামায পড়ালেন অর্ধ রাত পর্যন্ত. (আবূ যার ﷺ বলেন,) আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! যদি আপনি এই রাতের অবশিষ্ট অংশটুকুও আমাদেরকে নফল পড়াতেন (তো ভাল হত). তখন তিনি ﷺ বললেন, "যে ব্যক্তি ইমামের সাথে শেষ পর্যন্ত থেকে কিয়াম করে, তার (এ কিয়াম) পুরো রাত কিয়াম করার সমান নেকী হয়." (আহমদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী, আল্লামা আলবানী হাদীসটিক সহীহ বলেছেন. দ্রষ্টব্যঃ সহীহ সুনানে আবূ দাউদ ও তিরমিযী ১৩৭৫-৮০৬)

রমযান মাসে মসজিদের বহু ইমামগণ এ ব্যাপারে সতর্কও করেন. তাঁরা মুসাল্লীদেরকে ইমামের সাথে পূর্ণ তারাবী আদায় করার উপর উদ্বুদ্ধ করেন. কিন্তু অনেকে রমযান মাসের এই বিশেষ প্রতীক থেকে পিছনে থেকে যায়. অথচ তা কেবল রমযান মাসেরই বৈশিষ্ট্য. এ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে নবী করীম ﷺ বলেছেন,

((مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)). متفقٌ عَلَيْهِ

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও নেকীর আশায় রমযান মাসে কিয়াম করবে (তারাবীহ পড়বে), তার পূর্বেকার পাপসমূহ মাফ করে দেওয়া হবে." (বুখারী ৩৭- মুসলিম ৭৫৯)

লাইলাতুল ক্বাদারের ব্যাপারটাও অনুরূপ. এই এক রাতের ইবাদত হাজার মাসের চেয়েও উত্তম. কারণ, মহান আল্লাহ বলেছেন, "মর্যাদাপূর্ণ রাত হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম." তাই তাদের ব্যাপারে বড়ই বিস্ময় লাগে, যারা এ মহতী রাতকে উপেক্ষা করে.

(৪) এক রাতে একশ' আয়াত তেলাঅত করা

তামীম দারী ﷺ থেকে বর্ণিত. তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((مَنْ قَرَأَ بِمِائَةِ آيَةٍ فِي لَيْلَةٍ كُتِبَ لَهُ قُنُوتُ لَيْلَةٍ)) رواه أحمد والدارمي وقد صححه الألباني

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি এক রাতে একশ' আয়াত তেলাঅত করবে, তার (নেকীর খাতায়) পুরো রাত ইবাদত করার নেকী লিখে দেওয়া হবে." (আহমদ, দারমী, আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন. দ্রষ্টব্যঃ সাহীহুল জামে' ৬৪৬৮)

আর একশ' আয়াত তেলাঅত করার ব্যাপারটা অতীব সহজ ব্যাপার. এতে আপনার নিকট থেকে দশ মিনিটের বেশী সময় নেবে না. আর যদি আপনার কাছে সময়ের অভাব থাকে, তবে আপনি এ ফযীলত লাভ করতে পারবেন সূরা স্বাফ্ফাতের চার পাতা পড়ে

অথবা সূরা ক্বালাম ও সূরা হা-ক্কা পাঠ করে. অনুরূপ আপনার থেকে তা যদি রাতে পড়া ছুটে যায়, তাহলে আপনি তা পুরো করতে পারবেন ফজর ও যোহরের মধ্যবর্তী সময়ে. তবে এ ব্যাপারে অবহেলা করবেন না, আল্লাহ চাহেতো তার সওয়াব লাভে ধন্য হতে পারবেন. যেমন, উমার ইবনে খাত্তাব ﷺ থেকে বর্ণিত. তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الظُّهْرِ كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنْ اللَّيْلِ)) رواه مسلم ٧٤٧

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি তার (নিয়মিত পঠনীয়) যিক্‌র-আযকার বা তার কোন কিছুই নিদ্রার কারণে (রাতে) পড়তে পারেনি, অতঃপর সে যদি তার ছুটে যাওয়া (অংশ) ফজর ও যোহরের মধ্যবর্তী কোন সময়ে পড়ে নেয়, তবে তার জন্য ততটাই সওয়াব লিখে দেওয়া হয়, যতটা তার রাতে পড়লে হয়." (মুসলিম ৭৪৭)

আল্লামা মুবারকপুরী (রহঃ) উমার ইবনে খাত্তাব ﷺ থেকে বর্ণিত হাদীসকে কেন্দ্র ক'রে বলেছেন, হাদীসটির দ্বারা রাতে যিক্‌র-আযকার করার প্রমাণ পাওয়া যায় এবং নিদ্রা বা অন্য কোন কারণে তা রাতে ছুটে গেলে পরে পূরণ করা যায়. আর এ কথাও জানা যায় যে, যে (রাতে পড়া) যিক্‌রগুলি ফজর ও যোহরের মধ্যবর্তী সময়ে পড়ে নেয়, তার রাতে পড়ার মতনই সওয়াব হয়. মুসলিম, তিরমিযী এবং অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে মা-আয়েশা থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নিদ্রা বা কোন ব্যথার কারণে যদি নবী করীম ﷺ রাতে কিয়াম করতে না

পারতেন, তবে তিনি ১২রাক'আত নামায দিনে পড়ে নিতেন." (তোহ্ফাতুল আহ্ওয়াযী ৩/ ১৮৫) আশা করি এ হাদীস আপনাকে উদ্বুদ্ধ করবে কুরআন থেকে নিয়মিত কিছু পড়তে বিশেষ করে রাতে. আপনি কি জানেন না যে, নবী করীম ﷺ আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করেছেন রাতে কম-সে-কম দশ আয়াত পড়ার উপর. যাতে আমরা উদাসীনদের তালিকাভুক্ত না হয়ে যাই. যেমন, আব্দুল্লাহ ইবনে আম্র ইবনে আ'স ﷺ থেকে বর্ণিত. তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((مَنْ قَامَ بِعَشْرِ آيَاتٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنْ الْغَافِلِينَ، وَمَنْ قَامَ بِمِائَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنْ الْقَانِتِينَ، وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ آيَةٍ كُتِبَ مِنْ الْمُقَنْطِرِينَ)) رواه أبوداود وابن حبان وقد صححه الألباني

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি দশটি আয়াতের মাধ্যমে কিয়াম (রাতে ইবাদত) করে, তার নাম উদাসীনদের তালিকাভুক্ত করা হয় না. আর যে ব্যক্তি একশ' আয়াতের মাধ্যমে কিয়াম করে, ইবাদতকারীদের তালিকায় তার নাম লিপিবদ্ধ করা হয়. আর যে ব্যক্তি এক হাজার আয়াতের মাধ্যমে কিয়াম করে, তার নাম প্রচুর সওয়াব লাভকারীদের তালিকাভুক্ত হয়." (আবূ দাউদ, আল্লামা আলবানী হাদীসটি সহীহ বলেছেন. দ্রষ্টব্যঃ সহীহ সুনানে আবূ দাউদ ১৩৯৮) আমরা কি মহান আল্লাহর কিতাব পঠনে যত্নবান হব? আমাদের কুরআন খতম কেবল রমযানে সীমিত থাকলে হবে না. বরং সারা বছরই তা চালু রাখতে হবে. আর যদি পূর্ণ এক রাত

(ইবাদতের) নেকী অর্জনের জন্য আমরা প্রতিদিন একশ' আয়াত পড়ার প্রতি যত্নবান হই, তবে অব্যাহতভাবে আল্লাহর কিতাবের সাথে সংযুক্ত থাকার উৎসাহ থাকার কারণে তা হবে বড় বরকতময় পদক্ষেপ.

(৫) রাতে সূরা বাক্বারার শেষ আয়াত দু'টি পড়া

আবূ মাসঊদ ﷺ থেকে বর্ণিত. তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((مَنْ قَرَأَ بِالْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ)) رواه البخاري ومسلم ٥٠١٠-٨٠٧

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি রাতে সূরা বাক্বারার শেষের আয়াত দু'টি পাঠ করবে, তার জন্য সে দু'টিই যথেষ্ট হবে." (বুখারী ৫০১০-মুসলিম ৮০৭)

ইমাম নওবী (রহঃ) বলেন, হাদীসের অর্থের ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, তাহাজ্জুদের নামায থেকে যথেষ্ট হবে, অথবা শয়তানের মোকাবেলায় তা যথেষ্ট হবে, বা অপ্রীতিকর জিনিস থেকে রক্ষা করার ব্যাপারে যথেষ্ট হবে. আবার এ সকল অর্থই উদ্দেশ্য হতে পারে. (মুসলিম শারহুন্নওবী ৬/৩৪০) ইবনে হাজার (রহঃ) এই (অথাৎ, উল্লিখিত সব অর্থই হতে পারে) মতের সমর্থন ক'রে বলেন, উল্লিখিত সব অর্থই নেওয়া যায়. আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত. তবে প্রথম অর্থটা আরো পরিষ্কারভাবে আলক্বামার সূত্রে আবূ মাসঊদ থেকে বর্ণিত হয়েছে. তাতে বলা হয়েছে, "যে ব্যক্তি সূরা

বাক্বারার শেষাংশ পাঠ করবে, তার জন্য তা তাহাজ্জুদের নামায থেকে যথেষ্ট হবে।" (ফাতহুল বারী ৮/৬৭৩)

অবশ্যই এ আয়াত দু'টি পাঠ করা অতি সহজ ব্যাপার. আল্লাহরই প্রশংসা যে, বহু মানুষের আয়াত দু'টি মুখস্থ আছে. মুসলিমের উচিত প্রত্যেক রাতে তা পড়ার প্রতি যত্নবান হওয়া. তবে এটা সহজ আমল বলে কেবল এরই মধ্যে সীমিত থেকে অন্যান্য সেই আমলগুলি ত্যাগ করাও উচিত নয়, যার সওয়াব তাহাজ্জুদ পড়ার সমান. কারণ, মু'মিনের উদ্দেশ্য হবে যত বেশী পারা যায় নেকী সংগ্রহ করে নেওয়া. তাছাড়া সে তো জানে না যে, তার কোন্ আমলটা গৃহীত হয়. আব্দুল্লাহ ইবনে উমায়ের (রহঃ) বলেন, আল্লাহর আনুগত্যের ব্যাপারে সামান্য আমল করেই ক্ষান্ত হয়ে যেও না, বরং খুব বেশী করতে চায় এমন আগ্রহীর মত তুমিও প্রচেষ্টা চালাও. (হিলয়াতুল আউলিয়া ৩/৩৫৪)

(৬) উত্তম চরিত্র

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত. তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন,

((إِنَّ الْمُؤْمِنَ يُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَاتِ قَائِمِ اللَّيْلِ صَائِمِ النَّهَارِ))

رواه أبو داود والإمام مال وقد صححه الألباني

অর্থাৎ, "মু'মিন তার উত্তম নৈতিকতার কারণে রাতে ইবাদতকারী ও রোযাদারের মর্যাদা লাভ করে।" (আবূ দাউদ, মালিক, আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন. দ্রষ্টব্যঃ সাহীহুল জামে' ১৬২০)

আবূত্তাইয়েব মুহাম্মাদ শামসুদ্দিন আযীমাবাদী (রহঃ) বলেন, উত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তিকে এই মহান বৈশিষ্ট্য দান করার কারণ হল, রোযাদার ও রাতের মুসাল্লী কেবল নিজেদের নাফ্সের সাথে সংগ্রাম করে তাদের বিপরীত ভাগকে নিয়ে. পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি মানুষের কাছে উত্তম চরিত্র পেশ করে তাদের ভিন্ন ভিন্ন স্বভাব ও ভিন্ন ভিন্ন চরিত্র হওয়া সত্ত্বেও, তাকে বহু নাফ্সের সাথে সংগ্রাম করতে হয়. তাই সে রোযাদার ও রাতে ইবাদতকারীর মর্যাদা লাভ ক'রে সমান সমান হয়ে যায়. আবার বেশীও হতে পারে. (আওনূল মা'বূদ ১৩/ ১৫৪) আর উত্তম চরিত্র হল, মানুষের সাথে সদাচরণ করা এবং তাদেরকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকা.

মানুষের জন্য ঈমানের পর সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ জিনিস হল সুন্দর চরিত্র. নবী করীম ﷺ উত্তম চরিত্রের জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করতেন. যেমন, জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ যখন নামায আরম্ভ করতেন, তখন বলতেন, 'আল্লাহু আকবার'. অতঃপর তিনি বলতেন,

((إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لله رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الأَعْمَالِ وَأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ، وَقِنِي سَيِّءَ الأَعْمَالِ وَسَيِّءَ الأَخْلَاقِ، لاَ يَقِيْ سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ)) رواه أحمد وأبوداود والنسائي

অর্থাৎ, " নিশ্চয়ই আমার নামায, আমার উপাসনা (কুরবানী), আমার জীবন ও আমার মরণ, বিশ্ব-জগতের প্রতিপালক আল্লাহরই জন্য. তাঁর কোন শরীক নেই এবং আমি এ সম্বন্ধেই আদিষ্ট হয়েছি. আর আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম)দের মধ্যে আমিই প্রথম. "হে আল্লাহ! তুমি আমাকে তাওফীক্ব দাও সৎকর্ম সম্পাদনের এবং সুন্দর চরিত্র গঠনের. কেননা, চরিত্র ও কার্যকলাপকে সুন্দর করার তাওফীক্ব তুমি ছাড়া কেউ দিতে পারে না. হে আল্লাহ! তুমি আমাকে রক্ষা করো যাবতীয় মন্দ কাজ এবং নোংরা চরিত্র থেকে. কারণ, চারিত্রিক ও কার্যকলাপের নোংরামি থেকে তুমি ছাড়া কেউ রক্ষা করতে পারে না." (আহমদ, আবূ দাউদ ও নাসায়ী) অনুরূপ তিনি ﷺ নিম্নের দুআটিও পাঠ করতেন,

((اللَّهُمَّ كَمَا حَسَنْتَ خَلْقِي، فَحَسِّنْ خُلُقِي)) رواه أحمد وابن حبان وقد صححه الألباني

অর্থাৎ, "হে আল্লাহ! যেমন তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছে সুন্দর করে, অনুরূপ আমার চরিত্রকেও সুন্দর করে দাও." (আহমদ, ইবনে হিব্বান, আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন. দ্রষ্টব্যঃ সাহীহুল জামে' ১৩০৭)

উত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-এর নিকট সর্বাধিক প্রিয় এবং কিয়ামতের দিন তাঁর সব চেয়ে নিকটে থাকবে. আর এ কথা বর্ণনা করেছেন, জাবির ﷺ. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِنَكُمْ أَخْلَاقًا))

رواه أحمد والترمذي وقد صححه الألباني

অর্থাৎ, "তেমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয় এবং কিয়ামতের দিন আমার অতি নিকটে থাকবে, যার চরিত্র তোমাদের সবার থেকে উত্তম হবে." (আহমদ, তিরমিযী, আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন. দ্রষ্টব্যঃ সহীহ সুনানে তিরমিযী ২০১৮) যেহেতু উন্নত নৈতিকতার সওয়াব অনেক বেশী, তাই মহান আল্লাহ উত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তির সম্মানে জান্নাতের সব চেয়ে উঁচু জায়গায় একটি ঘর নির্মাণ করবেন. যেমন, আবূ উমামাহ বাহেলী ﷺ থেকে বর্ণিত. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((أَنَا زَعِيمٌ بِبَيتٍ فِي رَبَضِ الجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ المِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقّاً ، وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحاً ، وَبِبَيْتٍ فِي أعلَى الجَنَّةِ لِمَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ)) . حديث صحيح ، رواه أَبُو داود وقد صححه الألباني

অর্থাৎ, "আমি সেই ব্যক্তির জন্য জান্নাতের শেষ সীমায় একটি ঘর দেওয়ার জন্য জামিন হচ্ছি, যে সত্যাশ্রয়ী হওয়া সত্ত্বেও কলহ-বিবাদ বর্জন করে. সেই ব্যক্তির জন্য আমি জান্নাতের মধ্যস্থলে একটি ঘরের জামিন হচ্ছি, যে উপহাসছলেও মিথ্যা বলা বর্জন করে. আর সেই ব্যক্তির জন্য আমি জান্নাতের সবচেয়ে উঁচু জায়গায় একটি ঘরের জামিন হচ্ছি, যার চরিত্র সুন্দর." (আবূ দাউদ, আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন. দ্রষ্টব্যঃ সহীহ সুনানে আবূ দাউদ ৪৮০০)

আর এমন যেন না হয় যে, উত্তম চরিত্র পেশ করার ব্যাপারটা কেবল দূরের লোকদের সাথে সীমিত থাকবে, আর কাছের লোকদেরকে ভুলে যাবে. বরং তা নিজের পিতা-মাতা ও পরিবারের লোকদের সাথে পেশ করতে হবে. অনেক লোককে দেখা যায় যে, তারা মানুষের সাথে হাসী-খুশী, প্রশস্ত হৃদয় এবং সুন্দর চরিত্র প্রদর্শন করে. কিন্তু স্বীয় পরিবার ও সন্তান-সন্ততির সাথে তার বিপরীত করে.

(৭) বিধবা ও মিসকীনদের অভাব দূরা করার চেষ্টা করা

আবূ হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত. তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالمِسْكِينِ، كَالمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ كالقَائِمِ اللَّيْلَ الصَّائِمِ النَّهَارِ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

অর্থাৎ, "বিধবা ও অভাবীদের অভাব দূর করার চেষ্টারত ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর সমতুল্য. অথবা রাতে নফল নামায আদায়কারীর মত ও দিনের রোযাদারের মত." (বুখারী ৫৩৫৩-মুসলিম ২৯৮২) আপনি এ প্রচুর নেকী কোন ফক্বীরের কাগজ-পত্র কোন সাহায্যকারী সংস্থায় জমা করে দেওয়ার মাধ্যমেও অর্জন করতে পারেন. যাতে তারা তার অবস্থাকে নিয়ে বিবেচনা করে এবং তার প্রয়োজন পূরণ করে. অনুরূপ কোন বিধবার প্রয়োজন পূরণে সাহায্য করেও আপনি এ অঢেল সওয়াব লাভ করতে পারেন. আর এটা কোন কঠিন ব্যাপারও নয়. কারণ, আপনি যদি আপনার

আত্মীয়দের খোঁজ নেন, তাহলে দেখবেন যে, আপনার কোন ফুফুর বা খালার অথবা দাদীর স্বামী মারা গেছে. এখন আপনি তাদের জন্য কেনাকাটা করে দিয়ে তাদের প্রয়োজন পূরণ করবেন. আর এইভাবে আপনি জিহাদ- কারীর ও রাতে তাহাজ্জুদ নামায আদায়কারীর সওয়াব লাভ করতে সক্ষম হবেন.

(৮) জুমআর দিনের আদবসমূহের যত্ন নেওয়া

আউস ইবনে আউস সাক্বাফী ﷺ থেকে বর্ণিত. তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺকে বলতে শুনেছি. তিনি বলেছেন,

((مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ، ثُمَّ بَكَّرَ وَابْتَكَرَ، وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ، وَدَنَا مِنْ الْإِمَامِ، فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا)) رواه أحمد و أبوداود ولالترمذي وقد صححه الألباني

"যে ব্যক্তি জুমআর দিনে সুন্দরভাবে গোসল ক'রে সকাল সকাল পায়ে হেঁটে রওনা হয়, সওয়ারীর উপর সওয়ার হয়ে নয়, তারপর ইমামের অতি নিকটে বসে চুপচাপ খুৎবা শোনে এবং কোন অনর্থক কাজ করে না, সে প্রতি পদক্ষেপে এক বছর রোযা রাখার এবং এক বছর রাত্রে কিয়াম করার নেকী পায়." (আহমদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী. আল্লামা আলবানী হাদীসটি সহীহ বলেছেন. দ্রষ্টব্যঃ সহীহ সুনানে আবূ দাউদ ও তিরমিযী ৩৪৫-৪৯৬)

জুমআর দিনের একটি আদবের প্রতি যে যত্নবান হয়, তার সওয়াব এক রাতের অথবা এক সপ্তাহ কিংবা এক মাসের সমান

নয়, বরং পুরো এক বছরের. অতএব, চিন্তা করুন এই মহান সওয়াবের ব্যাপারে. আর এই আদবগুলি হল, জুমআর দিনে গোসল করা, আগেভাগে মসজিদে যাওয়া, পায়ে হেঁটে যাওয়া, ইমামের নিকটে বসা, শেষের কাতারে গিয়ে না বসা, মনোযোগ দিয়ে খুৎবা শোনা এবং অনর্থক কোন কার্যকলাপ না করা. আর আমাদের জেনে রাখা দারকার যে, খুৎবা চলাকালীন যে কোন কাজ অনর্থক গণ্য হবে. আর যে অনর্থক কোন কাজ করবে তার জুমআ হবে না. সুতরাং যে কাঁকর স্পর্শ করল, সে বাজে কাজ করল. যে তার কোন সাথী অথবা তার ছোট শিশুকে চুপ করতে বলল, সে বাজে কাজ করল. অনুরূপ যে তার মোবাইল বা অন্য কোন কিছু নিয়ে খেলা করল, সেও অনর্থক কাজ করল. জুমআর আদবগুলির ব্যাপারে অবহেলা করা মোটেই উচিত নয়. যাতে আপনি এমন মহান সওয়াবকে হারিয়ে না ফেলেন, যে সওয়াব আপনার দাঁড়িপাল্লাকে অনেক ভারী করবে এবং আপনাকে দান করবে অনেক বছরের কিয়াম করার নেকী.

(৯) এক দিন ও এক রাত আল্লাহর পথে পাহারা দেওয়া

সালমান ফারসী ﷺ থেকে বর্ণিত. তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন,

((رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ، وَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ، وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، وَأَمِنَ الْفَتَّانَ)) رواه البخاري ومسلم

১৯১৩-২৮৯২

অর্থাৎ, "একদিন ও একরাত সীমান্ত পাহারায় রত থাকা, একমাস ধরে (নফল) রোযা পালন তথা (নফল) নামায পড়া অপেক্ষা উত্তম. আর যদি ঐ অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে, তাহলে তাকে ঐ সব কাজের প্রতিদান দেওয়া হবে, যা সে পূর্বে করত এবং তার বিশেষ রুযী চালু করে দেওয়া হবে এবং তাকে (কবরের) ফিৎনা ও বিভিন্ন পরীক্ষা হতে মুক্ত রাখা হবে." (বুখারী ২৮৯২-মুসলিম ১৯১৩)

(১০) শোয়ার পূর্বে তাহাজ্জুদ পড়ার নিয়ত করা

আবূদ্দারদা মার্ফূ সূত্রে বর্ণনা করেছেন. নবী করীম ﷺ বলেছেন,

((مَنْ أَتَى فِرَاشَهُ وَهُوَ يَنْوِي أَنْ يَقُومَ فَيُصَلِّيَ مِنْ اللَّيْلِ فَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ حَتَّى يُصْبِحَ كُتِبَ لَهُ مَا نَوَى وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ))

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি শোয়ার জন্য নিজের বিছানায় যায় আর তার নিয়ত থাকে যে, সে রাতে উঠে নামায পড়বে. অতঃপর সকাল পর্যন্ত নিদ্রা তার উপর বিজয়ী থাকে, তার নিয়তের কারণে তাকে (পুরো) সওয়াব দেওয়া হয়. আর তার নিদ্রা আল্লাহর পক্ষ হতে তার জন্য সাদক্বা হয়." (ইবনে মাজা, নাসায়ী, আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন. দ্রষ্টব্যঃ সহীহ সুনানে ইবনে মাজা ১৩৪৪)

দেখলেন, নিয়তের এত গুরুত্ব যে, তা আমল করার মত গণ্য হয়? এ থেকে এ কথাও জানা যায় যে, তার ব্যাপারটা বড়ই

বিপজ্জনক, যে শোয়ার সময় ফজরের নামায সঠিক সময়ে পড়ার নিয়ত করে না. বরং সে তার ঘড়িতে ডিউটীর সময়ের অ্যালারম দিয়ে রাখে. এ ধরনের মানুষ অব্যাহত ধারায় মহাপাপ সম্পাদনকারী গণ্য হয়. আর এরই উপর তার মৃত্যু হলে শেষ পরিণাম মন্দই হবে. তবে যে ফজরের নাযাম পড়ার নিয়ত রাখে এবং এর উপায়-উপকরণগুলিও অবলম্বন করে তা সত্ত্বেও সে উঠতে পারে না, তার কোন দোষ হবে না. কারণ, নিদ্রারত অবস্থায় কোন অবহেলা বিবেচিত হয় না, বরং অবহেলা গণ্য হয় জাগ্রত অবস্থায়.

(১১) অপরকে এমন আমল শিক্ষা দেওয়া যার সওয়াব তাহাজ্জুদ পড়ার সমান

যে আমলগুলির সওয়াব তাহাজ্জুদ পড়ার মত, সেগুলি মানুষকে আপনার শিক্ষা দেওয়া অন্য আর এক মাধ্যম যার দ্বারা আপনি রাতে ইবাদত করার নেকী লাভ করতে পারেন. কারণ, কল্যাণের পথ যে দেখিয়ে দেয়, সেও আমলকারীর মত সওয়াব পায়. অতএব, কল্যাণের দিকে আহ্বানকারী হয়ে যান এবং এই শিক্ষার সম্প্রসারণ করুন, তাহলে যত লোক আপনার দ্বারা শিখবে, তাদের সংখ্যা অনুপাতে আপনি সওয়াব পাবেন.

ষপ্তম আমলঃ কুরআন মুখস্থ ও তার খুব বেশী বেশী তেলাঅত করা

আল্লাহর মহাগ্রন্থ আল-কুরআনুল কারীম মুখস্থ করা এবং বারবার তার তেলাঅত করা সেই আমলসমূহের আওতাভুক্ত, যা মু'মিনের দাঁড়িপাল্লা ভারী করবে. আমাদের কারো কাছে তো আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ ﵁র ব্যাপারটা অস্পষ্ট নয়. তিনি সাহাবীদের মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ক্বারী ছিলেন. রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর প্রশংসায় বলেন, "যে কুরআনকে ঠিক ঐভাবেই পড়তে চায়, যেভাবে তা অবতীর্ণ হয়েছে, তাহলে সে যেন ইবনে উম্মে আব্দ'(আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ)-এর ক্বেরাত অনুযায়ী পড়ে." এই মহান সাহাবী সম্পর্কে নবী করীম ﷺ বলেছেন যে, কিয়ামতের দিন যখন তাঁর ওজন করা হবে, তখন তাঁর পায়ের (পাতলা) নলা ওহুদ পাহাড়ের চেয়েও বেশী ভারী হবে. তাহলে তাঁর শরীরে অবশিষ্ট অংশগুলির কি অবস্থা হবে? আর এটা-আল্লাহই ভালো জানেন-এই কারণে যে, তিনি আল্লাহর কিতাবের হাফেয ছিলেন এবং খুব বেশী বেশী তার তেলাঅত করতেন. কুরআন মুখস্থ ও তার তেলাঅতের দ্বারা ঈমান বর্ধিত হয় এবং দাঁড়িপাল্লা ভারী হয়. আর যে ব্যক্তি আল্লাহর কালাম মুখস্থ করবে, তারা আল্লাহর সেই বিশেষ বান্দাদের দলভুক্ত হবে, যাদেরকে কুরআনওয়ালা বলা হয়েছে. যেমন, যির্র ইবনে হুবাইশ বর্ণনা করেছেন যে, একদা ইবনে মাসঊদ ﵁ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য আরাক ডালের দাঁতন সংগ্রহ করছিলেন. তাঁর পায়ের নলা দু'টো এত পাতলা ছিল যে, তা দেখে লোকে হাসতে লাগল. রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন বললেন,

((مِمَّ تَضْحَكُونَ؟ مِنْ دِقَّةِ سَاقَيْهِ؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَهُمَا أَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ مِنْ أُحُدٍ)) رواه أحمد وابن حبان

"তোমরা কি দেখে হাসছ? তাঁর পায়ের পাতলা নলা দু'টি দেখে?, সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ! তাঁর (পায়ের) নলা দু'টো ওজনের দাঁড়িপাল্লায় ওহুদ পাহাড়ের চেয়ে বেশী ভারী হবে." (আহমদ, ইবনে হিব্বান. আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন. দ্রষ্টব্যঃ আস্সাহীহা ২৭৫০)

কুরআন ও তার তেলাঅত ইবনে মাসঊদ ﵁-এর নিকট এত প্রিয় ছিল যে, তিনি নফল রোযা রাখাকে ব্যস্ততায় পড়ে যাওয়া মনে করতেন. এখন বলুন, আমাদের সময় কোন্ ব্যস্ততায় কাটে?

হাফেয ইবনে রজব (রহঃ) বলেছেন, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ ﵁ নফল রোযা কম রাখতেন. তিনি বলতেন, নফল রোযা আমার কুরআন পড়ার পথে বাধা হয়. আর কুরআন পড়া আমার নিকট বেশী প্রিয়. সুতরাং কুরআন পড়া নফল রোযা রাখা থেকে উত্তম. সুফিয়ান সাওরী এবং অন্যান্য ইমামদের থেকে এ উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে. (লাতায়েফুল মাআরিফ ১৪৭পৃষ্ঠা)

আপনি কি জানেন যে, কুরআন কিয়ামতের দিন অতি বিপজ্জনক সুপারিশকারী হবে? সে হয় আপনার সপক্ষে অথবা আপনার বিপক্ষে হুজ্জত(দলীল) হবে. হয় আপনার হয়ে সুপারিশ করবে, না হয় আপনার বিরুদ্ধে. সুতরাং অতি সত্বর আজ তাকে আপনার সাথী বানান, তাহলে সে কিয়ামতে আপনার উত্তম সাথী হবে. যেমন, বুরাইদা আসলামী ﵁ থেকে বর্ণিত. নবী করীম ﷺ

বলেছেন, "কিয়ামতের দিন কুরআন মলিন আকারের এক ব্যক্তির রূপে আগমন ক'রে তার সাথীকে বলবে, আমাকে চিনতে পারছ? আমি সেই, যে তোমাকে রাতে ঘুমাতে দেয়নি এবং দিনে পিপাসিত রেখেছিল. প্রত্যেক ব্যবসায়ী তার ব্যবসার পিছনে থাকে. আজ আমি তোমার জন্য প্রত্যেক ব্যবসায়ীর পিছনে থাকব. অতঃপর তাকে তার ডান হাতে রাজত্ব দেওয়া হবে এবং বাম হাতে চিরস্থায়িত্ব. আর তার মাথায় পরানো হবে সম্মানের মুকুট. তার পিতা-মাতাকে এমন দু'জোড়া কাপড় পরানো হবে, যার মূল্য দুনিয়া ও দুনিয়াতে যা কিছু আছে তার থেকেও অধিক হবে. তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! এ সম্মান আমরা কিভাবে লাভ করলাম? তখন তাদেরকে বলা হবে, তোমাদের নিজের ছেলেকে কুরআন শিক্ষা দেওয়ার কারণে. কুরআন- ওয়ালাকে কিয়ামতের দিন বলা হবে, পড় এবং ঊর্ধ্বে আরোহণ করতে থাক. তুমি ঐভাবে পড়, যেভাবে দুনিয়াতে পড়তে. তোমার আয়াত পড়া যেখানে শেষ হবে, সেখানেই তোমার মঞ্জিল." (আহমদ, আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন. দ্রষ্টব্যঃ আস্সাহীহা ২৮২৯)

অষ্টম আমলঃ সাদক্বা করা

সাদক্বা করা সেই উত্তম আমলসমূহের অন্যতম আমল যার সুফল বান্দা স্বীয় প্রতিপালকের নিকট লাভ করবে. সাদক্বা এমন এক আমল যা মহান আল্লাহ আমলকারীর জন্য বৃদ্ধি করেন এবং সেটাকে তার অবস্থায় ছেড়ে দেন না. আর এটা দাঁড়িপাল্লায় অতীব ভারী হবে. যেমন, মহান আল্লাহ বলেন,

﴿يَمْحَقُ اللهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾ (البقرة:٢٧٦)

অর্থাৎ, "আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বৃদ্ধি দেন. আল্লাহ কোন অকৃতজ্ঞ পাপীকে ভালোবাসেন না." (সূরা বাক্বারা ২৭৬) আর আবূ হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত. তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ، وَلَا يَقْبَلُ اللهُ إِلَّا الطَّيِّبَ، وَإِنَّ اللهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ)) رواه البخاري مسلم ١٤١٠-١٠١٤

অর্থাৎ, ""যে ব্যক্তি (তার) বৈধ উপায়ে উপার্জিত অর্থ থেকে একটি খেজুর পরিমাণও কিছু দান করে-আর আল্লাহ তো বৈধ অর্থ ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণই করেন না-সে ব্যক্তির ঐ দানকে আল্লাহ ডান হাতে গ্রহণ করেন. অতঃপর তা ঐ ব্যক্তির জন্য লালন-পালন করেন; যেমন তোমাদের কেউ তার অশ্ব-শাবককে লালন-পালন করে থাকে. পরিশেষে তা পাহাড়ের মত হয়ে যায়." (বুখারী ১৪১০,মুসলিম ১০১৪)

কাজেই একটি টাকা হলেও তা নিজের জন্য সাদক্বা করার ব্যাপারে তুচ্ছ মনে করবেন না. কারণ, মহান আল্লাহ তা বৃদ্ধি করবেন এবং কিয়ামতের দিন আপনি এটাকে এই পরিমাণে পাবেন

না. কেননা, অনেক সময় কোন কোন মানুষের কাছে সাদক্বা চাওয়া হয়, আর তখন তার কাছে অল্প কিছু থাকে যা সে দিতে লজ্জাবোধ করে. ফলে সে সাদক্বা করা থেকে বিরত থাকে. অথচ সে জানে না যে, যা কিছু সে দিবে, আল্লাহ তা তার প্রতিপালন ক'রে বাড়াতে থাকবেন এবং দ্বিগুণ আকারে তা বর্ধিত করবেন. অবশেষে একটি খেজুর পরিমাণ জিনিস পাহাড়ের সমান হয়ে যাবে.

(সাদক্বার এত মহাত্ম্য যে,) এ ব্যাপারে গড়িমসিকারী মৃত্যুর সময় কামনা করবে যে, তাকে সাদক্বা করার অবসর দেওয়া হোক. হতে পারে (সে সময়) সে জেনে যায় সাদক্বা করার মহান সওয়াব অথবা এ ব্যাপারে অবহেলাকারীর কঠিন শাস্তির কথা. মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ (المنافقون:١٠)

অর্থাৎ, "আমি তোমাদেরকে যে রুযী দিয়েছি, তোমরা তা হতে ব্যয় কর তোমাদের কারো মৃত্যু আসার পূর্বে. (অন্যথা মৃত্যু আসলে সে বলবে,) 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আরো কিছু কালের জন্য অবকাশ দিলে না কেন? তাহলে আমি সাদক্বা করতাম এবং সৎকর্ম- শীলদের অন্তর্ভুক্ত হতাম." (সূরা মুনাফিক্বূন ১০) সুতরাং খুব বেশী বেশী সাদক্বা করুন. কারণ, আপনার প্রকৃত মাল সেটাই, যেটা আপনি সাদক্বা করবেন. যা রয়ে যাবে, তা হল পরের মাল. হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন, কিয়ামতের দিন অনেককেই অনুতপ্ত

হতে হবে. আর এদের মধ্যে সব চেয়ে বেশী অনুতপ্ত হবে সেই ব্যক্তি, যে তারই মালকে অপরের দাঁড়িপাল্লায় দেখবে. জানেন এটা কিভাবে? এক ব্যক্তিকে আল্লাহ মাল দেন এবং তাকে তা তাঁরই অধিকারের বিভিন্ন পথে ব্যয় করার নির্দেশ দেন, কিন্তু সে এ ব্যাপারে কৃপণতা করে. অতঃপর এই (ব্যয়কারী) তার উত্তরাধিকারী হয়. আর এইভাবে সে তার নিজেরই মালকে অপরের দাঁড়িপাল্লায় দেখবে. এ যে কত বড় ভুল তা বলার নেই এবং তার সংশোধনেরও কোন পথ নেই. (হিলয়াতুল আউলিয়া ২/ ১৪৫)

আর এ সাদক্বা করুন ইখলাস তথা নিষ্ঠার সাথে. সাদক্বা ক'রে কারো থেকে কৃতজ্ঞতা পাওয়ার অপেক্ষায় থাকবেন না. তাহলে নিয়তে ইখলাস থাকার কারণে আপনার নেকী অনেক বাড়বে. আউন ইবনে আব্দুল্লাহ (রহঃ) বলেন, কোন মিসকীনকে কিছু দিলে সে যদি বলে, 'বারাকাল্লাহু ফীক' (আল্লাহ তোমাকে বরকত দিন), তাহলে আপনিও বলুন, 'বারাকাল্লাহু ফীক' (বরং তোমাকে আল্লাহ বরকত দিন). এতে তোমার নিয়ত নির্মল হবে. (হিলয়াতুল আউলিয়া ৪/২৫৩)

উত্তম সাদক্বা

সাদক্বাকারী যদি কোন ব্যাধিগ্রস্ত হওয়ার পূর্বে সুস্থ অবস্থায় এবং মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসার পূর্বে সাদক্বা করে, তাহলে তার এ সাদক্বা মহান সওয়াবের অধিকারী হবে. অনুরূপ এ সাদক্বা যেন প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাল থেকে করা হয়. সাদক্বা করার কারণে সে যেন অভাবগ্রস্ত না হয়ে পরে. আর অল্প মালওয়ালা যদি হয়, তাহলে সে যেন তার সাধ্য অনুপাতে সাদক্বা করে.

(১) আবূ হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত. তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! কোন্ সাদক্বাহ নেকীর দিক দিয়ে বড়? তিনি উত্তরে বললেন,

((أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَى، وَلَا تُمْهِلَ حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ الْحُلْقُومَ، قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا، أَلَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ))

رواه البخاري ومسلم ١٤١٩-١٠٣٢

অর্থাৎ, "তোমার সে সময়ের সাদক্বা করা (বৃহত্তম নেকীর কাজ) যখন তুমি সুস্থ থাকবে, মালের লোভ অন্তরে থাকবে, তুমি দরিদ্রতার ভয় করবে এবং ধন-দৌলতের আশা রাখবে. আর তুমি সাদক্বা করতে বিলম্ব করো না. পরিশেষে যখন তোমার প্রাণ কণ্ঠাগত হবে তখন বলবে, অমুকের জন্য এত, অমুকের জন্য এত. অথচ তা অমুক (উত্তরাধিকারীর) হয়েই গেছে. (বুখারী ১৪১৯,মুসলিম ১০৩২) তাই মাইমূন ইবনে মিহরান (রহঃ) বলতেন, আমি যদি আমার জীবদ্দশায় এক দিরহাম সাদক্বা করি, তবে এটা আমার কাছে সেই ১০০দিরহাম সাদক্বার চেয়ে অধিক প্রিয়, যা আমার মৃত্যুর পর আমার পক্ষ হতে করা হবে. (হিলয়াতুল আউলিয়া ৪/৮৭)

(২) আবূ হুরাইরা ﷺ নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন. তিনি বলেছেন,

((خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ)) روه البخاري ومسلم ١٤٢٦-١٠٣٤

অর্থাৎ, "উত্তম সাদক্বা হল সেই সাদক্বা, যা প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ থেকে করা হয়. আর যাদের ভরণ-পোষণ তোমার দায়িত্বে আছে তাদেরকে আগে দাও." (বুখারী ১৪২৬, মুসলিম ১০৩৪) অর্থাৎ, সেই সাদক্বাই হবে উত্তম সাদক্বা, যা সাদক্বাকারী নিজের জন্য এবং যাদের দায়িত্ব তার উপর আছে, তাদের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ রেখে দেওয়ার পর করে. তার সাদক্বা করার পর যেন তারা অপরের মুখাপেক্ষী না হয়ে পড়ে.

(৩) আবূ হুরাইরা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "এক দিরহাম এক লাখ দিরহামের উপর অতিক্রম করে গেছে. লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, এটা কিভাবে হে আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেন, একটি লোকের কাছে কেবল দুই দিরহাম ছিল. সে তা থেকে এক দিরহাম সাদক্বা করে দিল. আর একটি লোক তার (প্রচুর) মালের মধ্য হতে এক লাখ দিরহাম বের ক'রে সাদক্বা করল." (আহমদ, নাসায়ী. আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন. দ্রষ্টব্যঃ সাহীহুল জামে' ৩৬০৬)

আর সাদক্বার উপকারিতার দিকের ব্যাপারটা সময় অনুপাতে ভিন্ন ভিন্ন হয়. তাই মানুষের যখন যে জিনিসটার বেশী প্রয়োজন হবে, তখন সেই জিনিসটার সাদক্বার সওয়াব তত বেশী হবে. অতএব, মানুষের যখন পানির প্রয়োজন বেশী হবে, তখন উত্তম সাদক্বা সম্পর্কে প্রশ্ন- কারীকে পানি পান করানোর কথা বলতে হবে.

যখন মুজাহিদদের মালের সহযোগিতার প্রয়োজন হবে, তখন উত্তম সাদক্বা সম্পর্কে প্রশ্নকারীকে আল্লাহর পথে মাল ব্যয় করার কথা বলতে হবে. কাজেই বুদ্ধিমান মুসলিমের উচিত কখন কোন্ জিনিসের প্রয়োজন বেশী তার খোঁজ-খবর রাখা এবং সেই অনুপাতে অভাবীদেরকে তা সত্বর দান করা. এতে তার সওয়াবও বেশী হবে এবং দাঁড়িপাল্লায়ও ভারী হবে.

নবম আমলঃ সেইসব আমল যার সওয়াব অভাবীদেরকে সাদক্বা করার সমান

অনেক ভালো কাজ এমনও রয়েছে যার সওয়াব অভাবীদেরকে সাদক্বা করার সমান. তার মধ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ আমল হল,

(১) উত্তম ঋণ প্রদান করা

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ ﷺ থেকে বর্ণিত. নবী করীম ﷺ বলেছেন,

((مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً)) رواه ابن ماجة وقد صححه الألباني

অর্থাৎ, "যে মুসলিমই অপর কোন মুসলিমকে দু'বার ঋণ দেয়, তার একবার সাদক্বা হিসাবে গণ্য হয়." (ইবনে মাজা, আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন. দ্রষ্টব্যঃ সহীহ সুনানে ইবনে মাজা ২৪৩০) ইবনে মাসঊদ ﷺ থেকেই বর্ণিত. নবী করীম ﷺ বলেছেন,

((إِنَّ السَّلَفَ يَجْرِي مَجْرَى شَطْرِ الصَّدَقَةِ)) رواه أحمد وقد صححه الألباني

অর্থাৎ, "ঋণ প্রদান করা অর্ধেক সাদক্বা করার মত." (আহমদ, আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন. দ্রষ্টব্যঃ সাহীহুল জামে' ১৬৪০) আর ইবনে মাসঊদ ﷺ বলতেন, আমার নিকট দু'বার ঋণ দেওয়া একবার সাদক্বা করার চেয়ে বেশী প্রিয়. (বায়হাক্বী ৩৫৬০)

অভাবগ্রকে অবসর দেওয়া

বুরাইদা আসলামী ﷺ থেকে বর্ণিত. নবী করীম ﷺ বলেছেন,

((مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلِهِ صَدَقَةٌ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ الدَّيْنُ، فَإِذَا حَلَّ الدَّيْنُ فَأَنْظَرَهُ فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ)) رواه أحمد وابن ماجة وقد صححه الألباني

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি কোন অভাবগ্রস্তকে অবসর দেয়, তার ঋণ পরিশোধের সময় আসা পর্যন্ত ঋণের সমপরিমাণ সাদক্বা করার সওয়াব হয়. অতঃপর ঋণ পরিশোধের সময় শেষ হবার পরেও যদি তাকে অবসর দেয়, তাহলে ঋণের দ্বিগুণ পরিমাণ সাদক্বা করার সওয়াব হয়." আহমদ, ইবনে মাজা, আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন. দ্রষ্টব্যঃ সহীহ সুনানে ইবনে মাজা ২৪১৮)

দশম আমলঃ পরিবারের উপর ব্যয় করা, তাদের ব্যাপারে কার্পণ্য না করা

মনে রাখবেন, পরিবারের লোকদের উপর ব্যয় করা অন্য অভাবীদের উপর সাদক্বা করার চেয়েও বেশী নেকীর কাজ. কারণ, প্রথমটা ওয়াজিব, আর দ্বিতীয়টা মুস্তাহাব. যেমন, আবূ হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত. তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ، وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ))

رواه مسلم

অর্থাৎ, "একটি দীনার তুমি আল্লাহর পথে ব্যয় কর, একটি দীনার তুমি দাস মুক্ত করতে ব্যয় কর, একটি দীনার তুমি কোন মিসকীনকে সাদক্বা কর এবং একটি দীনার তুমি তোমার পরিবারের উপর ব্যয় কর, এ গুলির মধ্যে যে একটি দীনার তুমি তোমার পরিবারের উপর ব্যয় কর, তার নেকী সব চেয়ে বেশী." (মুসলিম ৯৯৬)

বহু মানুষ নিজের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের উপর ব্যয় করার ব্যাপারে কার্পণ্য করে. অথচ তাকে মিসকীনদের প্রতি অনুগ্রহ করতে ও তাদের দুঃখ কষ্ট দূর করতে দেখা যায়. সে মনে করে যে, যাদের দায়িত্ব তার উপরে, তাদের থেকে অন্যদের উপর ব্যয় করার সওয়াব অনেক বেশী. আর এই আচরণ থেকেই সৃষ্টি হয় বহু

পারিবারিক সমস্যা ও স্বামী-স্ত্রীর মাঝে মনোমালিন্য. তার স্ত্রী ও সন্তানদের অন্তরে জন্মে তার প্রতি ঘৃণা. তারা তার মৃত্যু কামনা করে. আব্দুল্লাহ ইবনে আম্র ইবনে আ'স ﷺ থেকে বর্ণিত. নবী করীম ﷺ বলেছেন,

((كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ)) رواه مسلم وأبوداود

অর্থাৎ, "একটি মানুষের পাপী হওয়ার জন্য এটা যথেষ্ট যে, সে তাদের (অধিকার) নষ্ট করবে (অর্থাৎ, তাদের ভরণ-পোষণে কার্পণ্য করবে) যাদের জীবিকার জন্য সে দায়িত্বশীল. (আবূ দাউদ, মুসলিম ৯৯৬)

যে মুসলিম স্বীয় পরিবারের উপর ব্যয় করার সওয়াবের কথা উপলব্ধি করে এবং এতে সে সওয়াবের আশাও করে, সে তার জীবনকে পরিবারের মধ্যে করে দেয় এবং এতে সে পূর্ণ তৃপ্তি ও সৌভাগ্য লাভ করে. তাদের একে অপরে প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি হয় এবং তারা পরস্পরকে সাহায্য করে. কারণ, তার মধ্যে এই অনুভূতি থাকে যে, সে যা কিছু ব্যয় করছে, তা তার নেকীর দাঁড়িপাল্লায় জমা হবে. বরং এটা উত্তম সাদক্বা হিসাবে গণ্য হবে. যেমন, আবূ মাসঊদ ইবনে আম্র ইবনে সা'লাবা থেকে বর্ণিত. নবী করীম ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি নেকীর আশায় স্বীয় পরিবারের উপর ব্যয় করে, সেটা তার জন্য সাদক্বা গণ্য হয়." (বুখারী ৫৫-মুসলিম ১০০২)

আপনি কি ঐরূপ করবেন না, যেরূপ ইরবায ইবনে সারিয়া ﷺ করেছিলেন? তিনি যখন নবী করীম ﷺকে এ কথা বলতে শুনেছিলেন যে, "মানুষ যখন তার স্ত্রীকে পানি পান করায়, তখন সে তাতে নেকী পায়." তিনি বলেন, আমি তখন আমার স্ত্রীর কাছে এসে তাকে পানি পান করালাম এবং নবী করীম ﷺ-এর কাছ থেকে শুনা কথাটিও তাকে বর্ণনা করলাম. (আহমদ, আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন. দ্রষ্টব্যঃ সাহীহুত্তারগীব অত্তারহীব ১৯৪৬)

একাদশ আমলঃ 'লাইলাতুল ক্বাদ্‌র' এ ইবাদত করা

'লাইলাতুল ক্বাদার'-এ ইবাদত করার সওয়াব সেই লোকটির চেয়েও বেশী, যে এক হাজার মাস ইবাদত করে. মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴾ (القدر:٣)

অর্থাৎ, "মর্যাদাপূর্ণ রাত্রি হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম." দেখুন, মহান আল্লাহ নিজেই এই রাতের সওয়াবের কথা তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেছেন. আর এটাকে ছোট একটি সূরাতে উল্লেখ করেছেন, যাতে ছোট-বড় সকলেই তা মুখস্থ করতে পারে এবং এরই উপর তাদের লালন-পালন হয়

দ্বাদশ অমলঃ বাজারে যাওয়ার দুআ

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার ﷺ থেকে বর্ণিত. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((مَنْ قَالَ حِينَ يَدْخُلُ السُّوقَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ كُلُّهُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، كَتَبَ اللهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ، وَمَحَا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفِ سَيِّئَةٍ، وَبَنَى لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ))

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি বাজারে প্রবেশ করার সময় বলে, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হু অহাদাহু লা শারীকালাহু লাহুল মুলকু অলাহুল হাম্‌দু য়্যুহয়ী অ য়্যুমীতু, অ হুয়া হাইয়ুন লা-ইয়ামুতু বি-ইদিহিল খাইরু কুল্লুহু অ হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর' তার নেকীর খাতায় দশ লাখ নেকী লিখে দেওয়া হবে. তার থেকে দশ লাখ পাপ মোচন করা হবে এবং তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর বানানো হবে." (আহমদ, ইবনে মাজা, আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন. দ্রষ্টব্যঃ সহীহ সুনানে ইবনে মাজা ২২৩৫)

লক্ষ্য করুন, এক মিলিয়ন নেকী আপনার নেকীর দাঁড়িপাল্লায় রাখা হবে. অনুরূপ এক মিলিয়ন পাপ অপর পাল্লা থেকে দূর করে দেওয়া হবে. অতএব, এতে কোনই সন্দেহ নেই যে, এটা আপনার দাঁড়িপাল্লাকে অনেক ভারী করবে. হয়তো এ কথা জেনে আমাদেরকে আশ্চর্য লাগবে যে, অনেক সৎলোকদের এই নেকীর প্রতি এতই আগ্রহ ছিল যে, তাঁদের বাজারে কোনই প্রয়োজন থাকত না, তা সত্ত্বেও কেবল এই দুআ পড়ার জন্য তাঁরা বাজারে যেতেন. যাতে তাঁদের দাঁড়িপাল্লা ভারী হয়. যেমন, মুহাম্মাদ ইবনে ওয়াসে' (রহঃ) বলেন, আমি মক্কায় গেলে আমার ভাই সালিমের

সাথে আমার সাক্ষাৎ হল. সে তার পিতা ও দাদার সূত্রে নবী করীম ﷺ-এর বাজারে ঢোকার দুআর ফযীলতের হাদীসটি আমাকে বর্ণনা করলেন. অতঃপর আমি খুরাসানে এলে সেখানে কুতাইবা ইবনে মুসলিমের সাথে আমার সাক্ষাৎ হল. তাকে বললাম, আমি তোমাকে একটি হাদীয়া দিচ্ছি. এই বলে, তাকে উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করলাম. তারপর থেকে সে তার সওয়ারী করে বাজারে আসত এবং দাঁড়িয়ে দুআটা পড়ে আবার ফিরে যেত. (সুনানে দারমী ২৬৯২)

এয়োদশ আমলঃ আল্লাহর যিক্‌র

মহান আল্লাহর বিভিন্ন প্রকারের যিক্‌র রয়েছে যা দাঁড়িপাল্লাকে ভারী করবে. একাধিক হাদীস এমনও এসেছে, যাতে কোন কোন যিক্‌র ও তাসবীহ-এর দাঁড়িপাল্লায় ভারী হওয়ার কথা বলা হয়েছে. নবী করীম ﷺ যেহেতু আমাদের প্রতি পরম দয়াবান ছিলেন, তাই তিনি এই সহজ যিক্‌রগুলি আমাদেরকে শুনিয়ে দিয়েছেন. যাতে আমরা তা পাকা- পোক্তভাবে আয়ত্ত করতে পারি এবং তার দ্বারা আমাদের জবানকে সিক্ত রাখি. আর সেগুলি যেন আমাদের নেকীকে বর্ধিত করে এবং আমাদের দাঁড়িপাল্লায় ভারী হয়. যিক্‌রগুলি নিম্নরূপঃ

(১) আবূ হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ، ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ ، حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَانِ : سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ ، سُبْحَانَ اللهِ العظيمِ)) . متفقٌ عَلَيْهِ

অর্থাৎ, "দু'টি কলেমা (বাক্য) রয়েছে, যে দু'টি দয়াময় আল্লাহর কাছে অতি প্রিয়, জবানে (উচ্চারণে) খুবই সহজ, আমলের পাল্লায় অত্যন্ত ভারী. তা হচ্ছে, 'সুবহানাল্লাহি অবিহামদিহী, সুবহানাল্লাহিল আযীম.' অর্থাৎ, আমরা আল্লাহ তাআলার প্রশংসা সহকারে তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করছি, মহান আল্লাহ অতীব পবিত্র. (বুখারী ৬৪০৬, মুসলিম ২৬৯৪) অনেক মানুষ এই বাক্য দু'টির ফযীলত সম্পর্কে জানে, কিন্তু তাদের মধ্যে খুব কম সংখ্যক মানুষই নিজেদের দাঁড়িপাল্লা ভারী করার উদ্দেশ্যে তা আবৃত্তি করে. তারা কেবল তখনই তা পাঠ করে, যখন কোন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ইত্যাদিতে তাদেরকে প্রশ্ন করা হয়.

(২) আবূ মালিক আশআরী ﷺ থেকে বর্ণিত. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ، وَالْحَمْدُ لله تَمْلَأُ الْمِيزَانَ، وَسُبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ لله تَمْلَآنِ أَوْ تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ)) رواه مسلم ٢٢٣

অর্থাৎ, "পবিত্রতা অর্ধেক ঈমান. আর 'আলহামদু লিল্লাহ' (কিয়া- মতে নেকীর) দাঁড়িপাল্লাকে ভরে দেবে এবং 'সুবহানাল্লাহ' ও 'আলহামদু লিল্লাহ' আসমান ও যমীনের মধ্যস্থিত শূন্যতা পূর্ণ করে দেবে." (মুসলিম ২২৩)

(৩) আবূ হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত. তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي : سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ ، مِئَةَ مَرَّةٍ ، لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ يَوْمَ القِيَامَةِ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ ، إِلاَّ أَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أَوْ زَادَ)) .

رواه مسلم

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় 'সুবহানাল্লাহি অবিহামদিহ' একশতবার পাঠ করবে, কিয়ামতের দিনে ওর চাইতে উত্তম আমল কেউ আনতে পারবে না. কিন্তু যদি কেউ তার সমান বা তার থেকে বেশী সংখ্যায় ঐ তাসবীহ পাঠ করে থাকে (তাহলে ভিন্ন কথা)." (মুসলিম ২৬৯২)

(৪) আবূ উমাম বাহেলী ﷺ থেকে বর্ণিত. নবী করীম ﷺ বলেছেন,

((مَنْ قَالَ دُبُرَ صَلَاةِ الغَدَاةِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيْتُ، بِيَدِهِ الخَيْرُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ مِائَةَ مَرَّةٍ، قَبْلَ أَن يَثْنِي رِجلَيْهِ، كَانَ يَوْمَئِذٍ مِنْ أَفْضَلِ أَهْلِ الأَرْضِ عَمَلاً، إِلَّا مَنْ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ، أَوْ زَادَ عَلَى مَا قَالَ)) رواه الطبراني وحسنه الألباني

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি ফজরের নামাযের পশ্চাতে স্বীয় পা দু'টিকে গুটিয়ে নেওয়ার পূর্বে বলে, '(লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু, লা-শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু, য়্যুহয়ী অ য়্যুমীতু, বি-ইদিহিল খাইরু অহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর' দুআটি একশ' বার পাঠ করবে, সে আমলের দিক দিয়ে ঐদিন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গণ্য হবে. কিন্তু যদি কেউ তার মত বা তার থেকে বেশী সংখ্যায় ঐ

তাসবীহ পাঠ করে থাকে (তাহলে ভিন্ন কথা).” (ত্বাবরানী, আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন. দ্রষ্টব্যঃ সাহীহুত্তারগীব অত্তারহীব ৪৭৬)

(৫) আব্দুল্লাহ ইবনে আম্‌র ইবনে আ’স থেকে বর্ণিত. নবী করীম ﷺ বলেছেন,

((مَنْ قَالَ فِي يَوْمٍ مِائَتَيْ مَرَّةٍ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَمْ يَسْبِقْهُ أَحَدٌ كَانَ قَبْلَهُ، وَلَمْ يُدْرِكْهُ أَحَدٌ كَانَ بَعْدَهُ، مَنْ عَمِلَ أَفْضَلَ مِنْ عَمَلِهِ)) رواه أحمد والطبراني وصححه الألباني

অর্থাৎ, “যে ব্যক্তি প্রতিদিন দু’শ’বার (সকালে একশ’বার এবং সন্ধ্যায় একশ’বার) বলবে, ‘(লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু, লা-শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু, অহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর’ তাকে না তার পূর্বেকার কেউ অতিক্রম করতে পারবে, আর না তার পরের কেউ তার নাগাল পাবে. তবে যে তার থেকেও উত্তম আমল করবে (তার কথা ভিন্ন).” (আহমদ, ত্বাবরানী, আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন. দ্রষ্টব্যঃ আস্‌সাহীহা ২৭৬২)

(৬) সাওবান رضي الله عنه থেকে বর্ণিত. নবী করীম ﷺ বলেছেন,

((بَخٍ بَخٍ لِخَمْسٍ مَا أَثْقَلَهُنَّ فِي الْمِيزَانِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ للهِ

وَاللهُ أَكْبَرُ، وَالْوَلَدُ الصَّالِحُ يُتَوَفَّى فَيَحْتَسِبُهُ وَالِدُهُ)) رواه أحمد والنسائي وصححه الألباني

অর্থাৎ, "বাঃ! বাঃ! পাঁচটি জিনিস দাঁড়িপাল্লায় কতনা ভারী হবে. (আর তা হল,) লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হ অ সুবহা-নাল্লা-হ অলহামদুলিল্লা-হ অল্লাহু আকবার এবং যে নেক সন্তান মারা গেলে তার পিতা নেকীর আশায় ধৈর্য ধরে." (আহমদ, নাসায়ী, আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন. দ্রষ্টব্যঃ সাহীত্তারগীব অত্তারহীব ২০০৯)

(৭) আব্দুল্লাহ ইবনে আম্‌র ইবনে আ'স ﷺ থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((إِنَّ نَبِيَّ اللهِ نُوحًا عليه السلام لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ لِابْنِهِ: إِنِّي قَاصٌّ عَلَيْكَ الْوَصِيَّةَ، آمُرُكَ بِاثْنَتَيْنِ وَأَنْهَاكَ عَنْ اثْنَتَيْنِ: آمُرُكَ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَإِنَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ وَالْأَرْضِينَ السَّبْعَ لَوْ وُضِعَتْ فِي كِفَّةٍ وَوُضِعَتْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فِي كِفَّةٍ رَجَحَتْ بِهِنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ)) رواه أحمد وصححه الألباني في السلسة الصحيحة ١٣٤

অর্থাৎ, "আল্লাহর নবী নূহ عليه السلام-এর যখন মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এল, তখন তিনি তাঁর ছেলেকে বললেন, আমি তোমাকে অসীয়ত করছি. দু'টি জিনিসের নির্দেশ দিচ্ছি এবং দু'টি জিনিস থেকে বিরত থাকতে বলছি. তোমাকে (কালিমা) 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হ'র নির্দেশ

দিচ্ছি. কারণ, সাত আসমান ও সাত যমীনকে যদি দাঁড়ির এক পাল্লায় রাখা হয় এবং 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হ'কে অপর পাল্লায় রাখা হয়, তবে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হ'র পাল্লা ভারী হয়ে যাবে." ((আহমদ, আল্লামা আল- বানী এ হাদীটিসকে সহীহ বলেছেন. দ্রষ্টব্যঃ আস্সাহীহা ১৩৪)

(৮)

عَنْ جُوَيْرِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا بُكْرَةً حِينَ صَلَّى الصُّبْحَ، وَهِيَ فِي مَسْجِدِهَا، ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ أَنْ أَضْحَى، وَهِيَ جَالِسَةٌ، فَقَالَ: ((مَا زِلْتِ عَلَى الحَالِ الَّتِي فَارَقْتُكِ عَلَيْهَا؟)) قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ الْيَوْمِ لَوَزَنَتْهُنَّ، سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، عَدَدَ خَلْقِهِ، وَرِضَا نَفْسِهِ، وَزِنَةَ عَرْشِهِ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ)) ﴿رواه مسلم: ٢٧٢٦﴾

অর্থাৎ, জুয়াইরিয়া ﷺ থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদা ফজরের নামায পড়ে তাঁর কাছ থেকে উঠে বাইরে গেলেন. তিনি তখন তাঁর মসজিদ (নামাযের স্থানে) বসেছিলেন. তারপর নবী ﷺ চাশতের সময় ফিরে এলেন. তখনও তিনি (জুয়াইরিয়া) বসেছিলেন. তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, "আমি তোমাকে যে অবস্থায় রেখে গিয়েছিলাম সেই অবস্থাতেই তুমি তখন থেকে বসে রয়েছো? তিনি জবাবে বললেন, হ্যাঁ. নবী করীম ﷺ বললেন, "আমি তোমার নিকট থেকে

যাওয়ার পর চারটি কালেমা তিনবার পাঠ করেছি. আজ এ পর্যন্ত যা তুমি পাঠ করেছো তার সাথে ওজন করলে এই কালেমা চারটির ওজনই বেশী. কালেমাগুলি হলো, 'সুবহানাল্লাহি অ বিহামদিহি, আদাদা খালক্বিহি, অ রিযা নাফসিহি, অ যিনাতা আরশিহি,অ মিদাদা কালিমাতিহি'. অর্থাৎ, আমি আল্লাহর প্রশংসা সহ পবিত্রতা বর্ণনা করছি তাঁর অগণিত সৃষ্টির সমান, তাঁর সন্তুষ্টি সমান, তাঁর আরশের ওজনের পরিমাণ ও তাঁর কালেমা লিখতে যত কালির প্রয়োজন হয় সেই পরিমাণ. (মুসলিম ২৭২৬)

(৯) আবূ হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত. তিনি বলেন,

((كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسِيرُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ، فَمَرَّ عَلَى جَبَلٍ يُقَالُ لَهُ جُمْدَانُ: فَقَالَ: سِيرُوا هَذَا جُمْدَانُ، سَبَقَ الْمُفَرِّدُونَ، قَالُوا وَمَا الْمُفَرِّدُونَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: الذَّاكِرُونَ اللهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتُ)) رواه مسلم ٢٢٣

অর্থাৎ, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কার রাস্তা দিয়ে ভ্রমন করতে করতে জুমদার নামক একটি পাহাড়ের নিকটে গেলেন. তখন তিনি বললেন, তোমরা এই জুমদান পর্বতে পরিভ্রমন করো. (এখানে) 'মুফার্রিদগণ অগ্রগমন করেছে.' সাহাবীগণ প্রশ্ন করলেন, 'মুফার্রিদ' কারা, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, অতিমাত্রায় আল্লাহকে স্মরণকারী নর ও নারী. (মুসলিম ২২৩) তিরমিযী শরীফের এক বর্ণনায় এসেছে,

قَالُوا: وَمَا الْمُفْرِدُونَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: الْمُسْتَهْتَرُونَ فِي ذِكْرِ اللهِ، يَضَعُ الذِّكْرُ عَنْهُمْ أَثْقَالَهُمْ، فَيَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِفَافًا)) رواه الترمذي

লোকেরা পশ্ন পরল, 'মুফার্রিদ' কারা, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, যারা সদাসর্বদা আল্লাহর যিকরে মগ্ন থাকে. এ যিকর তাদের বোঝাকে তাদের থেকে নামিয়ে দিবে. ফলে তারা কিয়ামতের দিন অতি হাল্কা অবস্থায় আগমন করবে." (তিরমিযী ৩৫১৭)

(১০) উম্মো হানী বিনতে আবূ ত্বালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত. তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার কাছে এলে আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার এখন বয়স হয়েছে, আমি দুর্বল হয়ে গেছি. তাই আমাকে এমন আমল বলে দিন যা আমি বসে বসে করতে পারব. তখন তিনি ﷺ বললেন,

((سَبِّحِي اللهَ مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ، فَإِنَّهَا تَعْدِلُ لَكِ مِائَةَ رَقَبَةٍ تُعْتِقِينَهَا مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، وَاحْمَدِي اللهَ مِائَةَ تَحْمِيدَةٍ، تَعْدِلُ لَكِ مِائَةَ فَرَسٍ مُسْرَجَةٍ مُلْجَمَةٍ تَحْمِلِينَ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ، وَكَبِّرِي اللهَ مِائَةَ تَكْبِيرَةٍ، فَإِنَّهَا تَعْدِلُ لَكِ مِائَةَ بَدَنَةٍ مُقَلَّدَةٍ مُتَقَبَّلَةٍ، وَهَلِّلِي اللهَ مِائَةَ تَهْلِيلَةٍ)) قَالَ ابْنُ خَلَفٍ: أَحْسِبُهُ قَالَ: ((تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَلَا يُرْفَعُ يَوْمَئِذٍ لِأَحَدٍ عَمَلٌ مِمَّا يَرْفَعُ لَكِ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِمِثْلِ مَا أَتَيْتِ بِهِ)) رواه أحمد وابن ماجة وصححه الألباني

"তুমি একশ'বার 'সুহা-নাল্লা-হ' পড়বে, এতে তুমি ইসমাঈলের বংশধরের একশ'জন দাস মুক্ত করার সমান সওয়াব লাভ করবে. একশ'বার 'আলহামদু লিল্লা-হ' পড়বে, এতে তুমি আল্লাহর রাস্তায় লাগাম ও জিন সহ একশ' ঘোড়া দান করার সমান নেকী পাবে. একশ'বার 'আল্লাহু আকবার' বলবে, এতে তোমার গৃহীত ও চিহ্নিত করা একশ' কুরবানী পশুর সমান সওয়াব হবে. আর একশ'বার 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হ পড়বে." ইবনে খালাফ বলেন, মনে হয় তিনি ﷺ বলেছেন, "এতে তোমার এত নেকী হবে যে, তা আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী মহাশূন্যকে ভরে দিবে. আর ঐ দিন তোমার চেয়ে উত্তম আমল অন্য কারো উঠানো হয় না. তবে যে তোমার মত (আমল) নিয়ে আসবে (তার কথা ভিন্ন)." (আহমদ, ইবনে মাজাহ, আল্লামা আলবানী এ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন. দ্রষ্টব্যঃ সাহীহুত্তারগীব অত্তারহীব ১৫৫৩) এ জন্য হাসান বাসরী (রহঃ)-এর অবস্থা এই ছিল যে, যখন তিনি লোকদের সাথে কথোপকথন থেকে অথবা অন্য কোন ব্যস্ততা থেকে মুক্ত থাকতেন, তখন খুব বেশী বেশী 'সুবহা-নাল্লাহিল আযীম' পড়তেন.

চতুর্দশ আমলঃ এমন সব আমল যার সম্পাদনকারীকে প্রচুর সওয়াব দেওয়ার ওয়াদা করা হয়েছে কুরআনে

মহান আল্লাহ তাঁর মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে সৎকর্মশীল মু'মিন বান্দাদেরকে কিয়ামতের দিন প্রচুর নেকী ও মহাপুরস্কার দেওয়ার অঙ্গীকার করেছেন. যেমন, তিনি বলেন,

﴿وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ (المائدة:٩)

অর্থাৎ, "যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে, আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তাদের জন্য ক্ষমা এবং মহাপুরস্কার আছে." (সূরা মায়েদা ৯) তিনি আরো বলেন,

﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً كَبِيراً﴾ (الاسراء:٩)

অর্থাৎ, "নিশ্চয় এ কুরআন এমন পথনির্দেশ করে, যা সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সৎকর্মপরায়ণ বিশ্বাসীদেরকে সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার." (সূরা ইসরা ৯) আবূ হুরাইরা ﷺ বলেন, মহান আল্লাহ নেকীকে বিশ লাখ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেন. অতঃপর তিনি (নিম্নের) আয়াত তেলাঅত করলেন,

﴿إِنَّ اللهَ لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْراً عَظِيماً﴾ (النساء:٤٠)

অর্থাৎ, "নিশ্চয় আল্লাহ অণু পরিমাণও যুলুম করেন না এবং তা পুণ্যকার্য হলে, আল্লাহ তাকে বহুগুণে বর্ধিত করেন এবং আল্লাহ তাঁর নিকট হতে মহাপুরস্কার প্রদান করেন." (সূরা নিসা ৪০) তিনি (আবূ হুরাইরা ﷺ) বলেন, আল্লাহর এই, 'মহাপুরস্কার'-এর সংখ্যা কে নির্ণয় করতে পারবে?

সাইয়েদ কুতুব (রহঃ) আল্লাহর এই ﴿وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً﴾ "আর যে আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার পূর্ণ করে, তিনি তাকে মহা পুরস্কার দেন." বাণী প্রসঙ্গে বলেন, 'মহাপুরস্কার' অনির্দিষ্ট, না তা বিশ্লেষণ করা যাবে, আর না নির্দিষ্ট করা যাবে. তা এমন নেকী যার সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন, মহাপুরস্কার. অতএব, তা আল্লাহর হিসাবে এবং দাঁড়িপাল্লায় মহান. এটা দুনিয়াবাসীর অনুমানের অনেক ঊর্ধ্বে. কারণ, এদের জ্ঞান স্বল্প, সীমিত এবং ধ্বংসশীল. (ফী যিলালিল কুরআন ৬/৩৩২০) এই ধরনের কিছু আমল মহান আল্লাহ তাঁর কুরআনে উল্লেখ করেছেন, তার করার প্রতি প্রেরণা দান করার লক্ষ্যে. আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে, যে আমলগুলির সওয়াব অনেক বেশী ও যার পুরস্কার অতীব মহান, তা খুব বেশী বেশী আমল করারই যোগ্য. কারণ, তার ওজনও দাঁড়িপাল্লায় ভারী হবে. এই আমলগুলি হল নিম্নরূপ,

(১) আল্লাহ, তাঁর কিতাবসমূহ ও শেষ দিবসের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْراً عَظِيماً﴾ (النساء:١٦٢)

অর্থাৎ, "কিন্তু তাদের মধ্যে যারা জ্ঞানপক্ব তারা ও বিশ্বাসীগণ তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তাতে এবং তোমার পূর্বে যা

অবতীর্ণ করা হয়েছে তাতেও বিশ্বাস করে এবং যারা নামায যথাযথভাবে পড়ে, যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে, অচিরে তাদেরকেই আমি মহা পুরস্কার দান করব." (সূরা নিসা ১৬২) মানুষের মধ্যে আল্লাহ, আখেরাত এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আনীত শরীয়তের উপর বিশ্বাসের পরিমাণ অনুপাতে তার ওজন দাঁড়িপাল্লায় ভারী হবে. তার শারীরিক গঠন অনুপাতে নয়. তাই অনেক হাল্কা-পাতলা মানুষের ওজন দাঁড়িপাল্লায় ভারী হবে. পক্ষান্তরে অনেক হৃষ্টপুষ্ট মানুষের ওজন ভারী হবে না. কারণ, পাতলা মানুষটার আল্লাহর প্রতি ঈমান বলিষ্ঠ ছিল. আর দ্বিতীয় লোকটির কিছুই ঈমান ছিল না. আবূ হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((إِنَّهُ لَيَأْتِي الرَّجُلُ الْعَظِيمُ السَّمِينُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَزِنُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ، اقْرَءُوا: ﴿فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا﴾ رواه البخاري ومسلم ٢٧٨٥-٤٧٢٩

অর্থাৎ, "কিয়ামতের মাঠে হৃষ্টপুষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত হবে কিন্তু আল্লার কাছে তার ওজন মশার ডানার বরাবরও হবে না. তোমরা পড়ে নাও 'কিয়ামতের দিন আমি ওদের জন্য কোন ওজন স্থাপন করব না." (বুখারী৪৭২৯, মুসলিম২৭৮৫) অনুরূপ পূর্বে উল্লিখিত ইবনে মাসঊদ ﷺর পাতলা নলা সম্পর্কীয় ঘটনাটা দাঁড়িপাল্লায় ঈমান অনুপাতে ওজন ভারী হওয়ার দ্বিতীয় দলীল.

নবী ও রাসূলদের পর উম্মতের মধ্যে আবূ বাকার ﷺর সবার

শ্রেষ্ঠ হওয়ার রহস্যও এটাই যে, তাঁর ঈমান এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আনীত শরীয়তের উপর বিশ্বাস অতি দৃঢ় ছিল. সে বিশ্বাসে কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছিল না. নবী করীম ﷺ তাঁকে 'সিদ্দীক্ব' (সত্যবাদী) উপাধি দান করেন. কারণ, তিনি নবী করীম ﷺ-এর মেরাজ ঘটনাকে তাঁর মুখ থেকে শুনার পূর্বেই সত্যায়ন করেছিলেন.

(২) সাদক্বা করা, ভাল কাজের আদেশ দেওয়া এবং মানুষের মাঝে সদ্ভাব প্রতিষ্ঠা করা

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً﴾

(النساء:١١٤)

অর্থাৎ, "তাদের অধিকাংশ গুপ্ত পরামর্শে কোন কল্যাণ নেই, তবে যে (তার পরামর্শে) দান খয়রাত, সৎকাজ ও মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপনের নির্দেশ দেয় (তাতে কল্যাণ আছে). আর আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আকাঙ্ক্ষায় যে ঐরূপ করবে তাকে আমি মহা পুরস্কার দান করব." (সূরা নিসা ১১৪)

সাদক্বার ফযীলতের কথা সপ্তম আমলে বিবৃত হয়েছে. আর ভালো কাজের আদেশ এমন এক কাজ যাতে সমস্ত নেকীর কাজ শামিল থাকে. ডাঃ আব্দুল আযীয আল-মাসঊদ বলেন, শরীয়ত যেসব কাজের নির্দেশ দিয়েছে, সেই সমস্ত কাজকে ভালো কাজ বলা

হয়. তাতে তা আক্বীদা সম্পর্কীয় হোক অথবা কথা ও কাজ সম্পর্কীয় হোক কিংবা ওয়াজিব ও মুস্তাহাব সম্পর্কীয় কোন স্বীকারোক্তি হোক. (আল-আম্‌রু বিলমা'রূফ অন্নাহী আনিল মুনকার ১/৪৭)

ইমাম যোহরী (রহঃ) বলেন, এমন জিনিস খুব বেশী বেশী কর, যা করলে আগুন স্পর্শ করবে না. জিজ্ঞাসা করা হল, কি সে জিনিস? বললেন, ভালো কাজের আদেশ. (হিলয়াতুল আউলিয়া ৩/৩৭১)

আর মানুষের মাঝে মীমাংসা করা সম্পর্কে নবী করীম ﷺ বলেছেন যে, তার সওয়াব নফল রোযা, নামায এবং সাদক্বা করার সওয়াবের চেয়েও উত্তম. যেমন, আব্দুদ্দারদা ﷺ থেকে বর্ণিত. তিনি বলেনে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: صَلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ، فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ)) رواه أحمد والترمذي

অর্থাৎ, "আমি কি তোমাদেরকে এমন কাজের কথা বলে দেব না, যে কাজের মর্যাদা রোযা, নামায এবং সাদক্বার চেয়েও উত্তম? লোকেরা বলল, অবশ্যই বলুন. তিনি বললেন, তা হল মানুষের মাঝে সদ্ভাব কায়েম করা. কারণ, মানুষের মাঝে ঝগড়া ও ফ্যাসাদ সৃষ্টি করা হল ধ্বংসকারী জিনিস." (আহমদ, তিরমিযী, আল্লামা আলবানী হাদীসটি সহীহ বলেছেন. দ্রষ্টব্যঃ সহীহ সুনানে তিরমিযী ২৫০৮)

আবূ আইয়ূব ﷺ থেকে বর্ণিত. তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, হে আবূ আইয়ূব! তোমাকে কি এমন সাদক্বার কথা বলে দেব না, যা আল্লাহর নিকট অতি প্রিয়? তা হল, মানুষের মাঝে যখন শত্রুতা ও বিবাদ সৃষ্টি হয়, তখন তাদের মাঝে সদ্ভাব কায়েম করে দিও." (ত্বাবরানী, আল্লামা আলবানী হাদীসটি হাসান বলেছেন. দ্রষ্টব্যঃ সাহীহু- ত্তারগীব অত্তারহীব ২৮২০) আর আনাস ﷺ বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ আবূ আইয়ূবকে বললেন, "আমি কি তোমাকে একটি ব্যবসার কথা বলে দেব না? তিনি বললেন, অবশ্যই বলুন. তখন রাসূল ﷺ বললেন, মানুষদের জুড়ে দিও, যখন তারা একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়. আর তাদেরকে আপসে মিলিয়ে দিও, যখন তারা একে অপর থেকে দূরে সরে যায়." (বাযযার, আল্লামা আলবানী হাদীসটি হাসান বলেছেন. দ্রষ্টব্যঃ সাহীহুত্তারগীব অত্তারহীব ২৮১৮) আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ﷺ বর্ণিত. তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন, "সব থেকে উত্তম সাদক্বা হল, মানুষের মাঝে সদ্ভাব কায়েম করে দেওয়া." (ত্বাবরানী, আল্লামা আলবানী হাদীসটি সহীহ বলেছেন. দ্রষ্টব্যঃ সাহীহু- ত্তারগীব অত্তারহীব ২৮১৭)

(৩) আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা পূরণ করা

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللهَ يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً﴾

(الفتح:١٠)

অর্থাৎ, "নিশ্চয় যারা তোমার কাছে বায়আত গ্রহণ করে, তারা তো আল্লাহরই নিকট বায়আত গ্রহণ করে. আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর. সুতরাং যে তা ভঙ্গ করে, তা ভঙ্গ করার পরিণাম তাকেই ভোগ করতে হবে এবং যে আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করে, তিনি তাকে মহা পুরস্কার দেন." (সূরা ফাত্হ ১০)

এই আয়াত সাহাবীদের প্রশংসায় এবং তাঁদেরকে এ জ্ঞাত করানোর জন্য অবতীর্ণ হয় যে, তাঁরা 'বায়আতুর রিযওয়ানে' রাসূল ﷺ-এর সাহায্য করার মহান আল্লাহর সাথে যে অঙ্গীকার করেছিল, সে অঙ্গীকার পূর্ণ করার বিনিময়ে আল্লাহ তাঁদেরকে মহাপুরস্কার দান করবেন. অনুরূপ এ মহান আয়াত প্রত্যেক ব্যক্তিকে সুসংবাদ দেয় যে, যে-ই আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করবে, সে-ই আল্লাহ চাহে তো প্রচুর সওয়াব লাভ করবে.

মুসলিমের উচিত আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকারের সম্মান করা. অনুরূপ মানুষের সাথে কৃত ওয়াদাও রক্ষা করা. কারণ, মানুষের মাঝে আঙ্গীকারসমূহের সম্মান সংগৃহীত হয় আল্লাহর অঙ্গীকার থেকেই যাকে আমরা আমাদের অঙ্গীকারের উপর সাক্ষী বানাই. আর আমরা কিয়ামতের দিন আমাদের অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হব. যেমন, আল্লাহ বলেন,

﴿ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً ﴾ (الاسراء:٣٤)

অর্থাৎ, "আর প্রতিশ্রুতি পালন করো; নিশ্চয়ই প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে." (সূরা ইসরা ৩৪)

(৪) আল্লাহকে না দেখেও ভয় করা

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ (الملك:١٢)

অর্থাৎ, "যারা না দেখেও তাদের প্রতিপালককে ভয় করে, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার." (সূরা মুল্‌ক ১২)

নবী করীম ﷺ আল্লাহর কাছে খুব বেশী বেশী এই প্রার্থনা করতেন যে, তিনি যেন তাঁকে না দেখে ভয় করার তাওফীক্ব লাভ করেন.

মহান আল্লাহ কখনো বান্দাকে পরীক্ষা করেন. তাই তার জন্য পাপের মাধ্যমগুলো সহজ করে দেন. তিনি দেখতে চান যে, বান্দা তাঁকে গোপনে ভয় করে কি না. অতএব, নির্জনে ও লোকচক্ষুর আগোচরে থাকার সময় ধোঁকা না খেয়ে সব সময় তাঁকে ভয় করুন ও তাঁকে পর্যবেক্ষক বলে মনে রাখুন. হুদাইবিয়ার সময় সাহাবীদের যাত্রা পথে একটি জংলী গাধা ও পাখী দেখা দিল আর তাঁরা তখন ইহরাম অবস্থায় ছিলেন, তাই কেউ সেই শিকারের উপর আক্রমণ করল না, যা তাদের হাত ও বর্শার নাগালে এসে গেছিল. আর এটা কেবল আল্লাহর ভয়ে ও মহাপুরস্কার লাভের আশায়. মহান আল্লাহ বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

(المائدة:٩٤)

অর্থাৎ, "হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের হাত ও বর্শা দ্বারা যা শিকার করা যায় তার কিছু দ্বারা আল্লাহ তোমাদেরকে (ইহরাম অবস্থায়) পরীক্ষা করবেন. যাতে আল্লাহ অবহিত হন, কে তাঁকে না দেখেও ভয় করে.

সুতরাং এরপর কেউ সীমালংঘন করলে, তার জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে." (সূরা মায়েদা ৯৪)

খেয়াল করুন, যখন আপনি মানুষ থেকে ও আপনার পরিবারের লোকজনদের থেকে দূরে কোথাও অবস্থান করবেন, সেখানে কোন পাপের কাজ যদি আপনার সামনে এসে যায়, আপনি তখন কি করবেন? তা কি আপনি করে বসবেন, না কি সেই সত্তার নিকট মহাপুরস্কার লাভের কথা স্মরণ ক'রে তা থেকে দূরে থাকবেন, যার কাছে কোন কিছুই গোপন থাকে না? এটাই হল আল্লাহকে না দেখে ভয় করা.

(৫) আল্লাহর আনুগত্য করা, সত্য বলা, ধৈর্য ধরা ও বিনয়ী হওয়া, হারাম থকে লজ্জাস্থানের সংরক্ষণ করা এবং খুব বেশী বেশী আল্লাহর যিক্‌র করা

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ

وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللهَ كَثِيراً وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللهَ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً﴾ (الأحزاب:٣٥)

অর্থাৎ, "নিশ্চয়ই আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম) পুরুষ ও আত্মসম- র্পণকারী (মুসলিম) নারী, বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসী নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীলা নারী, বিনীত পুরুষ ও বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীলা নারী, রোযা পালনকারী পুরুষ ও রোযা পালনকারী নারী, যৌনাঙ্গ হিফাযতকারী (সংযমী) পুরুষ ও যৌনাঙ্গ হিফাযতকারী (সংযমী) নারী, আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী নারী--এদের জন্য আল্লাহ ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান রেখেছেন." (সূরা আহযাব ৩৫)

(৬) তাহাজ্জুদের নামায পড়া

আবূ সাঈদ খুদরী এবং আবূ হুরাইরা থেকে বর্ণিত. তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((مَنْ اسْتَيْقَظَ مِنْ اللَّيْلِ وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَصَلَّيَا رَكْعَتَيْنِ جَمِيعًا كُتِبَا مِنْ الذَّاكِرِينَ اللهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ)) رواه أبوداود وابن ماجة وقد صححه الألباني

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি রাতে উঠে এবং তার স্ত্রীকে জাগিয়ে তারা উভয়েই নামায পড়ে, তাদের উভয়কেই আল্লাহকে অধিক

স্মরণকারী পুরুষ ও অধিক স্মরণকারী নারীদের তালিকাভুক্ত করা হবে." (আবূ দাউদ, তিরমিযী, আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন. দ্রষ্টব্যঃ সহীহ সুনানে আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ ১৪৫১- ১৩৩৫)

আর পূর্বের আয়াত থেকে জানা গেল যে, আল্লাহকে অধিক স্মরণ- কারীর জন্য লিখে দেওয়া হয় মহাপুরস্কার.

(৭) রাসূল ﷺ-এর নিকট কণ্ঠস্বর নিচু করা

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ (الحجرات:٣)

অর্থাৎ, "যারা আল্লাহর রাসূলের সামনে নিজেদের কণ্ঠস্বর নীচু করে, আল্লাহ তাদের অন্তরকে আল্লাহ-ভীরুতার জন্য পরীক্ষা করেছেন. তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার." (সূরা হুজরাত ৩)

ইমাম কুরতুবী (রহঃ) আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনুল আরাবীর কথা নকল ক'রে বলেন, মৃত্যুর পরেও নবীর সম্মান করা জীবিত অবস্থায় তাঁর সম্মান করার মতনই. আর তাঁর বলা উদ্ধৃতিগুলির মর্যাদা তাঁর মৃত্যুর পরও তাঁর থেকে শুনা বাক্যগুলির মতনই. কাজেই যখন তাঁর বাক্য পড়া হবে, তখন কণ্ঠস্বর নীচু করা এবং তা থেকে বিমুখ না হওয়া উপস্থিত সকলের উপর ওয়াজিব হবে. যেমন এটা (জীবিত অবস্থায়) অত্যাবশ্যক ছিল তাঁর মজলিসে কথা বলার

সময়. যুগ যুগ অতিবাহিত হয়ে গেলেও যে তাঁর সম্মান সব সময় বজায় রাখতে হয় এ ব্যাপারে সতর্ক ক'রে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ (لأعراف:٢٠٤)

অর্থাৎ, "যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তোমরা মনোযোগ সহকারে তা শ্রবণ কর এবং নিশ্চুপ হয়ে থাক; যাতে তোমাদের প্রতি দয়া করা হয়." (সূরা আ'রাফ২০৪) আর তাঁর (নবীর) কথাও অহীর মত. কুরআনের মত তাতে আছে বহু জ্ঞান-বিজ্ঞান.

(৮) আল্লাহর পথে জিহাদ করা

জিহাদ জান, মাল ও জবান দ্বারা করা হয়.

(ক) জান দিয়ে জিহাদ করা

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً ﴾ (النساء:٧٤)

অর্থাৎ, "অতএব যারা পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবনকে বিক্রয় করে, তাদের আল্লাহর পথে সংগ্রাম করা উচিত. বস্তুতঃ যে আল্লাহর পথে সংগ্রাম করবে, অতঃপর সে নিহত হবে অথবা বিজয়ী, আমি তাকে শীঘ্রই মহা পুরস্কার দান করব." (সূরা আ'রাফ ৭৪)

আর আবূ হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত. তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূ- লুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, আমাকে এমন আমলের কথা বলে দিন যার সওয়াব জিহাদের সমান. তখন তিনি ﷺ বললেন,

((لاَ أَجِدُهُ)) قَالَ : ((هَلْ تَسْتَطِيعُ إِذَا خَرَجَ الْمُجَاهِدُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَكَ فَتَقُوْمَ وَلاَ تَفْتُرَ ، وَتَصُومَ وَلاَ تُفْطِرَ)) ؟ فَقَالَ : وَمَنْ يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ ؟! رواه البخاري ومسلم ٢٧٨٥-١٨٧٨

"এ রকম কোন আমল তো আমি পাচ্ছি না (যার সওয়াব জিহাদের সমান). তারপর তিনি বললেন, তুমি কি এরূপ করতে পারবে যে, মুজাহিদ যখন বের হয়ে যাবে তখন থেকে তুমি মসজিদে ঢুকে অক্লান্তভাবে নামাযে নিমগ্ন হবে এবং অবিরাম রোযা রাখবে. সে বলল, ও কাজ কে করতে পারবে? (বুখারী ২৭৮৫-মুসলিম ১৮৭৮)

মুজাহিদের সমুদ্রপথে জিহাদের সওয়াব স্থলপথে জিহাদের সওয়াবের দশগুণ বেশী. যেমন, আব্দুল্লাহ ইবনে আম্র ইবনে আ'স ﷺ থেকে বর্ণিত. নবী করীম ﷺ বলেছেন,

((غَزْوَةٌ فِي الْبَحْرِ مِثْلُ عَشْرِ غَزَوَاتٍ فِي الْبَرِّ، وَمَنْ أَجَازَ الْبَحْرَ فَكَأَنَّمَا أَجَازَ الأَوْدِيَةَ كُلَّهَا، وَالمَائِدُ فِيْهِ كَالْمُتَشَحِّطِ فِي دَمِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ سُبْحَانَهُ)) رواه ابن ماجة وقد صححه الألباني

অর্থাৎ, "সমুদ্রপথে একবার জিহাদ করা স্থলপথে দশবার জিহাদ করার সমান. যে সমুদ্র পাড়ি দেয়, সে যে বহু উপত্যকা পাড়ি দেয়. আর যার (সমুদ্রের সফরের কারণে) মাথা চক্কর দিয়ে উঠে, সে আল্লাহর পথে রক্তে রঞ্জিত ব্যক্তির মত." (ইবনে মাজাহ, আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন. দ্রষ্টব্যঃ সহীহ সুনানে ইবনে মাজাহ ২৭৭৭)

আর সীমান্ত পাহারায় রত থাকা অবস্থায় মৃত্যু হওয়া এমন আমল, যার সওয়াবকে মহান আল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত বর্ধিত করতে থাকেন. যেমন, সালমান ﷺ থেকে বর্ণিত. তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন,

((رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ، وَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ، وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، وَأَمِنَ الْفَتَّانَ)) رواه البخاري ومسلم ١٩١٣-٢٨٩٢

অর্থাৎ, "একদিন ও একরাত সীমান্ত প্রহরায় রত থাকা, একমাস ধরে (নফল) রোযা পালন তথা (নফল) নামায পড়া অপেক্ষা উত্তম. আর যদি ঐ অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে, তাহলে তাতে ঐ সব কাজের প্রতিদান দেওয়া হবে, যা সে পূর্বে করত এবং তার বিশেষ রুযী চালু করে দেওয়া হবে এবং তাকে (কবরের) ফিৎনা ও বিভিন্ন পরীক্ষা হতে মুক্ত রাখা হবে." (বুখারী ২৮৯২, মুসলিম ১৯১৩) অনুরূপ ফুযালা ইবনে উবায়েদ ﷺ থেকে বর্ণিত. নবী করীম ﷺ বলেছেন,

((كُلُّ مَيِّتٍ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ، إِلَّا الَّذِي مَاتَ مُرَابِطًا فِي سَبِيلِ اللهِ، فَإِنَّهُ يُنْمَى لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَيَأْمَنُ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ)) وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ((الْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ)) رواه أحمد والترمذي وأبوداود وقد صححه الألباني

অর্থাৎ, "প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির আমলের সওয়াব (তার মৃত্যুর সাথে সাথেই) বন্ধ করে দেওয়া হয়. তবে যে আল্লাহর রাস্তায় সীমান্ত পাহারা রত অবস্থায় মারা যায় (তার কথা ভিন্ন). তার আমলের সওয়াব কিয়ামত পর্যন্ত বর্ধিত হতে থাকবে এবং সে কবরের ফিতনা থেকে রক্ষা পাবে." বর্ণনাকারী বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺকে এ কথাও বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, "মুজাহিদ হল সেই, যে নিজের নাফসের বিরুদ্ধে জিহাদ করে." (আহমদ, তিরমিযী, আবূ দাউদ, আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন. দ্রষ্টব্যঃ সহীহ সুনানে তিরমিযী ও আবূ দাউদ ১৬২১,২৫০০)

(খ) মাল দ্বারা জিহাদ করা

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿آمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ (الحديد:٧)

অর্থাৎ, "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর এবং আল্লাহ তোমাদেরকে যা কিছুর উত্তরাধিকারী করেছেন, তা হতে ব্যয় কর. তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করে ও ব্যয় করে, তাদের জন্য আছে মহাপুরস্কার." (সূরা হাদীদ ৭) আর আল্লাহর পথে ব্যয়কারীর সওয়াব সাতশ' পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়. যেমন, খুরায়ইম ইবনে ফাতিক ﷺ থেকে বর্ণিত. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ اللهِ كُتِبَتْ لَـهُ بِسَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ)) رواه الترمذي والنسائي وصححه الألباني

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় কোন কিছু ব্যয় করে, তার (নেকীর খাতায়) সাতশ' পর্যন্ত নেকী লিপিবদ্ধ করে দেওয়া হয়." (তিরমিযী, নাসায়ী, আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন. দ্রষ্টব্যঃ সহীহ সুনানে তিরমিযী ও নাসায়ী ১৬২৮, ৩১৮৬) আর যায়েদ ইবনে খালিদ ﷺ থেকে বর্ণিত. নবী করীম ﷺ বলেছেন,

((مَنْ جَهَّزَ غَازِياً فِي سَبِيلِ اللهِ فَقَدْ غَزَا، وَمَنْ خَلَفَ غَازِياً فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا)). متفقٌ عَلَيْهِ

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে যোদ্ধা প্রস্তুত করে দিল, সে আসলে স্বয়ং যুদ্ধ করল. আর যে ব্যক্তি কোন যোদ্ধার পরিবারের দেখাশুনা করার জন্য তার প্রতিনিধিত্ব করল, সে আসলে স্বয়ং যুদ্ধ করল." (বুখারী ২৮৪৩, মুসলিম ১৮৯৫) উক্ত বর্ণনাকারী থেকেই বর্ণিত. নবী করীম ﷺ বলেছেন,

((مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِ الْغَازِي شَيْئًا)) رواه ابن ماجة وصححه الألباني

অর্থাৎ, " যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে যোদ্ধা প্রস্তুত করে, সেও তার (যোদ্ধার) মত সওয়াব পায়. তবে যোদ্ধার সওয়াব থেকে কোন কিছু কম করা হয় না." (ইবনে মাজাহ, আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন. দ্রষ্টব্যঃ সহীহ সুনানে ইবনে মাজাহ ২৭৫৯)

(গ) জবান দ্বারা জিহাদ করা

কা'ব ইবনে মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত. তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! মহান আল্লাহ কবিতা সম্পর্কে যা অবতীর্ণ করার তা তো করেছেন. তখন তিনি ﷺ বললেন,

((إِنَّ الْمُؤْمِنَ يُجَاهِدُ بِسَيْفِهِ وَلِسَانِهِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَكَأَنَّ مَا تَرْمُونَهُمْ بِهِ نَضْحُ النَّبْلِ)) رواه أحمد وابن حبان وصححه الألباني

অর্থাৎ, "মু'মিন তার তরবারি ও জবান দ্বারা জিহাদ করে. সেই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ, জবান দিয়ে তাদেরকে যে আক্রমণ তোমরা কর তা তীর দিয়ে মারার মতনই." (আহমদ, ইবনে হিব্বান, আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন. দ্রষ্টব্যঃ সহীহ মাওয়ারিদুল যামআন ১৬৯৪) আর আনাস ইবনে মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত. নবী করীম ﷺ বলেছেন,

((جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ)) رواه أحمد و أبوداود وصححه الألباني

অর্থাৎ, "তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর তোমাদের জান, মাল ও জবান দ্বারা." (আহমদ, আবূ দাউদ, আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন. দ্রষ্টব্যঃ সহীহ সুনানে আবূ দাউদ ২৫০৪)

পঞ্চদশ আমলঃ ধৈর্য ধরা

এটাই আল্লাহর কৌশলগত দিকের দাবী যে, দুনিয়ার অবস্থা সব সময় স্বচ্ছ-সুন্দর থাকতে পারে না. তাই যে দুনিয়ার বিপদাপদে আল্লাহর নিমিত্ত ধৈর্য ধারণ করে, তাকে আল্লাহ অপরিমিত সওয়াব দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন. যেমন, তিনি বলেন,

﴿قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [الزُّمر:١٠]

অর্থাৎ, "ঘোষণা করে দাও (আমার এ কথা), হে আমার বিশ্বাসী দাসগণ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর. যারা এ পৃথিবীতে কল্যাণকর কাজ করে, তাদের জন্য আছে কল্যাণ. আর আল্লাহর পৃথিবী প্রশস্ত. ধৈর্যশীলদেরকে তো অপরিমিত পুরস্কার দেওয়া হবে."

আর ধৈর্য আল্লাহ আনুগত্যের কাজে ধরতে হয়, তাঁর অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকতে ধরতে হয় এবং তাঁর নির্ধারিত বেদনাদায়ক ভাগ্যের উপরও ধরতে হয়.

(ক) আল্লাহর আনুগত্যের কাজে ধৈর্য ধরা

আল্লাহর আনুগত্যের কাজে ধৈর্য বান্দার নেকীর পাল্লাকে ভারী করবে. যেমন, রোযা রাখা অবস্থায় ক্ষুধার কষ্ট সহ্য করা. অতএব, রোযা হল ধৈর্যের প্রকারসমূহের শ্রেষ্ঠতম প্রকার. এটা হল আল্লাহর আনুগত্যের কাজে ধৈর্য ধরা এবং তাঁর অবাধ্যতা না করতে ধৈর্য ধরা. এই জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ রমযানের মাসকে ধৈর্যের মাস বলেছেন. যেমন, আবূ হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত. তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন,

((صَوْمُ شَهْرِ الصَّبْرِ وَصَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صَوْمُ الدَّهْرِ)) رواه أحمد وأبو داود وقد صححه الألباني

অর্থাৎ, "ধৈর্যের মাসের রোযা এবং প্রত্যেক মাসে তিনটি করে রোযা রাখলে তা পুরো বছরের রোযার সমান হয়ে যায়." (আহমদ, আবূ দাউদ, আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন. দ্রষ্টব্যঃ সাহীহুল জামে ৩৮০৩)

আল্লাহর আনুগত্যে ধৈর্য ধরার সওয়াব বান্দার উপর আপতিত অবস্থা ও পরিস্থিতি অনুপাতে ভিন্ন ভিন্ন হবে. কখনো দাঁড়িপাল্লায় ধৈর্যের সওয়াব বর্ধিত হয়ে ৫০জন শহীদের সমান হবে. যেমন,

ফিতনার সময় যখন দ্বীন অপরিচিত হয়ে যায় এবং দ্বীনের সাহায্যকারী কেউ থাকে না, তখন ধৈর্য ধরা. তাই আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ ﷺ থেকে বর্ণিত. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমাদের পশ্চাতে ধৈর্যের এমন যুগ আসবে, যখন দ্বীনের উপর অবিচল অনড় ব্যক্তি ৫০জন শহীদের সওয়াব পাবে." (আহমদ, নাসায়ী আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন. দ্রষ্টব্যঃ সাহীহুল জামে ১৬৫)

(খ) হারাম প্রবৃত্তি ত্যাগ করতে ধৈর্য ধরা

হারাম প্রবৃত্তি ত্যাগ করতে ধৈর্য ধরা এমন কাজ যা বান্দার নেকীর পাল্লাকে ভারী করবে. যেমন, নিজেকে ব্যভিচারে পতিত হওয়া থেকে রক্ষা করা. মহান আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন যে, যে এ কাজ করতে পারবে, সে আল্লাহর পক্ষ হতে বিরাট সওয়াব লাভ করবে. যেমন, তিনি বলেন,

﴿وَالحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب:٣٥]

অর্থাৎ, "যৌনাঙ্গ হিফাযতকারী (সংযমী) পুরুষ ও যৌনাঙ্গ হিফাযত- কারী (সংযমী) নারী, আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী নারী--এদের জন্য আল্লাহ ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান রেখেছেন." (সূরা আহযাব ৩৫) সাহল ইবনে সা'দ আস্সায়েদী ﷺ থেকে বর্ণিত. নবী করীম ﷺ বলেছেন,

((مَنْ تَوَكَّلَ لِي مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ وَمَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ تَوَكَّلْتُ لَهُ بِالْجَنَّةِ)) رواه البخاري

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি আমার জন্য তার দুই পায়ের ও দুই চোয়ালের মধ্যবর্তী জিনিসের জামিন হবে, আমি তার জন্য জান্নাতের জামিন হব." (বুখারী ৬৮০৭)

(গ) আল্লাহর নির্ধারিত বেদনাদায়ক ভাগ্যের উপর ধৈর্য ধরা

মহান আল্লাহর নির্ধারিত বেদনাদায়ক ভাগ্যের উপর ধৈর্য বান্দার নেকীর পাল্লাকে অনেক ভারী করবে. যেমন, মু'মিনের স্বীয় সন্তানের মৃত্যুতে ধৈর্য ধরা. সাওবান থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে. নবী করীম ﷺ বলেছেন,

((بَخٍ بَخٍ لِخَمْسٍ مَا أَثْقَلَهُنَّ فِي الْمِيزَانِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ للهِ وَاللهُ أَكْبَرُ، وَالْوَلَدُ الصَّالِحُ يُتَوَفَّى فَيَحْتَسِبُهُ وَالِدُهُ)) رواه أحمد والنسائي وصححه الألباني

অর্থাৎ, "বাঃ! বাঃ! পাঁচটি জিনিস দাঁড়িপাল্লায় কতনা ভারী হবে. (আর তা হল,) লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হ অ সুবহা-নাল্লা-হ অলহামদুলিল্লা-হ অল্লাহু আকবার এবং যে নেক সন্তান মারা গেলে তার পিতা নেকীর আশায় ধৈর্য ধরে." (আহমদ, নাসায়ী, আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন. দ্রষ্টব্যঃ সাহীত্তারগীব

অত্তারহীব ২০০৯) আর যেমন, অনুরূপ বিপদগ্রস্ত লোকদের ধৈর্য ধরা. জাবির ﷺ থেকে বর্ণিত. নবী করীম ﷺ বলেছেন,

((يَوَدُّ أَهْلُ الْعَافِيَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِينَ يُعْطَى أَهْلُ الْبَلَاءِ الثَّوَابَ، لَوْ أَنَّ جُلُودَهُمْ كَانَتْ قُرِضَتْ فِي الدُّنْيَا بِالْمَقَارِيضِ)) رواه الترمذي وصححه الألباني

অর্থাৎ, "সুস্থ-সবল লোকেরা কিয়ামতের দিন যখন বিপদপ্রস্ত লোক- দেরকে প্রচুর সওয়াব লাভ করতে দেখবে, তখন তারা এটাই কামনা করবে যে, যদি দুনিয়াতে তাদের চামড়াগুলি কাঁচি দিয়ে কাটা হত (তাহলে ভালো হত)." (তিরমিযী, আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন. দ্রষ্টব্যঃ সহীহ সুনানে তিরমিযী ২৪০২) অপর এক বর্ণনায় এসেছে, "কিয়ামতের দিন সুস্থ-সবল লোকেরা বিপদগ্রস্ত লোকদের সওয়াব দেখে চাইবে যে, তাদের চামড়াগুলি কাঁচি দিয়ে কাটা হলেই ভালো হত." (তিরমিযী, আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন.)

মু'মিন ও কাফেরের ধৈর্যের মধ্যে পার্থক্য হল, মু'মিন ধৈর্য ধরে স্বীয় প্রতিপালকের নিকট সওয়াব পাওয়ার আশায়. এ জন্যই নবী করীম ﷺ তাঁর কন্যা যয়নাবকে ধৈর্য ধরার এবং সওয়াবের আশা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, যখন তিনি (যয়নাব) তাঁকে (নবী করীম ﷺকে) খবর দিয়েছিলেন যে, তাঁর কোন এক ছেলে মৃত্যুমুখে পতিত. যেমন, উসামা ইবনে যায়েদ ﷺ থেকে বর্ণিত. তিনি বলেন,

((كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ إِحْدَى بَنَاتِهِ تَدْعُوهُ وَتُخْبِرُهُ أَنَّ صَبِيًّا لَهَا أَوْ ابْنًا لَهَا فِي الْمَوْتِ، فَقَالَ لِلرَّسُولِ:: ارْجِعْ إِلَيْهَا فَأَخْبِرْهَا أَنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى فَمُرْهَا فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ)) رواه البخاري ومسلم

আমরা নবী করীম ﷺ নিকট ছিলাম. এ সময় তাঁর কোন কন্যা সংবাদ পাঠাল যে, তার ছেলের মর মর অবস্থা. তিনি সংবাদ বাহককে বললেন, তুমি তার কাছে ফিরে যাও এবং তাকে বল, আল্লাহ তাআলা যা নিয়েছেন তা তাঁরই এবং যা দিয়েছেন তাও তাঁরই. আর তাঁর কাছে প্রতিটি জিনিসের এক নির্দিষ্ট সময় আছে. অতএব, সে যেন ধৈর্য ধারণ করে এবং সওয়াবের আশা রাখে." (বুখারী ১২৮৪, মুসলিম ৯২৩) যে সওয়াবের আশা করে না, তাকে নবী করীম এই বলে সতর্ক করেছেন যে, "যে সওয়াবের আশা করে না, সে কোন নেকী পায় না." (সাহীহুল জামে' ৭১৬৪) অর্থাৎ, যে তার আমলের দ্বারা আল্লাহর নির্দেশ পালনের নিয়ত এবং তাঁর নৈকট্য লাভের আশা করে না, তার কোন সওয়াব হয় না.

ষোড়শ আমলঃ সেইসব নেক আমল যার সওয়াব আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার সমান

পূর্বে এ কথা বিবৃত হয়েছে যে, আল্লাহর পথে জিহাদ করা এমন আমল, যা দাঁড়িপাল্লা ভারী করবে. তবে আল্লাহরই প্রশংসা যে, কিছু নেক আমল এমনও রয়েছে, যার সওয়াব জিহাদের সওয়াবের

সমান. তার থেকে ১৪টি আমল (পাঠকের সামনে) তুলে ধরব ইনশাআল্লাহ. ইবনে হাজার (রহঃ) বলেন, সৎ নিয়তের গুণে অথবা জিহাদ সমতুল্য কিছু নেক আমলের কারণে এমন ব্যক্তিও মুজাহিদের মর্যাদা লাভ করবে, যে মুজাহিদ নয়. কারণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ (সকলকেই জান্নাতুল ফিরদাউসের জন্য প্রার্থনা করতে বলেছেন, তাদেরকে এ কথা জানিয়ে দেওয়ার পর যে, তা মুজাহিদদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে.) (ফাতহুল বারী ৬/ ১৬)

(নিম্নে কিছু এমন আমল তুলে ধরা হচ্ছে যার সওয়াব জিহাদের সমান)

(১) বিধবা ও মিসকীনদের অভাব দূর করার চেষ্টা করা

আবূ হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত. তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالمِسْكِينِ، كَالمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ كالقَائِمِ اللَّيْلَ الصَّائِمِ النَّهَارِ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

অর্থাৎ, "বিধবা ও মিসকীনদের অভাব দূর করার চেষ্টারত ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর সমতুল্য. অথবা রাতে নফল নামায আদায়কারীর মত ও দিনের রোযাদারের মত." (বুখারী ৫৩৫৩, মুসলিম ২৯৮২) কোন বিধবার খেদমত করার ব্যাপারটা খুবই সহজ. আপনার কোন ফুফু অথবা খালা বা দাদীই বিধবা থাকতে পারে. অতএব, সামান্য কাজের বিনিময়ে যে প্রচুর সওয়াব রয়েছে, তা থেকে নিজেকে বঞ্চিত করবেন না.

(২) যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশকে নেক কাজ করা

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((مَا مِنْ أَيَّامٍ ، العَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الأَيَّام)) يعني أَيَّامَ العَشرِ . قَالُوا : يَا رَسُولَ الله ، وَلاَ الجِهَادُ فِي سَبِيلِ الله ؟ قَالَ : ((وَلاَ الجِهَادُ فِي سَبِيلِ الله ، إِلاَّ رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ ، فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيءٍ)). رواه البخاري ومسلم ٢٨٤٣-١٨٩٥

অর্থাৎ, "এই দিনগুলির (অর্থাৎ, যুল হিজ্জার প্রথম দশ দিনের) তুলনায় এমন কোন দিন নেই, যাতে কোন সৎকর্ম করা আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়. লোকেরা বলল, আল্লাহর পথে জিহাদও নয় কি? তিনি বললেন, আল্লাহর পথে জিহাদও নয়. তবে কোন (মুজাহিদ) ব্যক্তি যদি তার জান-মালসহ বের হয়ে যায় এবং তার কোন কিছুই নিয়ে আর ফিরে না আসে (অর্থাৎ শাহাদত বরণ করে তাহলে হয়তো তার সমান হতে পারে." (বুখারী ২৮৪৩, মুসলিম ৩২৪) আর বায়হাক্বী শরীফের বর্ণনায় এসেছে. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে আমল যুল হিজ্জার প্রথম দশকে করা হয়, আল্লাহর নিকট তার চেয়ে অধিক পবিত্র এবং বেশী সওয়াব বিশিষ্ট অন্য কোন আমল নেই. বলা হল, আল্লাহর পথে জিহাদও নয় কি? তিনি বললেন, আল্লাহর পথে জিহাদও নয়. তবে কোন (মুজাহিদ) ব্যক্তি যদি তার জান মালসহ বের হয়ে যায় এবং তার কোন কিছুই নিয়ে আর ফিরে না আসে (তার সমান হতে পারবে না)."

(৩) নামাযকে তার নির্ধারিত সময় থেকে বিলম্ব না করা

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ ﷺ থেকে বর্ণিত. তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, কোন্ আমল আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়? তিনি উত্তরে বললেন,

((الصَّلاةُ عَلَى وَقْتِهَا)) ، قُلْتُ : ثُمَّ أيٌّ ؟ قَالَ : ((بِرُّ الوَالِدَيْنِ)) ، قُلْتُ : ثُمَّ أيٌّ ؟ قَالَ : ((الجِهَادُ في سبيلِ الله)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ ٥٢٧-٨٥

অর্থাৎ, "যথা সময়ে নামায আদায় করা. আমি বললাম, তারপর কোন্টি? তিনি বললেন, পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করা. আমি বললাম, তারপর কোন্টি? তিনি বললেন, আল্লাহ পথে জিহাদ করা." (বুখারী ৫২৭, মুসলিম ৮৫) লক্ষ্য করুন, এখানে নবী করীম ﷺ নামায ও পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করাকে জিহাদের আগে উল্লেখ করেছেন. অতএব, এ দু'টির সওয়াব যে প্রচুর সে ব্যাপারে সতর্ক থাকা উচিত. আর এই নামাযের সওয়াব দাঁড়িপাল্লায় তখনই বর্ধিত হবে, যখন তা মসজিদে গিয়ে জামাআতের সাথে আদায় করা হবে. যেমন, আবূ হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "ইমামের সাথে নামায আদায় করার সওয়াব একাকী পড়ার চেয়ে ২৫গুণ বেশী." (বুখারী ৪৭৭, মুসলিম ৬৪৯)

ইমাম যোহ্রী (রহঃ) এমন এক ব্যক্তির পিছনে নামায পড়তেন, যে নামাযে ভুল করত. তাই তিনি বলতেন, যদি জামাআতে নামায পড়া একা পড়ার চেয়ে বেশী বৈশিষ্ট্যপূর্ণ না হত, তবে আমি এই লোকের পিছনে নামায পড়তাম না. (হিলয়াতুল আউলিয়া

৩/৩৬৪) অনুরূপ জামাআতে নামাযের সওয়াব তত বেশী হবে, যত বেশী মুসাল্লীদের সংখ্যা হবে.

হাদীস থেকে জানা যায় যে, মানুষের কোন একজনের সাথে নামায পড়া তার একা পড়ার চেয়ে অধিক সওয়াব. আর তার দু'জনের সাথে নামায পড়ার সওয়াব একজনের সাথে পড়ার চেয়ে বেশী. এইভাবে যত মুসাল্লীদের সংখ্যা বেশী হবে আল্লাহর কাছে তত প্রিয়." অনুরূপ এই নামায যদি মক্কায় হারাম শরীফে পড়া হয়, তবে তার সওয়াব আরো বেশী হবে. অন্যান্য মসজিদের তুলনায় মক্কার হারাম শরীফে এর সওয়াব হবে এক লাখ নামাযের চেয়ে উত্তম. মসজিদে নববীতে এর সওয়াব হবে এক হাজার নামাযের চেয়ে উত্তম. যেমন, জাবির ﷺ থেকে বর্ণিত. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ، إِلَّا المَسْجِدَ الحَرَامَ، وَصَلاَةٌ فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِئَةِ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاه)) رواه البخاري ومسلم ١١٩٠-١٣٩٤

অর্থাৎ, "আমার মসজিদে (মসজিদ নববীতে) একটি নামাযের সওয়াব মসজিদে হারাম ব্যতীত অন্যান্য মসজিদের তুলনায় এক হাজার নামাযের চেয়েও উত্তম. আর হারাম শরীফে একটি নামাযের সওয়াব অন্যান্য মসজিদের তুলনায় এক লাখ নামাযের চেয়ে শ্রেয়." (বুখারী ১১৯০, মুসলিম ১৩৯৪)

(৪) এক নামাযের পর পরবর্তী নামাযের জন্য অপেক্ষা করা

আনাস ইবনে মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((ألا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟)) قَالُوا : بَلَى ، يَا رَسُولَ الله ، قَالَ : ((إِسْبَاغُ الوُضُوءِ عَلَى المَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الخُطَا إِلَى المَسَاجِدِ ، وَانْتِظَارُ الصَّلاةِ بَعْدَ الصَّلاةِ فَذلِكُمُ الرِّبَاطُ، فَذلِكُمُ الرِّبَاطُ))

رواه مسلم ٢٥١

অর্থাৎ, "আমি কি তোমাদেরকে এমন কাজ বলে দেব না, যার দ্বারা আল্লাহ তাআলা পাপসমূহকে নিশ্চিহ্ন করে দেন এবং মর্যাদা বর্ধন করেন? সাহাবাগণ বললেন, অবশ্যই বলুন, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, কষ্টের সময় পূর্ণরূপে ওযু করা, মসজিদের দিকে বেশী বেশী পদক্ষেপ করা (অর্থাৎ দূর থেকে আসা) এবং এক নামাযের পর দ্বিতীয় নামাযের জন্য অপেক্ষা করা. সুতরাং এই হল (নেকী ও সওয়াবে) সীমান্ত পাহারা দেওয়ার মত. (মুসলিম ২৫১)

আর এক নামাযের পর পরবর্তী নামাযের জন্য অপেক্ষা করার সব চেয়ে সহজ সময় যাতে কোন কষ্ট পেতে হয় না, মাগরিব ও এশার মধ্যেকার সময়.

(৫) পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা

আবূ হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত. তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-এর নিকট এসে জিহাদ করার অনুমতি চাইল. তিনি ﷺ তখন তাকে বললেন,

((أَحَيٌّ وَالِداكَ ؟)) قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ: ((فَفيهِمَا فَجَاهِدْ))رواه البخاري ومسلم ٣٠٠٤-٢٥٤٩

অর্থাৎ, "তোমার পিতা-মাতা কি জীবিত আছে? সে বলল, জী হ্যাঁ. তিনি বললেন, তাহলে তুমি তাদের (সেবা করার) মাধ্যমে জিহাদ কর." (বুখারী ৩০০৪, মুসলিম ২৫৪৯)

এক ব্যক্তি ইবনে আব্বাস ﷺ-এর নিকট এসে বলল, আমি একটি মহিলাকে বিবাহের প্রস্তাব দিলে সে আমাকে বিয়ে করতে অস্বীকার করে. অতঃপর অন্য কেউ তাকে বিবাহের প্রস্তাব দিলে সে তাকে বিয়ে করতে পছন্দ করে. এতে আমার আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগে এবং আমি তাকে হত্যা করে ফেলি. এখন আমার কি তাওবা করার কোন পথ আছে? ইবনে আব্বাস বললেন, তোমার মা জীবিত আছে কি? সে বলল, না. ইবনে আব্বাস বললেন, তুমি মহান আল্লাহর নিকট তাওবা কর এবং তোমার সাধ্যমত সাদক্বা কর. আত্বা ইবনে ইসার বলেন, আমি ইবনে আব্বাসের নিকট গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম যে, আপনি ওর মা জীবিত আছে কিনা এ কথা কেন জিজ্ঞাসা করলেন? তিনি উত্তরে বললেন, আমি এমন কোন আমল জানি না, যা আল্লাহর নিকট মায়ের সাথে সদ্ব্যহারের চেয়েও অধিক প্রিয়. (সাহী আদাবুল মুফরাদ ৪)

পিতা-মাতার মৃত্যুর পর যাদের সাথে তাদের মৈত্রী সম্পর্ক ছিল তা অক্ষুণ্ণ রাখাও তাদের সাথে সদ্ব্যবহারের অন্তর্ভুক্ত জিনিস. যেমন, আব্দুল্লাহ ইবনে দীনার আব্দুল্লাহ ﷺ ইবনে উমার ﷺ থেকে

বর্ণনা ক'রে বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "পিতার বন্ধুর সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা সবচেয়ে বড় নেকী." (মুসলিম ২৫৫২)

আর আবূ বুরদা ﷺ থেকে বর্ণিত. তিনি বলেন, আমি মদীনা এলে আমার নিকট আব্দুল্লাহ ইবনে উমার এসে বললেন, জানেন আমি আপনার নিকট কেন এসেছি? আমি বললাম, না. তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "যে তার পিতার কবরে যাওয়ার পরও তার সাথে সম্পর্ক রাখতে চায়, সে যেন তার (মৃত্যুর) পর তার ভাইদের সাথে সুসম্পর্ক রাখে. আর উমার ﷺ-এর পিতা ও তোমার পিতার মাঝে ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্ব ছিল. তাই আমি সেটা অক্ষুণ্ণ রাখতে চাই. (ইবনে হিব্বান, আল্লামা আলবানী বর্ণনাটিকে হাসান বলেছেন. দ্রষ্টব্যঃ সাহীহুত্তারগীব অত্তারহীব ১২০৬) হে সন্তানের দল! আমাদের উচিত পিতা-মাতার আত্মীয়-স্বজন এবং তাদের বন্ধু-বান্ধবদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার প্রতি যত্নবান হওয়া.

(৬) যাকাত আদায়ের কাজে নিয়োজিত থাকা

রাফে' ইবনে খাদীজ ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((الْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ كَالْغَازِي فِي سَبِيلِ اللهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ))

رواه أحمد والترمذي

অর্থাৎ, "সততার সাথে সাদক্বার (আদায়ের) কাজে নিয়োজিত ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর পথে মুজাহিদ মত গণ্য হবে,

যতক্ষণ না সে বাড়ি ফিরে এসেছে.” (আহমদ, তিরমিযী, আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন. দ্রষ্টব্যঃ সহীহ সুনানে তিরমিযী ৬৪৫)

(৭) নিজের সংযমশীলতা বজায় রাখার লক্ষ্যে এবং পরিবারের দেখাশুনা ও পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার জন্য উপার্জন করা

কা’ব ইবনে উজরা ﷺ থেকে বর্ণিত. তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-এর পাশ দিয়ে পেরিয়ে গেল. তাঁর সাহাবীরা লোকটির চামড়া ও অবস্থা যা দেখল তা তাদের কাছে ভালো লাগল না. তাই তাঁরা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! যদি এ আল্লাহর পথে (জিহাদে) বের হত (তাহলে ভালো হত). রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন বললেন, “এ যদি তার ছোট ছেলে-মেয়ের জন্য উপার্জন করতে বের হয়ে থাকে, তবে সে আল্লাহর পথেই আছে. আর যদি সে তার বৃদ্ধ পিতা-মাতার জন্য উপার্জন করতে বের হয়ে থাকে, তবুও সে আল্লাহর পথে আছে. অনুরূপ সে যদি নিজেকে পবিত্র রাখার জন্য উপার্জনে বের হয়ে থাকে, তাহলে সে আল্লাহর পথেই আছে. আর যদি সে লোককে দেখানো ও গর্ব করার জন্য উপার্জনে বের হয়ে থাকে, তবে সে শয়তানের পথে আছে.” (ত্বাবরানী, আল্লামা সুয়ূত্বী হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন. দ্রষ্টব্যঃ জামে’ সাগীর ২৬৬৯) আমাদের খুবই প্রয়োজন হল, কোন কাজে ও চাকরীতে যাওয়ার সময় সৎ নিয়ত অন্তরে পোষণ করা. তাহলে তা আল্লাহর পথে আনুগত্যের কাজ গণ্য হবে এবং তার সওয়াবের আশা করা যাবে.

(৮) জ্ঞানার্জন করা

আনাস ইবনে মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত. নবী করীম ﷺ বলেছেন,

((مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ كَانَ فِي سَبِيلِ اللهِ حَتَّى يَرْجِعَ)) رواه الترمذي وصححه الألباني

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জন করার জন্য (বাড়ি থেকে বের হয়ে) কোথাও যায়, সে ফিরে না আসা পর্যন্ত আল্লাহর পথেই থাকে." (তিরমিযী, আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন. দ্রষ্টব্যঃ সহীহ সুনানে তিরমিযী ২৬৪৭)

হুযাইফা ইবেন ইয়ামান ﷺ থেকে বর্ণিত. নবী করীম ﷺ বলেছেন, "ইলমের ফযীলত আমার নিকট ইবাদতের ফযীলতের চেয়ে বেশী প্রিয়. আর তোমাদের দ্বীনের উত্তম জিনিস হল, পরহেযগারী." (হাকিম, ত্বাবরানী, আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন. দ্রষ্টব্যঃ সাহী- হুল জামে' ৬১৮৪)

(৯) হজ্জ ও উমরা আদায় করা

উম্মে মা'ক্বাল (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "অবশ্যই হজ্জ ও উমরা আল্লাহর পথের (জিহাদের) অন্তর্ভুক্ত. আর নিশ্চয় রমযান মাসে উমরা হজ্জের সমান." (ইবনে খুযাইমা, আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন. দ্রষ্টব্যঃ সাহীহুল জামে' ১৫৯৯) আর শিফা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-এর নিকট একে বলল, আমি আল্লাহর পথে জিহাদ করতে চাই. তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "আমি কি তোমাকে এমন জিহাদের কথা বলে দিব না, যাতে কোন

কাঁটা (যুদ্ধ) নেই? তা হল, বায়তুল্লাহ শরীফের হজ্জ করা." (ত্বাবরানী, আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন. দ্রষ্টব্যঃ সাহীহুল জামে' ২৬১১) আর হুসাইন ইবনে আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বলল, আমি ভীরু ও দুর্বল. তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "এমন জিহাদে যাও যাতে কাঁটা নেই. (আর তা হল,) হজ্জ করা." (ত্বাবরানী, আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন. দ্রষ্টব্যঃ সাহীহুল জামে' ৭০৪৪) সুতরাং আমরা যারা কাঁটা-কষ্টের জিহাদ করতে পারিনি, তার পরিবর্তে এই জিহাদের প্রতি আমাদের যত্নবান হওয়া উচিত. আর এতে আমাদের নিয়ত সৎ হলে তা গৃহীত হজ্জের সমান হবে.

(১০) ফিৎনার যামানায় সুন্নতকে আঁকড়ে ধড়া

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ ﷺ থেকে বর্ণিত. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমাদের পশ্চাতে ধৈর্যের এমন যুগ আসবে যে, তখন দ্বীনের উপর অবিচল অনড় ব্যক্তি ৫০জন শহীদের সওয়াব পাবে." (আহমদ, নাসায়ী আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন. দ্রষ্টব্যঃ সাহীহুল জামে ১৬৫)

(১১) প্রত্যেক নামাযের পর 'সুবহা-নাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ' ও 'আল্লাহু আক' পাঠ করা

নবী করীম ﷺ গরীব শ্রেণীর সাহাবীদেরকে প্রত্যেক নামাযের পর পঠনীয় কিছু যিক্‌র শিখিয়ে দেন. যাতে তাঁরা সাদক্বা ও জিহাদকারী ধনী সাহাবীদেরকে (নেকীতে) অতিক্রম করতে পারেন. যেমন,

আবূ হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত. তিনি বলেন, গরীব সাহাবীরা নবী করীম ﷺ-এর কাছে এসে বললেন,

ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالدَّرَجَاتِ العُلَى، وَالنَّعِيمِ المُقِيمِ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَلَهُمْ فَضْلٌ مِنْ أَمْوَالٍ ، يَحُجُّونَ ، وَيَعْتَمِرُونَ ، وَيُجَاهِدُونَ، وَيَتَصَدَّقُونَ . فَقَالَ : ((أَلاَ أُعَلِّمُكُمْ شَيْئاً تُدْرِكُونَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ ، وَتَسْبِقُونَ بِهِ مَنْ بَعْدَكُمْ ، وَلاَ يَكُونُ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْكُمْ إِلاَّ مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُمْ؟)) قَالُوا : بَلَى يَا رَسُولَ الله ، قَالَ : ((تُسَبِّحُونَ ، وَتَحْمَدُونَ ، وَتُكَبِّرُونَ ، خَلْفَ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاثاً وَثَلاثِينَ)) فَاخْتَلَفْنَا بَيْنَنَا فَقَالَ بَعْضُنَا: نُسَبِّحُ ثَلاَثاً وثَلاَثِيْنَ، ونَحْمد ثَلاَثاً وثَلاَثِيْنَ وَنُكَبِّرُ اَرْبعاً وثَلاَثِيْنَ، فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ: تَقُوْلُ: سُبْحَان الله ، وَالحَمْدُ لله، والله أَكْبَرُ ، حَتَّى يَكُونَ مِنهُنَّ كُلُّهُنَّ ثَلاثاً وَثَلاثِينَ. متفقٌ عَلَيْهِ

হে আল্লাহর রাসূল! ধনীরাই তো উঁচু উঁচু মর্যাদা ও চিরস্থায়ী সম্পদের অধিকারী হয়ে গেল. তারা নামায পড়ছে যেমন আমরা নামায পড়ছি, তারা রোযা রাখছে যেমন আমরা রাখছি. কিন্তু তাদের উদ্বৃত্ত মাল আছে, ফলে তারা হজ্জ করছে, উমরাহ করছে, জিহাদ করছে ও সাদক্বাহ করছে, (আর আমরা করতে পারছি না). এ কথা শুনে তিনি বললেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন জিনিস শিখিয়ে দেব না, যার দ্বারা তোমরা তোমাদের অগ্রবর্তীদের মর্যাদা লাভ করবে, তোমাদের পরবর্তীদের থেকে অগ্রবর্তী থাকবে এবং

তোমাদের মত কাজ যে করবে সে ছাড়া অন্য কেউ তোমাদের চাইতে শ্রেষ্ঠতর হতে পারবে না? তাঁরা বললেন, অবশ্যই হে আল্লাহর রাসূল! (আমাদেরকে তা শিখিয়ে দিন.) তিনি বললেন, প্রত্যেক (ফরয) নামাযের পরে ৩৩ বার তাসবীহ, তাহমীদ ও তাকবীর পাঠ করবে. অতঃপর আমাদের মাঝে (পড়ার পদ্ধতিকে নিয়ে) মতভেদ দেখা দিল. আমাদের কেউ কেউ বলল, ৩৩বার সুবহা-নাল্লা-হ, ৩৩বার আলহামদুলিল্লা-হ এবং ৩৪বার আল্লাহু আকবার পড়ব. (বর্ণনাকারী) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করতে গেলে তিনি বললেন, তোমরা বলবে, 'সুবহানাল্লাহ', 'আল্লাহু আকবার' ও 'আল-হামদু লিল্লাহ' বলবে. যেন প্রত্যেকটি বাক্য ৩৩ বার ক'রে হয়." (বুখারী ৮৪৩, মুসলিম ৫৯৫) কতনা উত্তম হবে আমাদের জন্য যদি আমরা আমাদের অবসর সময়কে এই যিক্‌রে লাগাই. এতে আমাদেরকে অতি স্বল্প সময়ই ব্যয় করতে হবে. চলুন, আমরা আমাদের অপেক্ষার মুহূর্তগুলিকে আল্লাহর নৈকট্য লাভের কাজে লাগাই.

(১২) ১০০বার আলহামদুলিল্লাহ' পড়া

মূসা ইবনে খালাফ বলেন, আসেম ইবনে বাহদালা তার পিতার সূত্রে আমাদের বর্ণনা করেছেন যে, উম্মে হানী বিনতে আবূ ত্বালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার কাছে এলে আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার এখন বয়স হয়েছে, আমি দুর্বল হয়ে গেছি. তাই আমাকে এমন আমল বলে দিন যা আমি বসে বসে করতে পারব. তখন তিনি ﷺ বললেন,

((سَبِّحِي اللهَ مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ، فَإِنَّهَا تَعْدِلُ لَكِ مِائَةَ رَقَبَةٍ تُعْتِقِينَهَا مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، وَاحْمَدِي اللهَ مِائَةَ تَحْمِيدَةٍ، تَعْدِلُ لَكِ مِائَةَ فَرَسٍ مُسْرَجَةٍ مُلْجَمَةٍ تَحْمِلِينَ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ، وَكَبِّرِي اللهَ مِائَةَ تَكْبِيرَةٍ، فَإِنَّهَا تَعْدِلُ لَكِ مِائَةَ بَدَنَةٍ مُقَلَّدَةٍ مُتَقَبَّلَةٍ، وَهَلِّلِي اللهَ مِائَةَ تَهْلِيلَةٍ)) قَالَ ابْنُ خَلَفٍ: أَحْسِبُهُ قَالَ: ((تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَلَا يُرْفَعُ يَوْمَئِذٍ لِأَحَدٍ عَمَلٌ مِمَّا يَرْفَعُ لَكِ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِمِثْلِ مَا أَتَيْتِ بِهِ)) رواه أحمد وابن ماجة وصححه الألباني

"তুমি একশ'বার 'সুহা-নাল্লা-হ' পড়বে, এতে তুমি ইসমাঈলের বংশধরের একশ'জন দাস মুক্ত করার সমান সওয়াব লাভ করবে. একশ'বার 'আলহামদু লিল্লা-হ' পড়বে, এতে তুমি আল্লাহর রাস্তায় লাগাম ও জিন সহ একশ' ঘোড়া দান করার সমান নেকী পাবে. একশ'বার 'আল্লাহু আকবার' বলবে, এতে তোমার গৃহীত ও চিহ্নিত করা একশ' কুরবানী পশুর সমান সওয়াব হবে. আর একশ'বার 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হ পড়বে." ইবনে খালাফ বলেন, মনে হয় তিনি ﷺ বলেছেন, "এতে তোমার এত নেকী হবে যে, তা আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী মহাশূন্যকে ভরে দেবে. আর ঐ দিন তোমার চেয়ে উত্তম আমল অন্য কারো উঠানো হয় না. তবে যে তোমার মত (আমল) নিয়ে আসবে (তার কথা ভিন্ন)." (আহমদ, ইবনে মাজাহ, আল্লামা আলবানী এ হাদীটিসকে সহীহ বলেছেন. দ্রষ্টব্যঃ সাহীহুত্তারগীব অত্তারহীব ১৫৫৩)

(১৩) আল্লাহর নিকট তাঁরই পথে শাহাদত কামনা করা

সাহল ইবনে হুনাইফ ﷺ হতে বর্ণিত. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((مَنْ سَأَلَ اللهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ، بَلَّغَهُ اللهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ، وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِه)) رواه مسلم ١٩٠٩

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি সত্য অন্তর নিয়ে আল্লাহর নিকট শাহাদত প্রার্থনা করবে, তাকে আল্লাহ তাআলা শহীদদের মর্যাদায় পৌঁছাবেন; যদিও তার মৃত্যু নিজ বিছানায় হয়." (মুসলিম ১৯০৯) ব্যাপার অতি সহজ. শুধু প্রয়োজন সত্য নিয়তের এবং কল্যাণকর কাজের জন্য অগ্রসর হওয়া, যদিও তা করতে সক্ষম না হয়. যেমন, আনাস ইবনে মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত. রাসূলুল্লাহ (তাবুকের যুদ্ধ থেকে ফিরার পথে মদীনার কাছাকাছি পৌঁছে বললেন,

((إِنَّ بِالمَدِينَةِ أَقْوَامًا مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا وَلَا قَطَعْتُمْ وَادِيًا إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَهُمْ بِالمَدِينَةِ قَالَ: وَهُمْ بِالمَدِينَةِ حَبَسَهُمْ الْعُذْرُ)) رواه البخاري ومسلم ٤٤٢٣-١٩١١

অর্থাৎ, "মদীনাতে কিছু লোক এমন আছে যে, তোমরা যত সফর করছ এবং যে কোন উপত্যকা অতিক্রম করছ, তারা তোমাদের সঙ্গে রয়েছে. সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তারা তো মদীনায়. তিনি বললেন, কোন ওজর তাদেরকে মদীনায় থাকতে বাধ্য করেছে." (বুখারী ৪৪২৩, মুসলিম ১৯১১)

এমন বিপদাপদ যাতে পতিত ব্যক্তিকে শহীদের সমান নেকী দেওয়া হয়

মহান আল্লাহ যেসব নিয়ামতের দ্বারা তাঁর মু'মিন বান্দাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, তার মধ্যে এটাও পড়ে যে, যেসব বিপদাপদ ও রোগ-বালার তারা শিকার হয়, সেগুলোকে তিনি তাদের পাপসমূহের জন্য কাফফারা এবং তাদের মর্যাদা বৃদ্ধির মাধ্যম বানিয়ে দেন, যদি তারা তাতে ধৈর্য ধরে. কোন কোন বিপদ তো এমন যে, তাতে পতিত ব্যক্তি শহীদের সওয়াব পায়. তবে এর অর্থ এই নয় যে, মু'মিন তা কামনা করবে, বরং তা থেকে সে আল্লাহর নিকট নিরাপত্তা চাইবে. সহীহ হাদীসের আলোকে যেসব বিপদে পতিত হওয়ার কারণে শহীদের মর্যাদা দেওয়া হয়, তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিপদের কথা নিম্নে বর্ণনা করা হচ্ছে,

(১) ত্বাউত (প্লেগ) রোগে মারা গেলে

জাবির ﷺ থেকে বর্ণিত. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((الْفَارُّ مِنْ الطَّاعُونِ كَالْفَارِّ مِنْ الزَّحْفِ، وَالصَّابِرُ فِيهِ كَالصَّابِرِ فِي الزَّحْفِ)) رواه أحمد وصححه الألباني

অর্থাৎ, "ত্বাঊন তথা প্লেইগ রোগ থেকে পলায়ন করা যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করার মত. আর যে তাতে ধৈর্য ধরবে, সে হবে যুদ্ধের ময়দানে ধৈর্য ধারণকারীর মত." (আহমদ, আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন. দ্রষ্টব্যঃ সাহীহুল জামে' ৪২৭৭)

(২) মাল রক্ষা করতে গিয়ে মারা গেলে

আব্দুল্লাহ ইবনে আম্‌র ইবনে আ'সা (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত. তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন,

((مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ)) رواه البخاري ومسلم ٢٤٨٠-١٤١

অর্থাৎ, "যে তার মাল রক্ষা করতে গিয়ে মারা যাবে, সে শহীদ গণ্য হবে." (বুখারী২৪৮০, মুসলিম১৪১) আম্‌র ইবনে আ'সা ﷺ থেকেই অপর এক বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ)) رواه أحمد والترمذي

অর্থাৎ, "কেউ যদি অন্যায়ভাবে অন্যের মাল কেড়ে নিতে চায়, আর সে যদি নিজের (মাল বাঁচানোর জন্য) তার সাথে লড়াই করতে গিয়ে মারা যায়, তাহলে সে শহীদ গণ্য হবে." (আহমদ, তিরমিযী, আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন. দ্রষ্টব্যঃ সহীহ সুনানে তিরমিযী ১৪২০)

(৩) জান, দ্বীন ও পরিবার রক্ষা করতে গিয়ে মারা গেলে

সাঈদ ইবনে যায়েদ ﷺ থেকে বর্ণিত. তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন,

((مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ)) رواه أحمد والترمذي وقد صححه الألباني

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি তার মাল-ধন রক্ষা করতে গিয়ে প্রাণ হারায় সে শহীদ. যে ব্যক্তি নিজ রক্ত (প্রাণ) রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয় সে শহীদ. যে তার দ্বীন রক্ষা করতে গিয়ে মারা যায় সে শহীদ এবং যে তার পরিবার রক্ষা করতে গিয়ে প্রাণ হারায় সেও শহীদ." (আহমদ, তিরমিযী আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন. দ্রষ্টব্যঃ সহীহ সুনানে তিরমিযী ১৪২১)

(৪) পুরিসি রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলে

উক্ববা ইবনে আমের ﷺ থেকে বর্ণিত. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((المَيِّتُ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيدٌ)) رواه أحمد وصححه الألباني

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি প্লুরিসি রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায় সে শহীদ গণ্য হয়." (আহমদ, আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন. দ্রষ্টব্যঃ সাহীহুল জামে' ৬৭৩৮) 'যাতুল জানাব' তথা প্লুরিসি এমন রোগ যা ঘা আকারে পেটের ভিতর হয় এবং ফেটে যাওয়ার কারণে মানুষ মারা যায়.

(৫) সমুদ্রে মাথা ও ডুবে মারা গেলে

উম্মে হারাম (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((المَائِدُ فِي الْبَحْرِ الَّذِي يُصِيبُهُ الْقَيْءُ لَهُ أَجْرُ شَهِيدٍ، وَالْغَرِقُ لَهُ أَجْرُ شَهِيدَيْنِ)) رواه أبوداود وقد صححه الألباني

অর্থাৎ, "সমুদ্রে যার মাথা চক্কর দিয়ে উঠে ও বমি হয়ে যায়, সে একজন শহীদের সমান নেকী পায়. আর যে তাতে ডুবে মারা যায়, সে দু'জন শহীদের সমান নেকী পায়." (আবূ দাউদ, আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন. দ্রষ্টব্যঃ সাহীহুল জামে' ৬৭৩৮) অর্থাৎ, কারো যদি যুদ্ধ, হজ্জ এবং দ্বীনি জ্ঞানার্জন বা ব্যবসা ইত্যাদি আল্লাহর আনুগত্যমূলক কাজে সমুদ্র সফর করতে গিয়ে মাথা ঘুরে উঠে, তাহলে সে একজন শহীদের সমান নেকী পাবে.

রাশিদ ইবনে হুবাইশ ﷺ থেকে বর্ণিত. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আল্লাহর পথে হত্যা হলে শহীদ হয়. ত্বাঊন রোগে মারা গেলে শহীদ হয়. ডুবে মারা গেলে শহীদ হয়. পেটের ব্যথায় মারা গেলে শহীদ হয়. আগুনে পুড়ে মারা গেলে শহীদ হয়. বৃষ্টির পানিতে ডুবে মারা গেলে শহীদ হয়. আর প্রসব করতে গিয়ে যে মা মারা যায়, তাকে তার সন্তান নাভি ধরে টেনে জান্নাতে নিয়ে যাবে." (আহমদ, আল্লামা সুয়ূত্বী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন. আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন. দ্রষ্টব্যঃ সাহীহুল জামে আস্সাগীর ৬১৭৭)

(৬) পেটের ব্যথা ও মাটি চাপা পড়ে মারা গেলে

আবূ হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ: المَطْعُونُ، وَالمَبْطُونُ، وَالْغَرِقُ، وَصَاحِبُ الْهَدْمِ، وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللهِ)) رواه البخاري ومسلم ٢٨٢٩-١٩١٤

অর্থাৎ, "(পারলৌকিক পুরস্কারে পুরস্কৃত হওয়ার দিক দিয়ে) শহীদ পাঁচ ধরনের; (১) প্লেইগরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত, (২) পেটের রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত, (৩) পানিতে ডুবে মৃত, (৪) মাটি চাপা পড়ে মৃত এবং (৫) আল্লাহর পথে থাকা অবস্থায় মৃত." (বুখারী ২৮২৯, মুসলিম ১৯১৪)

(৭) আগুনে পুড়ে, গর্ভাবস্থায় ও প্রসবোত্তর রক্তপাতে মারা গেলে

জাবির ইবনে আত্বীক ﷺ থেকে বর্ণিত. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((الشَّهَادَةُ سَبْعٌ سِوَى الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ الله، اَلْمَقْتُوْلُ فِي سَبِيلِ الله شَهِيدٌ، الْمَطْعُونُ شَهِيدٌ، وَالْغَرِقُ شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيدٌ، وَالْمَبْطُونُ شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ الْحَرِيقِ شَهِيدٌ، وَالَّذِي يَمُوتُ تَحْتَ الْهَدْمِ شَهِيدٌ، وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ شَهِيدٌ)) رواه أحمد وأبوداود وابن ماجة وصححه الألباني

অর্থাৎ, "(পারলৌকিক পুরস্কারে পুরস্কৃত হওয়ার দিক দিয়ে) আল্লাহর পথে শহীদ ছাড়াও আরো সাত ধরনের শহীদ রয়েছে. যথা, আল্লাহর পথে মারা গেলে শহীদ হয়. প্লেইগরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলে শহীদ হয়. পানিতে ডুবে মারা গেলে শহীদ হয়. প্লুরিসি রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলে শহীদ হয়. পেটের রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলে শহীদ হয়. আগুনে পুড়ে মারা গেলে শহীদ হয়. মাটি চাপা পড়ে মারা গেলে শহীদ হয় এবং যে মহিলা পেটে সন্তান ধারণ করা অবস্থায় মারা যায়, সেও শহীদ হয়." (আহমদ, আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ. আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে বলেছেন. দ্রষ্টব্যঃ সাহীহুল জামে ৩৭৩৯)

(৮) ক্ষয় রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলে

উবাদা ইবনে সামেত ﷺ থেকে বর্ণিত. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়, সে শহীদ." (নাসায়ী, আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন. দ্রষ্টব্যঃ সাহীহুল জামে ৪৪৪১)

ষপ্তদশ আমলঃ এমন সব আমল যা আল্লাহ ভালবাসেন

মাহাত্ম্যপূর্ণ বহু উত্তম আমল নবী করীম ﷺ উল্লেখ করেছেন. আর তিনি এ কথাও বলে দিয়েছেন যে, তা মহান আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় ও সব চেয়ে উত্তম আমল. এই ধরনের আমলগুলির প্রতি যত্নবান হওয়া ও খুব বেশী বেশী তা সম্পাদন করা উচিত. (নিম্নে এই পর্যায়ের কিছু আমল তুলে ধরা হচ্ছে,)

(১) মানুষের অন্তরে আনন্দ প্রবেশ করানো ও তাদের দুঃখ-কষ্ট দূর করা.

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত. নবী করীম ﷺ বলেছে, "মানুষের সব থেকে বেশী উপকারকারী ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট বেশী প্রিয়. আর আল্লাহর নিকট সব চেয়ে উত্তম কাজ হল, এমন আনন্দ যা তুমি কোন মুসলিমের অন্তরে প্রবেশ করিয়েছ কিংবা তার কোন কষ্ট দূর করেছ অথবা তার ঋণ পরিশোধ করে দিয়েছ বা তার ক্ষুধা নিবারণ করেছ. আমি যদি আমার কোন মুসলিম ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণের জন্য যাই, তাহলে এটা আমার নিকট মসজিদে এক মাস এতেকাফ করার থেকে শ্রেয়. আর যে তার

রাগ করা থেকে বিরত থাকবে, আল্লাহ তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন. ক্রোধকে কার্যকরী করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যে তা দমন করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার অন্তরকে সন্তুষ্টি দ্বারা ভরে দেবেন. যে তার কোন মুসলিম ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণ করার জন্য তার সাথে যায় এবং তা পূরণ করে, আল্লাহ সেইদিন তার কদমকে সুদৃঢ় রাখবেন, যেদিন পায়ের পদস্খলন ঘটার সম্ভাবনা বেশী থাকবে. আর নোংরা চরিত্র আমলকে ঐভাবে নষ্ট করে দেয়, যেভাবে সিরকা মধুকে নষ্ট করে দেয়." (ত্বাবরানী, আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন. দ্রষ্টব্যঃ সাহীহুল জামে' ১৭৬)

ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকেই বর্ণিত. নবী করীম ﷺ বলেছেন, "মু'মিনের অন্তরে আনন্দ দান করা, তার ঋণ পরিশোধ করে দেওয়া, তার প্রয়োজন পূরণ করা এবং তার দুঃখ-কষ্ট দূর করা হল উত্তম আমলের অন্তর্ভুক্ত." (বায়হাক্বী, আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন. দ্রষ্টব্যঃ সাহীহুল জামে' ৫৮৯৭)

(২) মানুষদের কষ্ট না দেওয়া

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ ﷺ থেকে বর্ণিত. তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, হে আল্লাহর রাসূল! কোন্ আমল সব চেয়ে উত্তম? তিনি বললেন, "সঠিক সময়ে নামায আদায় করা. আমি বললাম, তারপর কোন্টা হে আল্লাহর রাসূল!? তিনি বললেন, মানুষের তোমার জিভের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ

থাকা." (ত্বাবরানী, আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন. দ্রষ্টব্যঃ সাহীত্তারগীব অত্তারহীব ২৮৯৭)

আবূ মুসা ﷺ থেকে বর্ণিত. তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! ইসলামের কোন্ জিনিসটি সর্বাধিক শ্রেয়? তিনি বললেন, "যার জিভ ও হাত (অনিষ্ট) থেকে সকল মুসলমান নিরাপদ থাকে (সেই হল প্রকৃত মুসলিম)." (বুখারী ১১, মুসলিম ৪২)

(৩) অন্তরকে যুলুম এবং হিংসা-বিদ্বেষ থেকে পরিষ্কার করা

আব্দুল্লাহ ইবনে আম্র ﷺ থেকে বর্ণিত. তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺকে জিজ্ঞাসা করা হল, সর্বোত্তম মানুষ কে? তিনি বললেন,

((كُلُّ مَخْمُومِ الْقَلْبِ، صَدُوقِ اللِّسَانِ، قَالُوا: صَدُوقُ اللِّسَانِ نَعْرِفُهُ. فَمَا مَخْمُومُ الْقَلْبِ؟ قَالَ هُوَ التَّقِيُّ النَّقِيُّ لَا إِثْمَ فِيهِ وَلَا بَغْيَ وَلَا غِلَّ وَلَا حَسَدَ))

رواه ابن ماجة ٤٢١٦

অর্থাৎ, "প্রত্যেক পরিষ্কার অন্তরের এবং সত্য জবানের অধিকারী ব্যক্তি (হল সর্বোত্তম). সাহাবাগণ বললেন, সত্য জবানের অধিকারীকে তো আমরা জানি, কিন্তু পরিষ্কার অন্তরের অধিকারী কাকে বলা হয়? তিনি বললেন, সে এমন আল্লাহভীরু ও পবিত্র ব্যক্তি যার অন্তরে না কোন পাপ থাকে, না সীমালঙ্ঘনমূলক জিনিস, আর না হিংসা ও বিদ্বেষ." (ইবনে মাজাহ, আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন. দ্রষ্টব্যঃ সহীহ সুনানে ইবনে মাজাহ ৪২১৬)

(৪) যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তুমি তার সাথে সম্পর্ক জুড়ো, যে তোমাকে বঞ্চিত করে তুমি তাকে দাও এবং প্রতিশোধ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাক

উক্ববা ইবনে আমরে ﷺ থেকে বর্ণিত. তিনি বলেন, অতঃপর আবার একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হলে আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! উত্তম আমল সম্পর্কে আমাকে বলে দিন. তিনি বললেন, "হে উক্ববা! যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, তুমি তার সাথে জোড়ার চেষ্টা কর. আর যে তোমাকে বঞ্চিত করে তুমি তাকে দাও. যে তোমার প্রতি যুলুম করেছে, তুমি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও. (আহমদ, আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন. দ্রষ্টব্যঃ সাহী- হুত্তারগীব অত্তারহীব ২৫৩৬)

(৫) জবানকে সব সময় আল্লাহর যিক্‌র ও তাঁর গুণকীর্তনে ভিজিয়ে রাখ

মালিক ইবনে ইউখামির (রহঃ) বলেন, মুআয ইবনে জাবাল ﷺ তাদেরকে বলেছেন, যে শেষ কথাটি আমার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে হয়েছে তা হল এই যে, আমি তাঁকে বললাম, কোন্ আমল আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয়? (উত্তরে) তিনি বললেন, "তুমি যখন মরবে, তখন তোমার জবান যেন আল্লাহর যিক্‌রে ভিজে থাকে." (ইবনে হিব্বান, আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন. দ্রষ্টব্যঃ সাহী- হুত্তারগীব অত্তারহীব ১৪৯২)

সামুরা ইবনে জুন্দুব ﷺ থেকে বর্ণিত. তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللهِ أَرْبَعٌ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ للهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ))

অর্থাৎ, "আল্লাহর নিকট অধিকতর প্রিয় বাক্য চারটি. (আর তা হল,) 'সুবহা-নাল্লা-হ, আলহামদুলিল্লা-হ, অলা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হ অল্লাহু আকবার. এগুলির যে কোনটি দিয়ে তুমি শুরু কর, তাতে তোমার কোন ক্ষতি হবে না." (মুসলিম ২ ১৩৭)

আবূ যার ﷺ থেকে বর্ণিত. তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺকে বললাম, আমাকে কিছু উপদেশ দিন, তিনি তখন বললেন, "তুমি কোন মন্দ কাজ করে ফেললে, সঙ্গে সঙ্গে ভালো কাজ কর, তাহলে তা মন্দ কাজকে মিটিয়ে দেবে." তিনি বলেন, আমি আবার বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' কি ভালো কর্মসমূহের আওতায় পড়ে? তিনি বললেন, "তা (লা-ইলাহা - ইল্লাল্লাহ) তো উত্তম কর্মসমূহের অন্যতম কর্ম." (আহমদ, আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন. দ্রষ্টব্যঃ সাহীহুত্তারগীব অত্তারহীব ৩ ১৬২) আসলেই 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' হচ্ছে ঈমানের সর্বোচ্চ শাখা.

আবূ উমাম বাহেলী ﷺ থেকে বর্ণিত. তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((مَنْ هَالَهُ اللَّيْلُ أَن يَكَابِدَهُ، أَوْ بَخِلَ بَالمَالِ أَن يُنْفِقَهُ أَوْ جَبَنَ عَنِ العَدُوِّ أَن يُقَاتِلَهُ فَلْيُكْثِرْ مِنْ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، فَإِنَّهَا أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ جَبَلِ ذَهْبٍ يُنْفِقُهُ فِي سَبِيْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ)) رواه الطبراني وقد صححه الألباني

অর্থাৎ, "যে রাতের ভয়ে কোন কষ্ট করতে পারে না অথবা যে মালের ব্যাপারে কৃপণ হওয়ার কারণে তা ব্যয় করতে পারে না কিংবা ভীরু হওয়ার কারণে শত্রুর সাথে লড়তে পারে না, সে যেন বেশী বেশী করে 'সুবহা-নাল্লাহি অবিহামদিহি' পড়ে. কারণ, তা মহান আল্লাহর নিকট এক পাহাড় সোনা ব্যয় করার চেয়েও অধিক প্রিয়." (ত্বাবরানী, আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন. দ্রষ্টব্যঃ সাহীহুত্তারগীব অত্তারহীব ১৫৪১)

আবূ যার গিফারী ﷺ থেকে বর্ণিত. তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (আমাকে)বলেন,

((أَلَا أُخْبِرُكَ بِأَحَبِّ الْكَلَامِ إِلَى اللهِ؟ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَخْبِرْنِي بِأَحَبِّ الْكَلَامِ إِلَى اللهِ، فَقَالَ إِنَّ أَحَبَّ الْكَلَامِ إِلَى اللهِ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ)) رواه مسلم ٢٧٣١

"তোমাকে কি এমন বাক্যের কথা বলে দেব না, যা আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয়? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন বাক্য অবশ্যই বলে দিন, যা আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয়? তখন তিনি ﷺ বললেন, আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় বাক্য হল, 'সুবহা-নাল্লা-হি অবিহামদিহি'." (মুসলিম ২৭৩১) আবূ যার থেকেই অন্য বর্ণনায় এসেছে. নবী করীম ﷺ বলেছেন, "আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় বাক্য হল, 'সুবহা-নাল্লা-হি লা-শারীকালাহু লাহুল মুল্কু অলাহুল হামদু অ হুয়া আ'লা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর

অলা হাউলা অলা কুওয়াতা ইল্লা-বিল্লা-হ সুবহা-নাল্লা-হি অবিহামদিহ'. (অর্থঃ আল্লাহ পাক ও পবিত্র. তাঁর কোন শরীক নেই. রাজত্ব এবং সমস্ত প্রশংসা তাঁরই. তিনি প্রতিটি জিনিসের উপর সর্বশক্তিমান. আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত না কেউ ভালো কাজ করতে পারে, আর না মন্দ কাজ হতে বাঁচতে পারে. আমি তাঁর প্রশংসা সহ তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা দিচ্ছি.) (সাহী আদাবুল মুফরাদ ৪৯৬)

ইমরান ইবনে হুসাইন ﷺ থেকে বর্ণিত. নবী করীম ﷺ বলেছেন, "আল্লাহর সর্বাধিক প্রশংসাকারী বান্দারাই কিয়ামতের দিন সর্বোত্তম ও সবার থেকে শ্রেষ্ঠ হবে." (ত্বাবরানী, আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন. দ্রষ্টব্যঃ সাহীহুল জামে' ১৫৭১)

দাঁড়িপাল্লায় ভারী হবে এমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু যিক্র-আযকার চতুর্দশ আমলে বিবৃত হয়েছে. সেই যিক্রগুলি দ্বারা পুরো দিনটা আপনি আপনার জবানকে ভিজিয়ে রাখুন.

মুহাম্মাদ আল-কুরাযী (রহঃ) বলেন, যদি যিক্র ত্যাগ করার অনুমতি কারো জন্য থাকত, তবে এ অনুমতি যাকারিয়া ﷺ লাভ করতেন. (তাঁর ব্যাপারে) মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزاً وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيراً ﴾ (آل عمران: ٤١)

অর্থাৎ, "তোমার নিদর্শন এই যে, তিনদিন তুমি ইঙ্গিতে ব্যতীত লোকেদের সাথে কথা বলতে পারবে না. আর তুমি তোমার প্রতিপালককে অত্যধিক স্মরণ কর." (সূরা আল-ইমরান ৪১) অনুরূপ

যদি যিক্‌র ত্যাগ করার অনুমতি কারো জন্য থাকত, তবে তাদের জন্য থাকত, যারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে. (তাদের সম্পর্কে) মহান আল্লাহ বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (لأنفال:٤٥)

অর্থাৎ, "হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা যখন কোন দলের সম্মুখীন হবে, তখন অবিচল থাকবে এবং আল্লাহকে খুব বেশী বেশী স্মরণ করবে, তাহলে তোমরা সফলকাম হবে." (সূরা আনফাল ৪৫)

(৬) আল্লাহর ভয়ে কাঁদা

আবূ উমামা ﷺ থেকে বর্ণিত. নবী করীম ﷺ বলেছেন,

((لَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنْ قَطْرَتَيْنِ وَأَثَرَيْنِ: قَطْرَةٌ مِنْ دُمُوعٍ فِي خَشْيَةِ اللهِ، وَقَطْرَةُ دَمٍ تُهَرَاقُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَأَمَّا الْأَثَرَانِ فَأَثَرٌ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَأَثَرٌ فِي فَرِيضَةٍ مِنْ فَرَائِضِ اللهِ))رواه النرمذي وقد حسنه الألباني

অর্থাৎ, "দু'টি ফোঁটা ও দু'টি চিহ্নের চাইতে অধিক প্রিয় জিনিস আল্লাহর নিকট অন্য কিছুই নেই. সেই অশ্রুর ফোঁটা, যা আল্লাহর ভয়ে ঝরেছে. আর সেই রক্তের ফোঁটা, যা আল্লাহর পথে প্রবাহিত হয়েছে. আর দু'টি চিহ্ন বলতে একটি হল, আল্লাহর পথের (জিহাদের) কোন চিহ্ন. আর একটি হল, আল্লাহর ফরয কাজগুলি আদায় করার কোন চিহ্ন." (তিরমিযী, আল্লামা আলবানী

হাদীসটিকে হাসান বলেছেন. দ্রষ্টব্যঃ সহীহ সুনানে তিরমিযী ১৬৬৯)

মুল্লা আ'লী ক্বারী (রহঃ) বলেন, আল্লাহর পথের চিহ্ন বলতে যেমন, পদচারণা অথবা ধুলোবালি কিংবা ক্ষতচিহ্ন বা জ্ঞানার্জন করতে গিয়ে কালির চিহ্ন ইত্যাদি. আর আল্লাহর ফরয আদায়ের চিহ্ন বলতে যেমন, ঠান্ডার সময় ওযূ করতে গিয়ে পানির সিক্ততা থেকে যাওয়ার কারণে হাত ও পা ফেটে যাওয়া. গরমের দিনে সাজদা করতে গিয়ে সাজদার স্থানের উষ্ণতার কারণে কপাল জ্বলে যাওয়া. রোযার দিনে মুখের গন্ধ পরিবর্তন হয়ে যাওয়া এবং হজ্জে পায়ে ধুলো লাগা ইত্যাদি.

(৭) নামাযে দুআয়ে ইস্তিপতাহ (প্রারম্ভিক) দুআ পাঠ করা

নামাযের শুরুতে পড়তে হয় এমন দুআ অনেক প্রকারের. আর এই দুআগুলির সংখ্যা ১২ পর্যন্ত পৌঁছে যায়. এগুলির মধ্যে আয়েশা (রাযি- য়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত দুআটি হল সর্বাধিক প্রসিদ্ধ. তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নামায আরম্ভ করতেন, তখন বলতেন,

((سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ))

رواه أبوداود والترمذي ٧٧٥-٢٤٢، وصححه الألباني

(সুবহা-নাকাল্লা-হুম্মা অ বিহামদিকা অ তাবা-রাকাসমুকা অ তাআ'লা জাদ্দুকা অ লা-ইলাহা গায়রুকা) অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি

তোমার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করছি. তোমার নাম কত বরকতময়, তোমার মহিমা কত উচ্চ এবং তুমি ছাড়া কোন সত্যিকার উপাস্য নেই. (আবূ দাউদ, তিরমিযী, আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন. দ্রষ্টব্যঃ সহীহ সুনানে আবূ দাউদ ও তিরমিযী ৭৭৬-২৪৩) এই দুআটিকে আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় বাক্য হিসাবে গণ্য করা হয়. যেমন, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﵁ থেকে বর্ণিত. নবী করীম ﷺ বলেছেন, "বান্দার 'সুবহা-নাকাল্লা-হুম্মা অ বিহামদিকা অ তাবা-রাকাসমুকা অ তাআ'লা জাদ্দুকা অ লা-ইলাহা গায়রুকা' দুআটি বলা হল আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় বাক্য. আর আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম বাক্য হল, কোন মানুষ কাউকে 'আল্লাহকে ভয় কর' বললে তার উত্তরে 'তুমি তোমার কথা ভাব'(নিজের চরকায় তেল দাও) বলা." (নাসায়ী, আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন. দ্রষ্টব্যঃ আস্সাহীহা ২৯৩৯)

(৮) অব্যাহত ধারায় করা হয় এমন অল্প আমল সেই অনেক আমলের চেয়েও উত্তম যা ছেড়ে ছেড়ে করা হয়

কোন আমলের উপর ক্রমাগত ধারা বজায় রাখা উত্তম আমলসমূহের অন্তর্ভুক্ত, যদিও তা স্বল্প হয়. সারা জীবন তা করতে থাকা এমন অধিক আমলের চেয়েও শ্রেষ্ঠ, যা ছেড়ে ছেড়ে করা হয়. যেমন, কোন কল্যাণ সংস্থায় প্রতিমাসে কিছু ক'রে দান দেওয়া অথবা প্রতিদিন কুরআনের কিছু অংশ পাঠ করা ইত্যাদি. ক্বাসিম ইবনে মুহাম্মাদ (রহঃ) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণনা করেছেন. তিনি (মা-আয়েশা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ تَعَالَى أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ)) قَالَ: وَكَانَتْ عَائِشَةُ إِذَا عَمِلَتْ الْعَمَلَ لَزِمَتْهُ. رواه البخاري ومسلم ٦٤٦٥-٧٨٣

অর্থাৎ, "এমন আমলই আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয়, যা অব্যাহত ধারায় করা হয়, যদিও তা স্বল্প হয়" বর্ণনাকারী বলেন, আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কোন আমল করতে লাগলে, নিয়মিতভাবে সেটাকে ধরে থাকেন. (বুখারী ৬৪৬৫, মুসলিম ৭৮৩)

অষ্টাদশ আমলঃ আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত দেওয়া

কল্যাণের দিকে আহ্বান করা তার কর্তার (কল্যাণকারীর) মত (সওয়াব পায়). আর এ খবর আমাদেরকে দিয়েছেন নবী করীম ﷺ. যেমন, আনাস ইবনে মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত. তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-এর নিকট এসে সওয়ারী চাইল, আর তখন তাঁর (নবী করীম ﷺ-এর) নিকট তাকে বহন করার মত কোন সওয়ারী ছিল না. তাই তাকে অপর এক লোকের কথা বলা হল. লোকটি তার কাছে গেলে তাকে সে বহন করল. অতঃপর লোকটি নবী করীম ﷺ-এর নিকট এসে এ খবর দিলে তিনি ﷺ বললেন, "যে কল্যাণের পথ দেখিয়ে দেয়, সেও কল্যাণ সম্পাদনকারীর মত (সওয়াব পায়)." (আহমদ, তিরমিযী, আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন. দ্রষ্টব্যঃ সহীহ সুনানে তিরমিযী ২৬৭০)

এই হাদীসটি সেই সব উত্তম হাদীসমূহের অন্যতম হাদীস, যা নিয়ে আনন্দিত হওয়া উচিত. কারণ, এই হাদীসের আলোকে আমরা প্রচুর সওয়াব অর্জন করতে পারব. যাদেরকেই আপনি

কল্যাণকর নেক কাজের দাওয়াত দেবেন, তাদের কৃত কল্যাণের নেকী আপনার নেকীর পাল্লায় জমা হবে. তবে তাদের নেকী থেকে কোন কিছু কম করা হবে না. আর এটা যে দাঁড়িপাল্লাকে অনেক অনেক ভারী করবে তাতে কোন সন্দেহ নেই.

আপনি যদি কোন জানাযার খবর পেয়ে আপনার দশজন সাথীকে মোবাইলের মাধ্যমে এ খবর দেন এবং তারা যদি তাতে শরীক হয়, তাহলে আপনি লাভ করবেন ২০ক্বীরাত নেকী. আবার যদি আপনার সাথীরা এ খবর অন্যদের কাছে পাঠিয়ে দেয়, তবে তো আপনার নেকীর ক্বীরাতের সংখ্যা বহুগুণে বেড়ে যাবে. আপনি কখনো কেবল একবার কোন একটি ফযীলতের কাজ করেন, কিন্তু তার সওয়াব আপনার নেকীর পাল্লায় হাজার হাজার বার জমা হয়. কারণ, আপনি কিছু মানুষকে তা শিখিয়ে দেন এবং তারাও আমল করে. আবার কেউ কেউ আপনার থেকেও বেশী উৎসাহী হওয়ার কারণে আপনার থেকেও অধিকবার করে এবং অন্যদেরকে করতে বলে. আর এইভাবে তাদের মত আপনিও নেকী পাবেন. তবে তাদের নেকী থেকে কোন কিছু কম করা হবে না. সুতরাং এই ধরনের আমলগুলি জমা করার ব্যাপারে অপরকে অতিক্রম করার চেষ্টা করুন. এটা আপনার জন্য সম্পদ জমা করার চেয়েও উত্তম ও স্থায়ী.

উনবিংশতি আমলঃ আপনি আপনার দাঁড়িপাল্লা কিভাবে ভারী করবেন তা নিয়ে ভাবুন

যে ব্যক্তি স্বীয় দাঁড়িপাল্লা ভারী করার কথা ভাববে, আমার মনে হয় সে তার সময়ের একটি ঘন্টা তো দূরের কথা একটি সেকেন্ডকেও আনুগত্যহীন কাজে নষ্ট করবে না. কারণ, সে তার দাঁড়িপাল্লা ভারী কিভাবে হবে তা নিয়ে ব্যতিব্যস্ত ও চিন্তিত. দেখবেন সে অনর্থক ও বাজে কার্যকলাপ এবং পাপাচার হতে অন্যান্য মানুষের চেয়েও বেশী দূরে থাকবে. তার দ্বারা কোন ভুল হয়ে গেলে সে ভুলের অনিষ্টকারিতা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমা প্রার্থনা করবে. পরীক্ষাস্বরূপ একদিন কেবল দাঁড়িপাল্লা ভারী হওয়ার কথা ভাবুন. দেখবেন আপনার দিন কিভাবে অতিবাহিত হচ্ছে. বাড়িয়ে বলছি না, দেখবেন আপনি অন্য এক মানুষ হয়ে গেছেন.

আমলসমসূহের মধ্যে উত্তম আমলকে নির্বাচন করুন

যে তার দাঁড়িপাল্লা ভারী হওয়ার কথা ভাবে, তার উচিত আমলসমূহের মধ্যে বেশী সওয়াব বিশিষ্ট আমলকে নির্বাচন করা. মহান তাবেয়ী জাবির ইবনে যায়েদ (রহঃ) বলেন, কোন ইয়াতীম বা মিসকীনকে এক দিরহাম সাদক্বা করার চেয়ে আমার নিকট নফল হজ্জ উত্তম.

ইবনে হাজার (রহঃ) বলেন, এ কথা বহু দলীল দ্বারা সাব্যস্ত যে, নামায সাদক্বার করার চেয়েও উত্তম. তবে বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করার সময় সাদক্বা করা উত্তম হবে." (ফাতহুল বারী ২/ ১৩)

ইবনুল কায়্যেম (রহঃ) বলেন, কোন্ ইবাদত সব চেয়ে উত্তম এ ব্যাপারে আলেমদের বহু মত ব্যক্ত হয়েছে. আর এ ব্যাপারে যে উক্তি প্রাধান্য পেয়েছে তা হল, উত্তম ইবাদত হল, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে প্রত্যেক সময়ের দাবী অনুপাতে কাজ করা. যেমন, জিহাদের সময় উত্তম ইবাদত হল, জিহাদ করা. আর এতে যদি রাতের যিক্র-আযকার, নফল রোযা ছাড়তে হয় এমনি কি ফরয নামাযও যদি পূরণ করা ত্যাগ করতে হয়, তবুও (জিহাদ উত্তম). অতিথি উপস্থিত হলে তখন মুস্তাহাব যিক্র এবং স্ত্রী ও পরিবারের অধিকার আদায়ের চেয়ে মেহমানের খাতির করা উত্তম. রাতের শেষ প্রহরে নামায পড়া, কুরআনের তেলাঅত করা এবং দুআ ও ইস্তিগফার করা উত্তম. ছাত্রকে যখন পথের দিশা দেওয়ার প্রয়োজন হয় এবং মূর্খকে যখন শিক্ষা দেওয়ার দরকার হয়, তখন শিক্ষা দেওয়া এবং এ কাজে ব্যস্ত থাকা বেশী উত্তম. আযানের সময় অন্যান্য যিক্র ত্যাগ ক'রে আযানের উত্তর দেওয়ার কাজে ব্যস্ত থাকা উত্তম. পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময় তা পরিপূর্ণভাবে সঠিক সময়ে আদায় করাই উত্তম. অনুরূপ জামে মসজিদে গিয়ে এ নামায আদায় করা, যদিও তা দূর হয়. অভাবীর প্রয়োজনের সময় নিজের পদ, শরীর অথবা মাল দিয়ে তার সাহায্য করা এবং সাহায্যের কাজে ব্যস্ত থাকা ও অন্যান্য যিক্রের উপর এটাকে প্রাধান্য দেওয়া উত্তম. আরফার দিনে খুব বেশী বেশী দুআ ও যিক্রে মনোনিবেশ করা এমন রোযা রাখা থেকে উত্তম, যা দুআ ও যিক্রের পথে দুর্বলতা সৃষ্টি করবে. রমযানের শেষ দশকে ই'তিক্বাফের মাধ্যমে মসজিদে অবস্থান ও নির্জনতা অবলম্বন করা মানুষের সাথে

মেলামেশা ও তাদেরকে নিয়ে ব্যস্ত থাকার চেয়ে উত্তম. এমন কি অনেক আলেমের কাছে তা লোকদেরকে দ্বীনি শিক্ষা ও কুরআন শিক্ষা দেওয়ার থেকেও উত্তম. আপনার কোন মুসলিম ভাইয়ের অসুস্থতার অথবা তার মৃত্যুর সময় তাকে দেখতে যাওয়া ও তার জানাযায় শরীক হওয়াই বেশী উত্তম কাজ.

বিপদের সময় ও মানুষ যখন আপনাকে কষ্ট দেয়, তখন তাদের থেকে দূরে না থেকে তাদের সাথে থেকে ধৈর্য অবলম্বন করাই উত্তম কাজ. কারণ, যে মু'মিন মানুষের সাথে মিশে তাদের কর্তৃক প্রদত্ত কষ্টের উপর ধৈর্য ধারণ করে, সে ঐ মু'মিন থেকে উত্তম, যে মানুষের সাথে মিশে না, ফলে তারা তাকে কোন কষ্টও দেয় না. কল্যাণের কাজে তাদের সঙ্গ দেওয়া, তাদের থেকে পৃথক থাকার চেয়ে উত্তম. আর অকল্যাণের কাজে তাদের থেকে পৃথক থাকা, তাদের সঙ্গ দেওয়ার থেকে উত্তম. তাই যদি মনে করে যে, তাদের সাথে মিশলে অন্যায় দূর অথবা কম করতে পারবে, তাহলে এ সময় তাদের সাথে মিশে থাকা তাদের থেকে দূরে থাকার চেয়ে শ্রেয়. অতএব, প্রত্যেক সময়ের দাবী ও অবস্থা অনুপাতে আল্লাহর সন্তুষ্টিমূলক কাজগুলিকে একে অপরের উপর প্রাধান্য দেওয়াই হল উত্তম.

যেসব আমল নেকীর পাল্লাকে হাল্কা করে

যে মুসলিম তার দাঁড়িপাল্লা ভারী করতে আগ্রহী, তার উচিত মৃত্যুর পূর্বেই পাপাচার ত্যাগ করা ও তা থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করা. কারণ, সৌভাগ্যবান তো সেই, যার মৃত্যুর সাথে সাথে তার পাপসমূহও মরে যায়. আর হতভাগা সেই, যে মারা যায় আর মৃত্যুর

পর পাপসমূহ রয়ে যায়. বিশ্ব মুসলিম জননী আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, 'তোমাদের মহান আল্লাহর সাথে স্বল্প পাপ নিয়ে সাক্ষাৎ করাই হচ্ছে তোমাদের জন্য সব চেয়ে শ্রেয়. কাজেই যে কোন অধ্যবসায়ী পরিশ্রমীকে অতিক্রম করতে চায়, সে যেন নিজেকে বেশী পাপ করা থেকে বিরত রাখে.' (সিফাতুস্সাফওয়া ১/৩৫০)

অবশ্যই অধিক পাপ নেকীর পাল্লাকে হাল্কা করবে, তা ভারী করবে না. কেননা, নেকীগুলিকে একটি পাল্লায় রাখা হবে এবং পাপগুলোকে আর এক পাল্লায়. তাই যার নেকী বেশী ও ভারী হবে, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে, যাদের পাল্লা ভারী হবে. আর যার পাপ বেশী ও ভারী, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে, যাদের পাল্লা হাল্কা হবে. অতএব, পাপই দাঁড়িপাল্লাকে হাল্কা করবে, তা ভারী করবে না. পূত-পবিত্র মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ* فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ* وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ* فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ﴾ (القارعة:٦-٩)

অর্থাৎ, "তখন যার (নেকীর) পাল্লা ভারী হবে, সে তো সন্তোষময় জীবনে (সুখে) থাকবে. কিন্তু যার পাল্লা হাল্কা হবে, তার স্থান হবে হাবিয়াহ." (সূরা ক্বারিয়াহ ৬-৯)

পাপ অনেক প্রকারের. কোন কাজের কারণে পাপীর (পাপের খাতায়) ছোট গুনাহ লেখা হয়. এটাকে 'সাগীরা গুনাহ' বলা হয়. আবার কোন কাজের কারণে বড় গুনাহ লেখা হয়. এটাকে 'কাবীরা গুনাহ' বলা হয়. এই কাবীরা গুনাহের মধ্যে কোন কোন গুনাহ

অনেক নেকীকে মিটিয়ে দেয়. আবার কোন গুনাহ সমস্ত নেকীকে মিটিয়ে দেয়. আর এ সবই দাঁড়িতে নেকী কম এবং পাল্লাকে হাল্কা করবে. চলুন, এই সব গুনাহগুলো জেনে তা থেকে বাঁচতে চেষ্টা করি. কারণ, তা আমাদের নেকীসমূহের জন্য বড়ই বিপজ্জনক.

প্রথমতঃ ছোট গুনাহ

তা হল এমন ছোট ছোট অপরাধ যে, যদি কেউ গুরুতর পাপ থেকে বিরত থাকে এবং ছোট বলে তুচ্ছ মনে না করে, তবে তা ক্ষমা করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন মহান আল্লাহ. যেমন, তিনি বলেন,

﴿الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى﴾ (لنجم:٣٢)

অর্থাৎ, "যারা ছোট-খাট অপরাধ ছাড়া গুরুতর পাপ ও অশ্লীল কার্য হতে বিরত থাকে, নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক অপরিসীম ক্ষমাশীল. তিনি তোমাদের সম্পর্কে সম্যক অবগত যখন তিনি তোমাদেরকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছিলেন এবং যখন তোমরা মাতৃগর্ভে ভ্রূণরূপে অবস্থান কর. অতএব তোমরা আত্মপ্রশংসা করো না. তিনিই সম্যক জানেন আল্লাহভীরু কে." (সূরা নাজ্ম ৩২) তিনি অন্যত্র বলেন,

﴿ إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيماً ﴾ (النساء:٣١)

অর্থাৎ, "তোমাদেরকে যা নিষেধ করা হয়েছে, তার মধ্যে যা গুরুতর (পাপ) তা থেকে বিরত থাকলে আমি তোমাদের লঘুতর পাপগুলোকে মোচন করে দেব এবং তোমাদেরকে সম্মানজনক স্থানে প্রবেশাধিকার দান করব." (সূরা নিসা ৩১)

সাহল ইবনে সা'দ ﷺ থেকে বর্ণিত. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((إِيَّاكُمْ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ، فَإِنَّمَا مَثَلُ مُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ كَمَثَلِ قَوْمٍ نَزَلُوا فِي بَطْنِ وَادٍ، فَجَاءَ ذَا بِعُودٍ وَجَاءَ ذَا بِعُودٍ، حَتَّى حَمَلُوْا مَا أَنْضَجُوا بِهِ خُبْزَتَهُمْ، وَإِنَّ مُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ مَتَى يُؤْخَذْ بِهَا صَاحِبُهَا تُهْلِكْهُ)) رواه أحمد وقد صححه الألباني

অর্থাৎ, "তোমরা ছোট ছোট পাপগুলো থেকে বিরত থাকবে. কারণ, ছোট পাপগুলোর দৃষ্টান্ত হল সেই জাতির মত, যারা কোন উপত্যকায় অবতরণ করে. অতঃপর সবাই মিলে কিছু কিছু করে কাঠ জমা করতে থাকে. পরিশেষে এতটা পরিমাণ কাঠ তারা জমা করে ফেলে যে, তার দ্বারা তারা তাদের রুটি পাকাতে সক্ষম হয়. আর ছোট পাপসমূহে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে যখন ধরা হবে, তখন তাকে ধ্বংস করে ছাড়বে." (আহমদ, আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন. দ্রষ্টব্যঃ সাহীহুল জামে ২৬৮৬) কাজেই উচিত হল, ছোট পাপসমূহকে ভয় করা এবং তা নগণ্য মনে না করা. আর এ ব্যাপারে

আমাদেরকে সেই সাহাবীদের পথ অনুসরণ করা উচিত, যাঁরা মহান আল্লাহর যথাযথ সম্মান করেছেন এবং ছোট পাপগুলোকেও তাঁরা বড় করে দেখেছেন. আনাস ﷺ বলেন, তোমরা কিছু আমল এমনও কর, যেগুলিকে তোমরা চুলের থেকেও সূক্ষ্ম মনে কর. অথচ আমরা সেগুলোকে নবী করীম ﷺ-এর যামানায় ধ্বংসকারী কাজের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করতাম." (বুখারী ৬৪৯২)

ইবনে হাজার (রহঃ) বলেন, ইবনে বাত্ত্বাল (রহঃ) বলেছেন, ছোট পাপের সংখ্যা যখন বেশী হয়ে যায় এবং অব্যাহত ধারায় যখন তা করা হয়, তখন তা বড় (কাবীরা) গুনাহ হয়ে যায়. আসাদ ইবনে মূসা 'যুহ্দ' অধ্যায়ে আবূ আইয়ূব আনসারী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন. তিনি বলেছেন, অবশ্যই মানুষ ভালো কাজ করে এবং তার উপর পূর্ণ আস্থাও রাখে, কিন্তু সে ছোট পাপগুলোর কথা ভুলে যায়. ফলে সে আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করে যে, ছোট পাপগুলি তাকে ঘিরে রাখে. পক্ষান্তরে কোন মানুষ মন্দ কাজ করে এবং এর জন্য সে সব সময় ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে, ফলে সে আল্লাহর সাথে নিরাপদে সাক্ষাৎ লাভ করে. (ফাতহুল বারী ১১/৩৩৭)

দ্বিতীয়তঃ মহাপাপ

মুসলিমের উচিত ছোট গুনাহের পূর্বে বড় গুনাহগুলো থেকে বিরত থাকা. কারণ, বড় গুনাহগুলো পাপের পাল্লা ভারী করবে. কাবীরা তথা মহাপাপের সংখ্যা অনেক. আলেমগণ মহাপাপের সংজ্ঞায় বলেন, তা হল এমন সব পাপ, যাতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে অভিশাপ অথবা অসন্তুষ্টি কিংবা জাহান্নামে পতিত বা ক্রোধের

শিকার হওয়ার অথবা তার উপর দন্ডবিধি আরোপের ধমক দেওয়া হয়েছে.

ইবনে হাজার (রহঃ) কাবীরা গুনাহের সংজ্ঞায় বলেন, 'আল-মুফহিম' নামক কিতাবে ক্বুরত্বী কাবীরা গুনাহের যে সংজ্ঞা করেছেন, সেটাই সব চাইতে সুন্দর সংজ্ঞা. তিনি বলেছেন, কিতাব, সুন্নাহ বা (আলেমদের) ঐক্যমত সাধারণভাবে যে পাপকে বড় তথা কাবীরা বলেছে, অথবা মহাপাপ বলেছে, কিংবা যার কঠোর শাস্তির কথা জানিয়েছে, বা যা দন্ডবিধি সম্পর্কীয় কিংবা শক্তভাবে যার আপত্তি জ্ঞাপন করা হয়েছে, তা সবই কাবীরা গুনাহ. তাই উচিত হল কুরআন অথবা সহীহ ও হাসান হাদীসগুলিতে যে পাপের উপর ধমক অথবা অভিশাপ এসেছে কিংবা যে পাপকে ফিস্ক্ব বলা হয়েছে সে পাপগুলোর খোঁজ করা এবং সেই সাথে কুরআন ও সহীহ হাদীসে স্পষ্টভাবে যে পাপকে কাবীরা বলেছে, সেগুলোকেও এর সাথে মিলানো. এরপর সর্বমোট যে সংখ্যায় পৌঁছবে তা পরিসংখ্যান করা বড় বিস্ময়কর ব্যাপার. (ফাতহুল বারী ১২/ ১৯১) এর দৃষ্টান্ত হল আব্দুল্লাহ ইবনে উমার থেকে বর্ণিত হাদীসটি. নবী করীম ﷺ বলেছেন, "আল্লাহর নিকট সব চাইতে বড় পাপ হল, সেই লোকটির পাপ, যে কোন মহিলাকে বিবাহ করে এবং তার সাথে নিজের প্রয়োজন (স্বাদ) পূরণ করার পর তাকে তালাক্ব দিয়ে দেয় ও তার মোহর নিয়ে চলে যায়. আর সেই লোকটির পাপ, যে কোন মানুষকে কাজে লাগায় এবং তার পারিশ্রমিক নিয়ে পালিয়ে যায়. অনুরূপ সেই লোকটির পাপ, যে অনর্থক কোন প্রাণীকে হত্যা করে." (হাকিম, আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন. দ্রষ্টব্যঃ সাহীহুল জামে' ১৫৬৭)

তৃতীয়তঃ আমল নষ্টকারী জিনিস

কিছু বড় গুনাহ এমনও রয়েছে যার প্রতি কঠোর ধমক আরোপিত হয়েছে এবং এই গুনাহে পতিত ব্যক্তির আমল নষ্ট হয়ে যাওয়ার হুমকিও দেওয়া হয়েছে. তবে আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, শির্ক ও রিদ্দা (ইসলাম থেকে বহিষ্কার হয়ে যাওয়া) ছাড়া অন্য পাপ আমলসমূহকে সম্পূর্ণভাবে নষ্ট করে না. তাই যে হাদীসগুলিতে (অন্য পাপের কারণে) আমলসমূহ নষ্ট হয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে, আলেমগণ তার বহু অর্থ বর্ণনা করেছেন. আর এ ব্যাপারে এটাই সঠিকতর যে, তা ধমকস্বরূপ বলা হয়েছে এবং এমন পাপে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি আল্লাহর ইচ্ছা-অনিচ্ছার আওতায় বন্দি. আর মহাপাপগুলো যেহেতু সাধারণ, আর আমল নষ্টকারী পাপগুলো বিশেষ বিশেষ, তাই যে মুসলিম তার নেকীর পাল্লা ভারী করতে ইচ্ছুক তাকে খুব বেশী সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে এই (আমল নষ্টকারী) বিশেষ পাপগুলো থেকে. আমল নষ্টকারী কিছু কাবীরা গুনাহ পাঠকের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে.

(১) শির্ক করা

শির্ক হল অতীব বড় পাপ. আদম সন্তান এর দ্বারা স্বীয় প্রতিপালকের চরম অবাধ্যতা করে. আল্লাহর নিকট এটা অতি ঘৃণিত কাজ. এটাই এমন এক পাপ যে পাপে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে আল্লাহ কিয়ামতের দিন কখনোও মাফ করবেন না, যদি তার এরই উপর মৃত্যু হয় এবং এ থেকে সে তাওবা না করে. যেমন, মহান আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْماً عَظِيماً﴾ (النساء:٤٨)

অর্থাৎ, "নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে অংশী (শির্ক) করার অপরাধ ক্ষমা করেন না. এ ছাড়া অন্যান্য অপরাধ যার জন্য ইচ্ছা ক্ষমা করে দেন. আর যে কেউ আল্লাহর সাথে অংশী স্থাপন (শির্ক) করে, সে এক মহাপাপ করে." (সূরা নিসা ৪৮) তিনি অন্যত্র বলেন,

﴿إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً بَعِيداً﴾ (النساء:١١٦)

অর্থাৎ, "নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে অংশী (শির্ক) করার অপরাধ ক্ষমা করেন না. এ ছাড়া অন্যান্য অপরাধ যার জন্য ইচ্ছা ক্ষমা করে দেন. আর যে কেউ আল্লাহর সাথে অংশী স্থাপন (শির্ক) করে, সে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়." (সূরা নিসা ১১৬) মহান আল্লাহ শির্ককারী প্রত্যেক বান্দার আমল নষ্ট হয়ে যাওয়ার ধমকও দিয়েছেন. তাতে তার মর্যাদা যতই উচ্চ হোক না কেন. এমন কি সে যদি কোন নবী হয় তবুও. তবে নবীরা তো এমন কাজ করতেই পারেন না. আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (الزمر:٦٥)

অর্থাৎ, "তোমার প্রতি ও তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই অহী (প্রত্যাদেশ) করা হয়েছে যে, যদি তুমি আল্লাহর অংশী স্থির কর, তাহলে অবশ্যই তোমার কর্ম নিষ্ফল হবে এবং তুমি হবে ক্ষতিগ্রস্তদের শ্রেণীভুক্ত." (সূরা যুমার ৬৫)

মুসলিমের উচিত শির্ক থেকে খুব বেশী সতর্কতা অবলম্বন করা এবং শির্কের আবর্জনা থেকে তাওহীদকে রক্ষা করা. আর এমন কোন আমলকে যেন মেনে না নেয়, যাতে শির্কের আভাস থাকে অথবা যা শির্ক পর্যন্ত নিয়ে যায়.

(২) কুফ্‌রী প্রকার

(ক) দ্বীন ও দ্বীনদারদের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ* لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ﴾ (التوبة:٦٥-٦٦)

অর্থাৎ, "আর যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, তাহলে তারা নিশ্চয় বলবে যে, 'আমরা তো শুধু আলাপ-আলোচনা ও হাসি-তামাশা করছিলাম.' তুমি বলে দাও, 'তোমরা কি আল্লাহ, তাঁর আয়াতসমূহ এবং রাসূলকে নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করছিলে?' তোমরা এখন (বাজে) ওজর পেশ করো না, তোমরা তো নিজেদের ঈমান প্রকাশ করার পর কুফরী করেছ, যদিও আমি তোমাদের মধ্য হতে কতককে ক্ষমা

করে দিই, তবুও কতককে শাস্তি দেব, কারণ তারা অপরাধী.” (সূরা তাওবা ৬৫-৬৬)

(খ) দ্বীনের কোন জিনিসকে অপছন্দ করা

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ﴾ (محمد:٩)

অর্থাৎ, “এটা এ জন্যে যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তারা তা অপছন্দ করে. সুতরাং আল্লাহ তাদের কর্মসমূহ নিষ্ফল করে দেবেন.” (সূরা মুহাম্মাদ৯) তাই সাবধান, কারো নিকট শরীয়তের অথবা রাসূল ﷺ-এর সুন্নতের কোন জিনিস ভালো না লাগলে ও তার প্রবৃত্তির অনুকূল না হলে, সে যেন তা অপছন্দ না করে.

(গ) যা আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে তার অনুসরণ করা এবং তাঁর সন্তুষ্টমূলক কাজ ত্যাগ করা

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ﴾

(محمد:٢٨)

অর্থাৎ, “এটা এ জন্য যে, যা আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে, তারা তার অনুসরণ করে এবং তাঁর সন্তুষ্টিকে অপছন্দ করে, সুতরাং তিনি তাদের কর্ম নিষ্ফল ক’রে দেন.” (সূরা মুহাম্মাদ ২৮)

(৩) লোকদেখানী কাজ (ছোট শির্ক)

আবূ হুরাইরা (থেকে বর্ণিত. তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنْ الشِّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ)) رواه مسلم ٢٩٨٥

অর্থাৎ, " মহান আল্লাহ বলেন, "আমি শির্ককারীদের আরোপিত শির্ক থেকে একেবারে মুক্ত ও সম্পর্কহীন. যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করে, যে আমলে সে আমার সাথে অন্যকে শরীক করে, আমি তাকে তার শির্কসহ বর্জন করব." (মুসলিম ২৯৮৫)

শুফাইয়া আল-আসবাহী (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, তিনি (এক সময়) মদীনায় গেলেন. (সেখানে) এক ব্যক্তির নিকট বহু মানুষকে সমবেত দেখলেন. তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কে এই ব্যক্তি? লোকেরা বলল, ইনি হলেন আবূ হুরাইরা ﷺ. তখন আমি তাঁর নিকটে গিয়ে তাঁর সামনে বসে গেলাম. তিনি লোকদের হাদীস বর্ণনা ক'রে শুনাচ্ছিলেন. যখন তিনি চুপ করলেন ও (তাঁর কাছ থেকে সবাই চলে গেলে তিনি)একা হয়ে গেলেন, তখন আমি তাঁকে বললাম, আমি সত্যিই জিজ্ঞাসা করছি, আপনি কি আমাকে এমন একটি হাদীস বর্ণনা ক'রে শুনাবেন না, যা আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছ থেকে শুনেছেন, বুঝেছেন এবং জেনেছেন? আবূ হুরাইরা ﷺ তখন বললেন, হ্যাঁ, অবশ্যই আমি তোমাকে সেই হাদীস বর্ণনা ক'রে শুনাব, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বর্ণনা করেছেন এবং আমি

তা বুঝেছি ও জেনেছি. অতঃপর আবূ হুরাইরা ﵁ (অনুতাপজনিত) শব্দ ক'রে অচেতন হয়ে গেলেন. এই অবস্থা একটু কাটিয়ে তিনি আবার সচেতন হয়ে বললেন, অবশ্যই আমি তোমাকে সেই হাদীস বর্ণনা ক'রে শুনাব, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে এই বাড়ীতে বর্ণনা করেছেন. আর তখন আমি আর তিনি ছাড়া এখানে কেউ ছিল না. অতঃপর আবূ হুরাইরা ﵁ পুনরায় (অনুতাপজনিত) শব্দ ক'রে অচেতন হয়ে গেলেন. (একটু পর) চেতনা ফিরে পেলে তিনি স্বীয় মুখমন্ডল মুছতে মুছতে বললেন, অবশ্যই আমি তোমাকে সেই হাদীস বর্ণনা ক'রে শুনাব, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে এই বাড়ীতে বর্ণনা করেছেন. আর তখন আমি আর তিনি ছাড়া এখানে কেউ ছিল না. অতঃপর আবূ হুরাইরা ﵁ পুনরায় শব্দ ক'রে অচেতন হয়ে গেলেন. (একটু পর) চেতনা ফিরে পেলে তিনি স্বীয় মুখমন্ডল মুছতে মুছতে বললেন, অবশ্যই আমি তোমাকে সেই হাদীস বর্ণনা ক'রে শুনাব, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে এই বাড়ীতে বর্ণনা করেছেন. আর তখন আমি আর তিনি ছাড়া এখানে কেউ ছিল না. অতঃপর আবূ হুরাইরা ﵁ পুনরায় বেশ জোরে শব্দ ক'রে উপুড় হয়ে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হলে আমি তাঁকে (ধরে) অনেক্ষণ পর্যন্ত নিজের সাথে হেলান দিয়ে রাখলাম. অতঃপর সংজ্ঞা ফিরে পেলে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, কিয়ামতের দিন পূত-পবিত্র মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের পারস্পরিক বিষয়ের বিচার-ফয়সালা করার জন্য অবতরণ করবেন. আর তখন প্রত্যেক সম্প্রদায়কে ভয়ে নতজানু

অবস্থায় দেখা যাবে. তখন সর্বপ্রথম (বিচারের) জন্য যাদেরকে ডাকা হবে, তাদের একজন হবে (কুরআনের) ক্বারী. দ্বিতীয়জন হবে, আল্লাহর পথের মুজাহিদ এবং তৃতীয়জন হবে, সম্পদশালী. মহান আল্লাহ ক্বারীকে লক্ষ্য ক'রে বলবেন, আমি কি তোমাকে সেই জিনিস শিখিয়ে দিইনি, যা আমি আমার রাসূলের উপর অবতকীর্ণ করেছি? সে বলবে, অবশ্যই শিখিয়ে দিয়েছেন, হে আমার প্রতিপালক! আল্লাহ বললেন, এখন বল, তুমি যা শিখেছিলে, সেই অনুযায়ী আমল কি করছ? সে বলবে, আমি রাত-দিন তার তেলাঅত করেছি. তখন আল্লাহ তাকে বলবেন, তুমি মিথ্যুক. ফেরেশতারাও বলবেন, তুমি মিথ্যুক. আল্লাহ বললেন, বরং তোমার ইচ্ছা ছিল, লোকে তোমাকে ক্বারী বলুক. আর তোমাকে তা বলাও হয়েছে. অতঃপর সম্পদশালীকে আনা হবে. আল্লাহ তাকে বলবেন, আমি কি তোমাকে এত সচ্ছল বানাইনি যে, তুমি কোন কিছুর মুখাপেক্ষী ছিলে না? সে বলবে, অবশ্যই বানিয়েছেন, হে আমার প্রতিপালক! আল্লাহ বলবেন, আমি যা দিয়েছি, তাতে তুমি কি করেছ? সে বলবে, আমি আত্মীয়তার সম্পর্ক জুড়তাম এবং দান-খয়রাত করতাম. আল্লাহ তখন তাকে বলবেন, তুমি মিথ্যুক. ফেরেশতারাও তাকে বলবেন, তুমি মিথ্যুক. আল্লাহ বলবেন, বরং তোমার ইচ্ছা ছিল যে, মানুষ তোমাকে দাতা বলুক. আর এ কথা বলাও হয়েছে. অতঃপর তাকে আনা হবে, যে আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়েছে. আল্লাহ তাকে বলবেন, কিসের জন্য লড়াই করেছিলে? সে বলবে, আমি তোমার রাস্তায় জিহাদ করার নির্দেশ প্রাপ্ত হয়েছিলাম. তাই শহীদ হওয়া পর্যন্ত লড়ে ছিলাম. তখন মহান

আল্লাহ তাকে বলবেন, তুমি মিথ্যুক. ফেরেশতাগণও বলবেন, তুমি মিথ্যুক. আল্লাহ বলবেন, বরং তুমি চেয়েছিলে যে, মানুষ তোমাকে বাহাদুর বলুক. আর এ কথা বলাও হয়েছে. (আবূ হুরাইরা বলেন) অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার হাঁটুতে আঘাত ক'রে বললেন, হে আবূ হুরাইরা! এরাই হল আল্লাহর সৃষ্টির এমন তিনজন ব্যক্তি যাদেরকে কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম জাহান্নামে নিক্ষেপ ক'রে জাহান্নামের আগুনকে উত্তপ্ত করা হবে.

ওয়ালীদ আবূ উষমান বলেন, উক্ববা ইবনে মুসলিম আমাকে জানিয়েছেন যে, শুফাইয়াই আমীর মুআবীয়া ﷺকে এ হাদীস সম্পর্কে অবহিত করেন. মুআবীয়া ﷺ তা শুনে বলেছিলেন, এই লোকদের সাথে এই ধরনের আচরণ করা হলে অবশিষ্ট লোকদের সাথে কি আচরণ করা হবে? অতঃপর মুআবীয়া ﷺ কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন. এমন কি তাঁর কান্না দেখে আমাদের মনে হয়েছিল যে, তিনি যেন ধ্বংস হয়ে যাবেন. আর আমরা বলছিলাম, এ লোকটি আমাদের কাছে মন্দ নিয়ে উপস্থিত হয়েছে. তারপর মুআবীয়া ﷺ যখন শান্ত হলেন, তখন স্বীয় মুখমন্ডল মুছতে মুছতে তিনি বললেন, সত্যই বলেছেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল,

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لا يُبْخَسُونَ* أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (هود:١٥-١٦)

অর্থাৎ, "যারা শুধু পার্থিব জীবন ও তার সৌন্দর্য কামনা করে, আমি তাদেরকে তাদের কৃতকর্মসমূহ (এর ফল) পৃথিবীতেই পরিপূর্ণরূপে প্রদান করে দিই এবং সেখানে তাদের জন্য কিছুই কম করা হয় না. এরা এমন লোক যে, তাদের জন্য পরকালে জাহান্নাম ছাড়া আর কিছুই নেই, আর তারা যা কিছু করেছে, তা সবই পরকালে নিষ্ফল হবে এবং যা কিছু করে থাকে, তাও নিরর্থক হবে." (সূরা হূদ ১৫-১৬, আমহদ, মুসলিম, তিরমিযী)

আল্লামা মুবারকপুরী (রহঃ) বলেন, এ আয়াত সম্পর্কে মুজাহিদ বলেছেন, এরা হল 'রিয়াকার' তথা এমন লোক, যারা লোককে দেখানোর জন্য আমল করে. তবে এ উক্তি জটিলতা সৃষ্টি করেছে. কারণ, মহান আল্লাহর, এ "এরা এমন লোক যে, তাদের জন্য পরকালে জাহান্নাম ছাড়া আর কিছুই নেই." বাণী মু'মিনের জন্য যুক্তিসঙ্গত নয়. তবে যদি আমরা বলি যে, মন্দ ও বাতিল আমলগুলি গায়রুল্লাহর জন্য সম্পাদন করার কারণে তার কর্তা (আমলকারী) এই কঠিন শাস্তির অধিকারী হয়েছে (তবে তা হতে পারে). তাফসীর খাযিনে এই ধরনেরই ব্যাখ্যা করা হয়েছে. (তোহফাতুল আহওয়াযী ৭/৫৭)

(৪) আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উক্তির সামনে অগ্রণী হওয়া

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (الحجرات:١)

অর্থাৎ, "হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সামনে তোমরা কোন বিষয়ে অগ্রণী হয়ো না এবং আল্লাহকে ভয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ." (সূরা হুজুরাত ১)

আল্লামা ইবনে কাইয়ূম (রহঃ) বলেন, বহু মানুষের নিকট তাদের সেই পাপগুলোর খবরই থাকে না, যা তাদের নেকীগুলিকে নষ্ট করে দেয়. অথচ মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ﴾ الحجرات ٢

অর্থাৎ, "হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর নিজেদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না এবং নিজেদের মধ্যে যেভাবে উচ্চৈঃস্বরে কথা বল, তার সাথে সেইভাবে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলো না; কারণ এতে অজ্ঞাতসারে তোমাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে." (সূরা হুজুরাত ২) এই আয়াতে মহান আল্লাহ মু'মিনদেরকে সতর্ক করেছেন যে, তারা নিজেদের মধ্যে যেভাবে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলে নবীর সাথে সেভাবে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলার কারণে তাদের আমলগুলি নষ্ট হয়ে যাবে. তবে এটা রিদ্দা তথা ইসালম থেকে বহিষ্কারকারী কাজ নয়, বরং পাপ যা অজ্ঞাতসারে আমলকারীর আমলকে নষ্ট করে দেয়. তাহলে তার অবস্থা কি হতে পারে, যে রাসূল ﷺ-এর উক্তি, তাঁর মতাদর্শ এবং তাঁর তরীকার উপর অন্য কারো উক্তি, মতাদর্শ এবং তরীকাকে প্রাধান্য দেয়?

আমাদের যেসব ভাইয়েরা অন্য কারো পথ ও মতকে নবী করীম ﷺ-এর মত ও পথের উপর প্রাধান্য দেয়, তারা কি সতর্ক হবে?

(৫) আল্লাহর উপর কসম খাওয়া

জুন্দুব ইবনে জুনাদা ﷺ থেকে বর্ণিত. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, "এক ব্যক্তি বলল, আল্লাহর শপথ ক'রে বলছি যে, তিনি (আল্লাহ) অমুককে ক্ষমা করবেন না. আর মহান আল্লাহ বললেন, কে আমার উপর কসম খেয়ে বলে যে, আমি অমুককে ক্ষমা করব না? বরং আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম এবং তোমার আমল নষ্ট করে দিলাম." (মুসলিম ২৬২১) সুবহা-নাল্লা-হ! একটি বাক্য একজনের আমলকে নষ্ট করে দিল এবং আর একজনের বড়ই উপকার করল.

(৬) আসরের নামায ত্যাগ করা

মহান আল্লাহ সাধারণভাবে সমস্ত নামাযের প্রতি যত্নবান হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন এবং বিশেষ করে আসরের নামাযের. কারণ, আসরের নামাযের গুরুত্ব অনেক বেশী. যেমন, আল্লাহ বলেন,

﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لله قَانِتِينَ ﴾

(البقرة:٢٣٨)

অর্থাৎ, "তোমরা নামাযসমূহের প্রতি যত্নবান হও; বিশেষ ক'রে মধ্যবর্তী (আসরের) নামাযের প্রতি. আর আল্লাহর সম্মুখে বিনীতভাবে খাড়া হও." (সূরা বাক্বারা ২৩৮) আবূ মালীহ (রহঃ) বলেন, এক মেঘাচ্ছন্ন দিনে আমরা বুরাইদার সাথে কোন যুদ্ধে

ছিলাম. বুরাইদা বললেন, আসরের নামায আগেভাগে পড়ে নাও. কারণ, নবী করীম ﷺ বলেছেন,

((مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ)) رواه البخاري ٥٥٣

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি আসরের নামায ছেড়ে দিল, তার আমল নষ্ট হয়ে গেল." (বুখারী৫৫৩) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার ﷺ থেকে বর্ণিত. রাসূ- লুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ كَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ))رواه البخاري ومسلم ٥٥٢-٦٢٦

অর্থাৎ, "যার আসরের নামায ছুটে গেল, তার পরিবার ও ধন-সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেল." (বুখারী ৫৫২-মুসলিম ৬২৬)

(৭) গোপনে আল্লাহর হারাম জিনিসের উলঙ্ঘন করা

সম্মানিত সাহাবী সাওবান ﷺ রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে এমন একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, যা সৎ লোকদের নিদ্রা হারাম করে দেয়. আর তারা নিজেদের অন্তরে নিফাক্ব তথা কপটতা সৃষ্টি হওয়ার এবং তাদের আমল নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা বোধ করে. তিনি বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَةَ بَيضَاء، فَيَجْعَلُهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا، قَالَ ثَوْبَانُ: يَا رَسُولَ اللهِ! صِفْهُمْ

لَنَا، جَلِّهِمْ لَنَا، أَنْ لَا نَكُونَ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَا نَعْلَمُ، قَالَ: أَمَا إِنَّهُمْ إِخْوَانُكُمْ، وَمِنْ جِلْدَتِكُمْ، وَيَأْخُذُونَ مِنْ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللهِ انْتَهَكُوهَا)) رواه ابن ماجة وقد صححه الألباني

অর্থাৎ, "আমি আমার উম্মতের সেই লোকগুলিকে অবশ্যই চিনে নেব, যারা তিহামা পাহাড়ের মত উজ্জ্বল নেকী নিয়ে উপস্থিত হবে. কিন্তু মহান আল্লাহ সেগুলিকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণা (স্বরূপ নিষ্ফল) করে দেবেন. সাওবান বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! ওদের পরিচয় পরিষ্কার করে আমাদেরকে জানিয়ে দিন. যাতে অজ্ঞাতসারে আমরা যেন তাদের মধ্যে শামিল না হয়ে যাই. তখন তিনি ﷺ বললেন, তারা তোমাদেরই ভাই এবং তোমাদেরই জাতির লোক. তোমরা যেভাবে রাতে ইবাদত কর, তারাও সেভাবে রাতে ইবাদত করবে. কিন্তু তারা এমন লোক যে, নির্জনে আল্লাহর হারাম জিনিস উল্লঙ্ঘন করার সুযোগ লাভ করলে তারা তা করে বসে." (ইবনে মাজাহ, আল্লামা আলবানী
হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন. দ্রষ্টব্যঃ সহীহ সুনানে ইবনে মাজাহ ৪২৪৫) অতএব, আমাদের গুপ্ত অবস্থা যেন ব্যক্ত অবস্থা থেকে উত্তম হয়. আর নির্জনে কোথাও হারাম জিনিসে পতিত হওয়ার সুযোগ লাভ করলে আল্লাহর পর্যবেক্ষণ ও তাঁর সূক্ষ্মদর্শনকে যেন খাট ও তুচ্ছজ্ঞান না করি. আর আমরা যেন তাদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারি, যারা না দেখেও তাদের প্রতিপালককে ভয় করে.

(৮) গবাদি পশুর পাহারা দেওয়া বা শিকার করা কিংবা কৃষিক্ষেতের রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে কুকুর পোষা

ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত. নবী করীম ﷺ বলেছেন,

((مَنِ اتَّخَذَ كَلْباً إِلاَّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ صَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطٌ)) رواه البخاري ومسلم ٥٤٨١-١٥٧٥

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি গবাদি পশুর পাহারা দেওয়া বা শিকার করা কিংবা কৃষিক্ষেতের রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে কুকুর পুষবে, তার ভালো কাজের প্রতিদান থেকে দৈনিক এক ক্বীরাত পরিমাণ নেকী কমে যাবে." (বুখারী২৩২২, মুসলিম১৫৭৫) কে পারবে প্রতিদিন এক ক্বীরাত নেকী জমা করতে? তাহলে যার প্রতিদিন এক ক্বীরাত নেকী কমে যাবে, তার অবস্থা কি হবে? আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত না কেউ ভাল কাজ করতে, আর না মন্দ কাজ হতে ফিরতে পারে.

(৯) গণকদের কাছে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করা

সাফিয়্যা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) নবী করীম ﷺ-এর অন্য স্ত্রীদের কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন. নবী করীম ﷺ বলেছেন,

((مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً)) رواه مسلم

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি কোন গণকের কাছে এসে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করবে, চল্লিশ রাত পর্যন্ত তার নামায গৃহীত হবে না." (মুসলিম ২২৩০)

(১০) জ্যোতিষী ও যাদুকরদের সত্যায়ন করা

আবূ হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত. নবী করীম ﷺ বলেছেন,

((مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ))

رواه أحمد وقد صححه الألباني

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি কোন জ্যোতিষী অথবা গণকের কাছে তার কথার সত্যায়ন করবে, সে ঐ জিনিসের অস্বীকারকারী গণ্য হবে, যা মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে." (আহমদ, আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন. দ্রষ্টব্যঃ সাহীহুত্তারগীব অত্তারহীব ৫৯৩৯) আর আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ ﷺ থেকে মাউক্বুফ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে. তিনি বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোন গণক অথবা যাদুকর কিংবা জ্যোতিষীর কাছে গিয়ে তার কথা বিশ্বাস করবে, সে ঐ জিনিসের অস্বীকারকারী গণ্য হবে, যা মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে." (আবূ ইয়ালা, বায়হাক্বী, আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন. দ্রষ্টব্যঃ সাহীহুত্তারগীব অত্তারহীব৩০৪৮) আবূ হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত. রাসূ- লুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((مَنْ أَتَى حَائِضًا، أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا، أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ)) رواه أحمد والترمذي وابن ماجة وقد صححه الألباني

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি মাসিক অবস্থায় তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করবে অথবা স্ত্রীর পায়ুপথে সঙ্গম করবে কিংবা কোন জ্যোতিষীর কাছে এসে তার কথার সত্যায়ন করবে, সে ঐ জিনিসের অস্বীকারকারী গণ্য হবে, যা মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে." (আহমদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন. দ্রষ্টব্যঃ সহীহ সুনানে তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ ১৩৫, ৬৩৯)

আল্লামা মুবারকপুরী (রহঃ) বলেছেন, **সে ঐ জিনিসের অস্বীকারকারী গণ্য হবে, যা মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে."** ইমাম তিরমিযীর মত অনুযায়ী এটা হুমকি ও ধমক স্বরূপ বলা হয়েছে. আবার কেউ কেউ বলেছেন, যদি গণকের কাছে আসা ও তার সত্যায়ন করাকে বৈধ মনে করা হয়, তাহলে 'কুফরী'র অর্থ কুফ্‌রীই হবে. অন্যথায় 'কুফ্‌রী'র অর্থ হবে, নিয়ামতের অকৃতজ্ঞতা.

(১১) মদ পান করা

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাযয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِيْنَ صَبَاحاً، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ عَادَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِيْنَ صَبَاحاً، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ عَادَ

لَمْ تُقْبَلْ صَلاَةٌ أَرْبَعِيْنَ صَبَاحاً، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ عَادَ الرابعة لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِيْنَ صَبَاحاً، فَإِنْ تَابَ، لَمْ يَتبِ اللهُ عَلَيْهِ، وَسَقَاهُ مِنْ نَهْرِ الخَبَال، قِيْلَ يَا أَبَا عَبْدِ الرحمن! ومَا نَهر الخبَال؟ قَال: نَهرٌ مِن صَدِيْدِ أَهْلِ النَّارِ)) رواه أحمد والترمذي وقد صححه الألباني

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি মদ পান করে, চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার নামায গৃহীত হয় না. কিন্তু সে যদি আল্লাহর নিকট তওবা করে, তবে আল্লাহ তার তওবাকে কবুল করবেন. অতঃপর সে যদি পুনরায় শারাব পান করে, তাহলে চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার নামায গৃহীত হবে না. কিন্তু যদি সে আবারও আল্লাহর নিকট তওবা করে, তবে আল্লাহ তার তওবা কবুল করবেন. এর পরও যদি সে পুনরাবৃত্তি করে, চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার নামায গৃহীত হবে না. কিন্তু যদি সে আবারও আল্লাহর নিকট তওবা করে, তবে আল্লাহ তার তওবা কবুল করবেন. সে আবার চতুর্থবার মদ পান করে, চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার নামায গৃহীত হয় না. আর যদি সে আল্লাহর নিকট তওবা করে, তবে আল্লাহ তার তওবা কবুল করবেন না এবং তাকে 'খাবাল' নদী থেকে পান করাবেন. জিজ্ঞাসা করা হল, হে আবূ আব্দুর রাহমান! 'খাবাল' নদী কি? তিনি বললেন, তা হল, জাহান্নামীদের গলিত পুঁজ." (আহমদ, তিরমিযী, আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন. দ্রষ্টব্যঃ সহীহ সুনানে তিরমিযী ১৮৬২)

(১২) মানুষের অধিকার হরণ ও তাদের প্রতি যুলুম করা

আবূ হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত যে, (একদা রাসুলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবাদেরকে সম্বোধন ক'রে) বললেন,

((أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ؟ قَالُوا: الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ، فَقَالَ: إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ، أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ)) رواه مسلم ٢٥٨١

"তোমরা কি জান, নিঃস্ব কে? তাঁরা বললেন, আমাদের মধ্যে নিঃস্ব ঐ ব্যক্তি যার কাছে কোন দিরহাম এবং কোন আসবাব-পত্র নেই. তিনি বললেন, আমার উম্মতের মধ্যে (আসল) নিঃস্ব তো সেই ব্যক্তি, যে কিয়ামতের দিন নামায, রোযা ও যাকাতের (নেকী) নিয়ে হাযির হবে. কিন্তু এর সাথে সাথে সে এ অবস্থায় আসবে যে, সে কাউকে গালি দিয়েছে. কারো প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেছে, কারো (অবৈধরূপে) মাল ভক্ষণ করেছে. কারো রক্তপাত করেছে এবং কাউকে মেরেছে. অতঃপর এ (অত্যাচারিত)কে তার নেকী দেওয়া হবে, এ (অত্যাচারিত)কে তার নেকী দেওয়া হবে. পরিশেষে যদি তার নেকীরাশি অন্যান্যদের দাবী পূরণ করার পূর্বেই শেষ হয়ে যায়, তাহলে তাদের পাপরাশিগুলো নিয়ে তার উপর নিক্ষেপ করা হবে. অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে." (মুসলিম ২৫৮১)

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ সামনে উপস্থিত হয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার দু'জন ক্রীতদাস রয়েছে. তারা আমাকে মিথ্যা বলে, আমার সাথে বিশ্বাসঘা- তকতা করে এবং আমার অবাধ্যতা করে. ফলে আমি তাদেরকে গালিগালাজ করি এবং তাদেরকে মারধর করি. এখন তাদের ব্যাপারে আমার কি হবে? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

((يُحْسَبُ مَا خَانُوكَ وَعَصَوْكَ وَكَذَّبُوكَ وَعِقَابُكَ إِيَّاهُمْ، فَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ بِقَدْرِ ذُنُوبِهِمْ؛ كَانَ كَفَافًا لَا لَكَ وَلَا عَلَيْكَ، وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ دُونَ ذُنُوبِهِمْ؛ كَانَ فَضْلًا لَكَ، وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ فَوْقَ ذُنُوبِهِمْ؛ اقْتُصَّ لَهُمْ مِنْكَ الْفَضْلُ)) قَالَ: فَتَنَحَّى الرَّجُلُ فَجَعَلَ يَبْكِي وَيَهْتِفُ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : ((أَمَا تَقْرَأُ كِتَابَ الله ﴿ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ﴾ فَقَالَ الرَّجُلُ: وَالله يَا رَسُولَ الله مَا أَجِدُ لِي وَلِهَؤُلَاءِ شَيْئًا خَيْرًا مِنْ مُفَارَقَتِهِمْ، أُشْهِدُكُمْ أَنَّهُمْ أَحْرَارٌ كُلُّهُمْ. رواه أحمد والترمذي وقد صححه الألباني في صحيح الترمذي ٢٥٣١

"তাদের তোমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা, তোমার অবাধ্যতা করা, তোমার সাথে তাদের মিথ্যা বলা এবং তাদেরকে তোমার শাস্তি দেওয়া এ সবেরই হিসাব হবে. যদি তাদেরকে তোমার শাস্তি দেওয়া তাদের অপরাধ সমপরিমাণ হয়, তাহলে তো তা-ই যথেষ্ট হবে. না

তোমার উপর কোন কিছু আসবে, আর না তাদের উপর. আর যদি তাদেরকে তোমার শাস্তি দেওয়া তাদের অপরাধ থেকে কিছু কম হয়, তবে এটা (তোমার পক্ষ হতে) অনুগ্রহ হবে. পক্ষান্তরে তাদেরকে তোমার শাস্তি দেওয়া যদি তাদের অপরাধ থেকে বেশী হয়ে যায়, তাহলে বেশী পরিমাণটুকুর প্রতিশোধ তোমার কাছ থেকে গ্রহণ করা হবে. বর্ণনাকারী বলেন, এ কথা শুনে লোকটি শব্দ ক'রে কাঁদতে লাগল. রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি কি আল্লাহর কিতাবের এ আয়াত পড়নি যার অর্থ হচ্ছে, "কিয়ামত দিবসে আমি স্থাপন করব ন্যায় বিচারের দাঁড়িপাল্লাসমূহ; সুতরাং কারো প্রতি কোন অবিচার করা হবে না. কর্ম যদি সরিষার দানা পরিমাণ ওজনের হয়, তবুও তা আমি উপস্থিত করব. আর হিসাব গ্রহণকারীরূপে আমিই যথেষ্ট." লোকটি তখন বলল, আল্লাহর শপথ! হে আল্লাহর রাসূল! আমার কাছে ওদের কল্যাণে ওদেরকে মুক্ত করা ছাড়া অন্য কিছুই দেখি না. তাই আপনাকে সাক্ষী রাখছি যে, ওরা সবাই মুক্ত." (আহমদ, তিরযিমী, আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন. দ্রষ্টব্যঃ সহীহ সুনানে তিরমিযী ২৫৩১)

আবূ হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত. তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((رَحِمَ اللهُ عَبْدًا كَانَتْ لِأَخِيهِ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ فِي عِرْضٍ أَوْ مَالٍ، فَجَاءَهُ فَاسْتَحَلَّهُ قَبْلَ أَنْ يُؤْخَذَ وَلَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ حَمَّلُوا عَلَيْهِ مِنْ سَيِّئَاتِهِمْ))رواه الترمذي

অর্থাৎ, "আল্লাহ সেই বান্দার প্রতি রহম করুন, যার উপর তার অপর কোন ভাইয়ের সম্ভ্রম বা মাল সম্পর্কীয় কোন যুলুম থাকলে সে তার কাছে এসে নিষ্পত্তি (মীমাংসা) করে নেয়, সেই দিন ধরা খাওয়ার পূর্বেই, যেদিন তার কাছে না দীনার থাকবে, আর না দিরহাম. সেদিন তার নেকী থাকলে, তা নিয়ে নেওয়া হবে. আর নেকী না থাকলে, তাদের (যাদের প্রতি সে যুলুম করেছে) পাপ তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে." (তিরমিযী, ইমাম সুয়ূত্বী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন. দ্রষ্টব্যঃ জামে' উস্‌সাগীর ৪৪৩৩)

সুফিয়ান সাওরী (রহঃ) বলেন, আল্লাহ ও তোমার সাথে সম্পর্কীয় এমন সত্তর গুনাহ নিয়ে আল্লাহর সাক্ষাৎ করা সেই একটি গুনাহ নিয়ে সাক্ষাৎ করার চেয়ে বেশী সহজ, যার সম্পর্ক তোমার ও বান্দাদের সাথে. (আত্তাযকিরা ২/ ১৩)

নবী করীম ﷺ মানুষকে কষ্ট দেওয়া থেকে এত কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন যে, তিনি মুজাহিদদেরকে তাদের সওয়াব কমে যাওয়ার অথবা তাদের জিহাদ নষ্ট হয়ে যাওয়ার হুমকি দিতেন, যদি তারা জিহাদ করাকালীন মানুষদেরকে পথে-ঘাটে ও তাদের বাড়ীতে কোন কষ্ট দেয়. যেমন, মুআ'য ইবনে আনাস ﷺ বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-এর সাথে এই এই যুদ্ধ করেছি. লোকেরা বাড়ি-ঘরের উপর সংকীর্ণতা সৃষ্টি করলে এবং পথ-ঘাট বন্ধ করে ফেললে রাসূলুল্লাহ ﷺ একজন ঘোষক পাঠিয়ে ঘোষণা করালেন যে, যে ব্যক্তি বাড়ীর উপর সংকীর্ণতা সৃষ্টি করবে অথবা পথ-ঘাট অবরোধ করবে, তার জিহাদ নেই." (আবূ দাউদ, আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন. দ্রষ্টব্যঃ সহীহ সুনানে আবূ দাউদ ২৬২৯)

(১৩) মন্দ চরিত্র

সুন্দর চরিত্র যেমন নেকীর পাল্লাকে ভারী করবে, তেমনি বিপরীতভাবে মন্দ চরিত্র ভালো আমলগুলিকে নষ্ট ক'রে পাল্লাকে হাল্কা করবে. ইবনে উমার ﷺ থেকে বর্ণিত. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "মানুষের সব থেকে বেশী উপকারকারী ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট বেশী প্রিয়. আর আল্লাহর নিকট সব চেয়ে উত্তম কাজ হল, এমন আনন্দ যা তুমি কোন মুসলিমের অন্তরে প্রবেশ করিয়েছ কিংবা তার কোন কষ্ট দূর করেছ অথবা তার ঋণ পরিশোধ করে দিয়েছ বা তার ক্ষুধা নিবারণ করেছ. আমি যদি আমার কোন মুসলিম ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণের জন্য যাই, তাহলে এটা আমার নিকট মসজিদে এক মাস এতেকাফ করার থেকে শ্রেয়. আর যে তার রাগ করা থেকে বিরত থাকবে, আল্লাহ তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন. ক্রোধকে কার্যকরী করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যে তা দমন করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার অন্তরকে সন্তুষ্টি দ্বারা ভরে দেবেন. যে তার কোন মুসলিম ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণ করার জন্য তার সাথে যায় এবং তা প্রতিষ্ঠিত করে, আল্লাহ সেইদিন তার কদমকে সুদৃঢ় রাখবেন, যেদিন পায়ের পদস্খলন ঘটার সম্ভাবনা বেশী থাকবে. আর নোংরা চরিত্র আমলকে ঐভাবে নষ্ট করে দেয়, যেভাবে সিরকা মধুকে নষ্ট করে দেয়." (ত্বাবরানী, আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন. দ্রষ্টব্যঃ সাহীহুল জামে' ১৭৬)

(১৪) মুসলিমদের সম্ভ্রমের উপর আক্রমণ করা

সাঈদ ইবনে যায়েদ ﷺ থেকে বর্ণিত. নবী করীম ﷺ বলেছেন,

((وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا اسْتِطَالَةُ الرَّجُلِ فِي عِرْضِ أَخِيْهِ)) رواه أحمد وأبوداود وقد صححه الألباني

অর্থাৎ, " সব থেকে বড় সুদ হল মুসলিমের ইজ্জত-আবুরুর উপর আক্রমণ করা" (আহমদ, আবূ দাউদ, আল্লামা আলবানী হাদীসটি সহীহ বলেছেন. দ্রষ্টব্যঃ সাহীহুল জামে' ২২০৩) মুসলিমের সম্ভ্রমের উপর আক্রমন করা হয় তাকে তুচ্ছ ও হেয় প্রতিপন্ন ক'রে, তাকে গালমন্দ এবং তার উপর মিথ্যা অপবাদ দিয়ে.

(১৫) মুজাহিদদের পরিবারের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা

সালমান ইবনে বুরাইদা ﷺ তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন. তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ وَمَا مِنْ رَجُلٍ مِنْ الْقَاعِدِينَ يَخْلُفُ رَجُلًا مِنْ الْمُجَاهِدِينَ فِي أَهْلِهِ فَيَخُونُهُ فِيهِمْ إِلَّا وُقِفَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَأْخُذُ مِنْ عَمَلِهِ مَا شَاءَ فَمَا ظَنُّكُمْ)) وفي رواية: (فَخُذْ مِنْ حَسَنَاتِهِ مَا شِئْتَ) فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ فَمَا ظَنُّكُمْ؟ رواه مسلم

অর্থাৎ, "স্বগৃহে অবস্থানকারী লোকেদের পক্ষে মুজাহিদদের স্ত্রীদের মর্যাদা তাদের নিজেদের মায়ের মর্যাদার মত. স্বগৃহে অবস্থানকারী লোকেদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোন মুজাহিদ ব্যক্তির পরিবারের প্রতিনিধিত্ব (দেখা-শুনা) করে, অতঃপর তাদের ব্যাপারে সে তার খেয়ানত করে বসে, তবে কিয়ামতের দিন তাকে মুজাহিদের সম্মুখে দাঁড় করানো হবে এবং সে তার নেকীসমূহ থেকে ইচ্ছামত নেকী নিয়ে নেবে. তোমাদের ধারণা কি? (সে কি তখন তার কাছ থেকে নেকী নিতে ছাড়বে?) অন্য এক বর্ণনায় এসেছে যে, "তাকে বলবেন, তার নেকী থেকে তুমি ইচ্ছামত নিয়ে নাও." অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের প্রতি মুখ ফিরিয়ে বললেন, তোমাদের ধারণা কি? (সে কি তখন তার কাছ থেকে নেকী নিতে ছাড়বে?)." (মুসলিম ১৮৯৭)

(১৬) আত্মহত্যা করা

আবূ হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত. তিনি বলেন, খাইবারের যুদ্ধে আমরা শরীক ছিলাম. সেই যুদ্ধে (অংশগ্রহণকারী) ইসলামের দাবীদার এক ব্যক্তি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এই লোকটি জাহান্নামী হবে. লড়াই শুরু হলে লোকটি প্রাণপণ যুদ্ধ করল এবং বহুভাবে সে আহত হল. তাই অনেক মানুষের মনে সন্দেহের উদ্রেক হল. লোকটির কাছে আঘাতের কষ্ট দুর্বিষহ হয়ে উঠল. সে তখন তার তীরদান থেকে একটি তীর বের ক'রে তার ফলা দিয়ে নিজেকে হত্যা করে ফেলল. বহু মানুষের কাছে এটা কঠিন মনে হল. তারা সবাই বলতে লাগল, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ

আপনার কথাকে সত্য সাব্যস্ত করেছেন. সেই লোকটি আত্মহত্যা করেছে. (বুখারী ৪২০৪)

সাহাবীদের আক্বীদা/বিশ্বাস হল, আত্মহত্যাকারীর আমল নষ্ট হয়ে যাবে.

(১৭) শরয়ী কোন কারণ ছাড়া স্ত্রীর স্বামীর কথা অমান্য করা, কারো এমন সম্প্রদায়ের ইমামতী করা যারা তাকে চায় না

আবূ উমামা ﷺ থেকে বর্ণিত. তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((ثَلَاثَةٌ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ آذَانَهُمْ: الْعَبْدُ الْآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ)) رواه الترمذي وحسنه الألباني

অর্থাৎ, "তিন শ্রেণীর মানুষের নামায তাদের কান অতিক্রম করবে না. পলাতক দাস যতক্ষণ না সে ফিরে এসেছে. যে রাত্রি যাপন করে এমন অবস্থায় যে, তার স্বামী তার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকে. আর যে এমন সম্প্রদায়ের ইমামতী করে, যারা তাকে চায় না." (তিরমিযী, আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন. দ্রষ্টব্যঃ সহীহ সুনানে তিরমিযী ৩৬০) এই তিন শ্রেণীর লোকদের নামায গৃহীত হবে না. ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, তাদেরকে নামায ফিরিয়ে পড়ার নির্দেশও দেওয়া হবে না. যার অর্থ এই হয় যে, তাদের নামায সওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে.

(১৮) দান ও ভাল কাজ করে তার প্রচার করা

যে ব্যক্তি সাদক্বা করে অনুগ্রহের প্রকাশ করে তার নেকী নষ্ট হয়ে যায়. যেমন, মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلا يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْداً لا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾ (البقرة:٢٦٤)

অর্থাৎ, "হে বিশ্বাসিগণ! দানের কথা প্রচার ক'রে এবং কষ্ট দিয়ে তোমরা তোমাদের দানকে নষ্ট করে দিও না; ঐ লোকের মত যে নিজের ধন লোক দেখানোর জন্য ব্যয় করে এবং আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে না. তার উপমা একটি শক্ত পাথরের মত, যার উপর কিছু মাটি থাকে. অতঃপর তার উপর প্রবল বৃষ্টিপাত তাকে মসৃণ করে রেখে দেয়. যা তারা উপার্জন করেছে, তার কিছুই তারা তাদের কাজে লাগাতে পারবে না. বস্তুতঃ আল্লাহ অবিশ্বাসী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না." (সূরা বাক্বারা ২৬৪) যারাই নিজের অনুগ্রহ ও নেক আমলের কথা মানুষের কাছে প্রচার করবে, তাদের সওয়াব নষ্ট হয়ে যাওয়ারই আশঙ্কা বেশী.

(১৯) গাঁটের নীচে কাপড় ঝুলিয়ে পরা, দানের কথা বলে বেড়ানো এবং মিথ্যা কসম খেয়ে পণ্যদ্রব্য বিক্রি করা

আবূ যার্র ﷺ থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন,

((ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمْ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، قَالَ: فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلَاثَ مِرَارًا، قَالَ أَبُو ذَرٍّ: خَابُوا وَخَسِرُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: ((الْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ)) رواه مسلم ١٠٦

অর্থাৎ, "তিন ব্যক্তির সাথে কিয়ামতের দিন আল্লাহ কথা বলবেন না, তাদের দিকে (দয়ার দৃষ্টিতে) তাকাবেন না, তাদেরকে পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্য থাকবে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি. বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ উক্ত বাক্যগুলি তিনবার বললেন. আবূ যার্র বলেন, তারা ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হোক! তারা কারা? হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, (লুঙ্গি-কাপড়) পায়ের গাঁটের নীচে যে ঝুলিয়ে পরে, দান করে যে লোকের কাছে দানের কথা বলে বেড়ায় এবং মিথ্যা কসম খেয়ে যে পণ্য বিক্রি করে." (মুসলিম ১০৬)

লক্ষ্য করুন, নবী করীম ﷺ এখানে যে গাঁটের নীচে লুঙ্গি-কাপড় ঝুলিয়ে পরে, আর যে দান করে লোকের কাছে দানের কথা বলে বেড়ায় এবং যে মিথ্যা কসম খেয়ে পণ্য বিক্রি করে, তাদের একত্রে বর্ণনা করেছেন. তাই যারা তাদের লুঙ্গি-কাপড় গাঁটের নীচে ঝুলিয়ে

পরে তাদের যে সওয়াব নষ্ট হয়ে যেতে পারে সে ব্যাপারে ভয় করা উচিত.

পরিশেষঃ

প্রত্যেক মুসলিমের উচিত জ্ঞানার্জন করা ও জ্ঞানানুযায়ী আমল করা থেকে যেন ক্লান্ত বোধ না করে. এমন মানুষ অনেক আছে যারা আপনার হতের এই কিতাবে আলোচিত বৈশিষ্ট্যসমূহের ব্যাপারে অজ্ঞ এবং তার পথনির্দেশিকাও গ্রহণ করে না. তার খোঁজ এবং সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদও করে না. তাই আমাদের উপর আল্লাহর সব চেয়ে বড় অনুগ্রহ হল এই যে, তিনি আমাদেরকে সত্যের জ্ঞান দান করেছেন এবং সেদিকের দিশা দিয়েছেন. এখন আমাদের কর্তব্য হল, তাঁর করুণার অসীলায় তাঁর নিকট এই কামনা করা যে, তিনি যেন আমাদের অন্তরে এ সত্যের প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি করে দেন এবং এটাকে আমাদের অন্তরের সৌন্দর্য বানিয়ে দেন. যাতে আমরা এর উপর সদা-সর্বদা আমল করতে পারি এবং এটা যেন আমাদের জন্য সেদিন ফলপ্রসূ হয়, যেদিন সীমালংঘনকারী নিজ হস্তদ্বয় দংশন করতে করতে বলবে, 'হায়! আমার এ জীবনের জন্য যদি কিছু অগ্রিম পাঠাতাম! ব্যাপার হাসি-ঠাট্টার নয়, বরং চিন্তা-ভাবনার. হয় জান্নাতে চিরস্থায়ী হতে হবে, অথবা জাহান্নামে. মহান আল্লাহর নিকট নিরাপত্তা ও শান্তি কামনা করছি.

সূচীপত্র

৩	কিভাবে ভারী করবেন আপনার নেকীর পাল্লা?
৫	দাঁড়িপাল্লায় ভারী হবে এমন আমলসমূহ
৫	**প্রথমত আমলঃ** কথা ও কাজে নিষ্ঠাবান হওয়া
৮	**দ্বিতীয় আমলঃ** উত্তম চরিত্র
১১	**তৃতীয় আমলঃ** ক্রোধকে দমন করা
১৪	**চতুর্থ আমলঃ** জানাযায় শরীক হওয়া
১৬	**চঞ্চম আমলঃ** রাতে উঠে ইবাদত করা
১৭	**ষষ্ঠ আমলঃ** যেসব আমলের নেকী কিয়াম করার সমান
২০	* এশা ও ফজরের নামায জামাআতে আদায় করা
২১	* যোহরের পূর্বে চার রাক'আত নামায পড়া
২২	* ইমামের সাথে তারাবীর নামায পূর্ণ আদায় করা
২৪	* এক রাতে একশ' আয়াত তেলাঅত করা
২৭	* রাতে সূরা বাক্বারার শেষের আয়াত দু'টি পড়া
২৮	* উত্তম চরিত্র
৩২	* বিধবা ও মিসকীনদের অভাব দূর করার চেষ্টা করা
৩৩	* জুমআর দিনের আদবসমূহের যত্ন নেওয়া
৩৪	* একদিন ও একরাত আল্লাহর পথে পাহারা দেওয়া
৩৫	* শোয়ার পূর্বে তাহাজ্জুদ পড়ার নিয়ত করা
৩৬	* যার নেকী তাহাজ্জুদের সমান তা অপরকে বলা
৩৭	**সপ্তম আমলঃ** কুরআন মুখস্থ ও তার তেলাঅত করা
৩৯	**অষ্টম আমলঃ** সাদক্বা করা
৪২	* উত্তম সাদক্বা
৪৫	**নবম আমলঃ** যেসব আমলের সওয়াব সাদক্বার সমান
৪৫	* উত্তম ঋণ প্রদান করা
৪৬	* অভাবগ্রস্তকে অবসর দেওয়া

৪৭	**দশম আমলঃ** পরিবারের উপর ব্যয় করা------
৪৯	**একাদশ আমলঃ** লাইলাতুল ক্বাদরে ইবাদত করা
৪৯	**দ্বাদশ আমলঃ** বাজারে যাওয়ার দুআ পড়া
৫১	**এয়োদশ আমলঃ** আল্লাহর যিকর
৫৯	**চতুর্দশ আমল**ঃ যার সওয়াব প্রচুর দেওয়া হবে----
৬১	* আল্লাহ, তাঁর কিতাবসমূহ ও শেষ দিসবকে বিশ্বাস করা
৬৩	* সাদক্বা ও মানুষের মাঝে সদ্ভাব প্রতিষ্ঠা করা
৬৫	* আল্লাহর সাতে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করা
৬৭	* আল্লাহকে না দেখেও ভয় করা
৬৮	*আল্লাহর আনুগত্য করা, লজ্জাস্থানের সংরক্ষণ করা
৬৯	* তাহাজ্জুদের নামায পড়া
৭০	* রাসূলের নিকট কণ্ঠস্বর নীচু করা
৭১	* আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা
৭১	-জান দিয়ে জিহাদ করা
৭৪	-মাল দ্বারা জিহাদ করা
৭৯	-জাবান দ্বারা জিহাদ করা
৭৭	**পঞ্চদশ আমলঃ** ধৈর্য ধরা
৭৮	* আল্লাহর আনুগত্যের কাজে ধৈর্য ধরা
৭৯	* হারাম প্রবৃত্তি ত্যাগ করতে ধৈর্য ধরা
৮০	* আল্লাহর নির্ধারিত ভাগ্যের উপর ধৈর্য ধরা
৮২	**ষোড়শ আমলঃ** যে আমলের সওয়াব জিহাদের সমান
৮৩	* বিধবা ও মিসকীনদের অভাব দূর করা
৮৪	* যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশকে নেক কাজ করা
৮৫	* নামাযকে তার নির্ধারিত সময় থেকে বিলম্ব না করা
৮৭	* এক নামাযের পর অপর নামাযের জন্য অপেক্ষা করা
৮৭	* পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা
৮৯	* যাকাত আদায়ের কাজে নিয়োজিত থাকা

৯০	* পরিবার ও পিতা-মাতার জন্য উপার্জন করা
৯১	* জ্ঞানার্জন করা
৯১	* হজ্জ ও উমরা আদায় করা
৯২	* ফিতনার সময় সুন্নতকে আঁকড়ে ধরা
৯২	* প্রত্যেক নামাযের পর তাসবীহ পাঠ করা
৯৪	* ১০০বার 'আলহাদু লিল্লাহ' পড়া
৯৬	* আল্লাহর নিকট তাঁরই পথে শাহাদত কামনা করা
৯৭	যে বিপদাপদে পতিত ব্যক্তি শহীদের সমান নেকী পায়
৯৭	* ত্বাউন রোগে মারা গেলে
৯৮	* মাল রক্ষা করতে গিয়ে মারা গেলে
৯৮	* জান, দ্বীন ও পরিবার রক্ষা করতে গিয়ে মারা গেলে
৯৯	* প্লুরিসি রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলে
৯৯	* সমুদ্রে মাথা ঘুরে ও ডুবে মারা গেলে
১০০	* পেটের ব্যথা ও মাটি চাপা পড়ে মারা গেলে
১০১	* পুড়ে, গর্ভাবস্থায় ও প্রসব করতে গিয়ে মারা গেলে
১০২	* ক্ষয় রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলে
১০২	**সপ্তদশ আমলঃ** যে আমলগুলি আল্লাহ ভালবাসেন
১০২	* মানুষের অন্তরে আনন্দ প্রবেশ করানো
১০৩	* মানুষদের কষ্ট না দেওয়া
১০৪	* অন্তরকে হিংসা-বিদ্বেষ থেকে পরিষ্কার রাখা
১০৫	* মানুষের সাথে সম্পর্ক জুড়ে রাখতে চেষ্টা করা
১০৫	* জবানকে সব সময় আল্লাহর যিকরে ভিজিয়ে রাখা
১০৯	* আল্লাহর ভয়ে কাঁদা
১১০	* নামাযে দুআয়ে ইস্তিফতাহ পড়া
১১১	* কোন আমল অব্যাহত ধারায় করা
১১৪	**উনবিংশতি আমলঃ** দাঁড়িপাল্লা ভারী করা নিয়ে ভাবা
১১৪	* আমলসমূহের মধ্যে উত্তম আমলের নির্বাচন করা

১১৬	যেসব আমল নেকীর পাল্লাকে হাল্কা করে
১১৮	প্রথমতঃ ছোট গুনাহ
১২০	দ্বিতীয়তঃ মহাপাপ
১২২	তৃতীয়তঃ আমল নষ্টকারী জিনিস
১২২	* শির্ক
১২৪	* কুফ্‌রীর প্রকার
১২৪	(ক) দ্বীন ও দ্বীনদারদের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা
১২৫	(খ) দ্বীনের কোন জিনিসকে অপছন্দ করা
১২৫	(গ) আল্লাহর সন্তুষ্টমূলক কাজ ত্যাগ করা
১২৬	* লোক দেখানী কাজ
১৩০	* আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সামনে অগ্রণী হওয়া
১৩২	*আল্লাহর উপর কসম খাওয়া
১৩২	*আসরের নামায ত্যাগ করা
১৩৫	* কুকুর পোষা
১৩৫	* গণকের কাছে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করা
১৩৬	* জ্যোতিষী ও যাদুকরদের সত্যায়ন করা
১৩৭	* মদ পান করা
১৩৯	* মানুষের অধিকার হরণ করা
১৪৩	* মন্দ চরিত্র
১৪৪	* মুসলিমদের সম্ভ্রমের উপর আক্রমন করা
১৪৪	* মুজাহিদের পরিবারের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা
১৪৫	* আত্মহত্যা করা
১৪৭	* দান ও ভাল কাজ ক'রে তার প্রচার করা
১৪৮	* গাঁটের নীচে কাপড় ঝুলিয়ে পরা